সকালের শিরোনাম

শুক্রবার

গ্যাস সংকট নিয়ে সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে শুক্রে জরুরি বৈঠক মোদির ● পৃঃ ৩

● ক্ষমতার রাশ কিন্তু সেই পুরুষতন্ত্রেই, কাগজে-কলমে সমতা বিধানসভায় ! ● পৃঃ ৩

● ভোটপ্রচারে গিয়ে রীতিমতো আবেগঘন হয়ে পড়লেন রাহুল গান্ধী ● পৃঃ ৬

দৈনিক বাংলা পত্রিকা •২৭ মার্চ ২০২৬ • বাংলা ১২ চৈত্র ১৪৩২ •বর্ষঃ- ০১ •সংখ্যা ঃ- ২০১ • মূল্যঃ- ০৫ টাকা• PRGI NO : WBBEN/25/A1493 • www.sakalershironam.in • sakalershironam@gmail.com

ভোটের মুখে শ্রমিক-স্বার্থ কি কেবলই গিমিক? রাজনৈতিক দলগুলোকে কড়া চিঠি সমিতির

আজকের খবর

গ্রেট নিকোবর প্রকল্পে আদিবাসী উদ্বেগ

রাহুলের বার্তা- উন্নয়ন নয়, অস্তিত্বের লড়াই

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

পরিচয়ের লড়াই এবার সমুদ্রপাড়ে! গ্রেট নিকোবর প্রকল্প ঘিরে নতুন রাজনৈতিক উত্তাপ; আদিবাসী নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর কেন্দ্রকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন রাহুল গান্ধী। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, দেশ কেবলমাত্র কিছু মানুষের নয়, দেশের প্রকৃত মালিক সাধারণ মানুষই, আর উন্নয়ন যদি মানুষের অস্তিত্বকেই মুছে দেয়, তবে সেই উন্নয়ন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বুধবার নয়াদিল্লিতে গ্রেট নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী নেতাদের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সেই বৈঠকের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি জানান, এই আন্দোলন শুধুমাত্র একটি প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, এটি মানুষের পরিচয়, মর্যাদা এবং নিজেদের ভূমিতে বাঁচার অধিকার রক্ষার লড়াই। তাঁর কথায়, দীর্ঘদিন ধরে প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানে থাকা এই মানুষগুলো আজ নিজেদের জমি হারানোর আশঙ্কায় দিশেহারা। রাহুল গান্ধীর দাবি, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আটশোরও বেশি পরিবার তাদের বসতভিটা হারাতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে বিশেষভাবে সুরক্ষিত আদিবাসী গোষ্ঠীগুলিও। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যারা দ্বীপের নাজুক পরিবেশকে রক্ষা করে এসেছে, আজ তারাই উন্নয়নের নামে প্রান্তিক হয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি। তাঁর আরও দাবি, প্রকল্পের লাভবান হবে কর্পোরেট গোষ্ঠী, বন্দর, পরিকাঠামো ও সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ যাবে বড় শিল্পগোষ্ঠীর হাতে, আর স্থানীয় বাসিন্দারা পড়ে থাকবে অনিশ্চয়তার মধ্যে। আদিবাসী প্রতিনিধিরা বৈঠকে তাদের দৈনন্দিন সমস্যার কথাও তুলে ধরেন। পানীয় জলের অভাব, পর্যাপ্ত রাস্তা না থাকা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সংকট; এসবের মাঝেই তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, অথচ তাদের মতামত বা সম্মতির যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বলেই অভিযোগ। রাহুল গান্ধী এই প্রসঙ্গে আশ্বাস দিয়েছেন, তিনি সংসদে এই বিষয়টি উত্থাপন করবেন এবং নিজে দ্বীপে গিয়ে বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন। এই বিতর্কের মাঝেই কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের অবস্থানে অনড়। পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্ত ছাড়পত্র যথাযথ নিয়ম মেনেই দেওয়া হয়েছে বলে দাবি কেন্দ্রের। জাতীয় সবুজ আদালতও সম্প্রতি এই প্রকল্পে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই বলে জানিয়ে দিয়েছে, কারণ পরিবেশগত সুরক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে তারা মনে করেছে। তবে বিরোধীদের দাবি, এই প্রকল্প আইনি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং এটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের জন্য বড়সড় হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, উন্নয়নের এই দৌড়ে কারা এগোচ্ছে আর কারা পিছিয়ে পড়ছে। গ্রেট নিকোবর প্রকল্প কি সত্যিই দেশের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলে দেবে, নাকি এর আড়ালে হারিয়ে যাবে এক প্রাচীন সমাজের অস্তিত্ব; সেই উত্তর এখনো অমীমাংসিত।

পাণ্ডবেশ্বরের সভা থেকে হুঙ্কার মমতার

তুমি রাষ্ট্রপতি শাসন করলেও জেনে রাখো, আমি একাই ১০০

সকালের শিরোনাম
সুষমা পাল মন্ডল

'নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে, এই ভোট অন্য ভোটের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এসআইআর মানিনি। আমরা কোর্ট থেকে রোড, সব জায়গায় লড়াই করেছি। সব আধিকারিকদের বদলে দিয়েছে। এত ভয় পায়? সৌজন্যের খাতিরেও আমার সঙ্গে কথা বলল না! আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ নই। তবে আমি মনে রাখব। তুমি রাষ্ট্রপতি শাসন করলেও জেনে রাখো, আমি একাই ১০০।' এভাবেই বৃহস্পতিবার পশ্চিম বর্ধমানের পান্ডবেশ্বর থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ সেরে দক্ষিণবঙ্গে জোর প্রচার শুরু করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! শুক্রবার পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমর্থনে স্থানীয় লাউদোহা মাঠে জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লাউডহার মঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতা বলেন, 'আমার সাথে পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আছেন। আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মলয় ঘটক

আমার সাথে আছেন। জামুড়িয়া থেকে হরেরাম সিং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। রানিগঞ্জ থেকে আমাদের প্রার্থী কালোবরণ মন্ডল। কুলটি থেকে আমাদের প্রার্থী অভিজিৎ ঘটক। বারাবনি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিধান উপাধ্যায়। এই জায়গার নাম পাণ্ডবেশ্বর। কৌরবদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। আমরা হলাম পাণ্ডব। আমরা পাণ্ডবেশ্বরে একটি কালভার্ট তৈরি করেছি, এখানকার বেশ কিছু রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে। হরিপুরে আমরা কর্মতীর্থ তৈরি করেছি। বিএপিএল টাউনশিপের নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন করেছি। মৎস্যজীবীদের জন্য আমরা বাড়ি তৈরি করে দিয়েছি। কোন সরকার আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ

এরপর ৪ পৃঃ

রামনবমীতে ভবানীপুরে বিশাল মিছিল শুভেন্দুর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

রাম রাজ্য চাই। হাতে কাজ, পেটে ভাত, মাথায় ছাদ, সুশাসন, নারী সুরক্ষা চাই। হিন্দু বিরোধীদের বিনাশ, সনাতন বিরোধীদের বিনাশ।' এভাবেই রামনবমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য বিশাল শোভাযাত্রা নিয়ে ভবানীপুর বিধানসভার অন্তর্গত এলাকায় স্লোগান তুলে নির্বাচনী প্রচার সারলেন ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। এই মিছিলে পা মেলানোর পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারী জনসংযোগের কাজও সেরে ফেলেন। এলাকায় পথ চলতি মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। এলাকার মানুষদের বাড়ির কাছে গিয়েও ভোটের বার্তা দেন। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে রোগীর আত্মীয়দের সাথেও কথা বলেন তিনি। আজ যদুবাবু বাজার থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত রামনবমীর শোভাযাত্রায় পা মেলান বিরোধী দলনেতা ও বিধানসভা ভোটের ভবানীপুরের প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন অবশ্য কলকাতায় নেই। তিনি রয়েছেন প্রচারে। বৃহস্পতিবার পাণ্ডবেশ্বর ও দুবরাজপুরে তাঁর সভা করেন তিনি। সেই অবসরে এদিন ভবানীপুরে রাম নবমীর শোভাযাত্রায় ঝড় তোলার চেষ্টা করেন বিরোধী দলনেতা। ভবানীপুরে পাল্টা কৌশল নিচ্ছে তৃণমূলও। ওই এলাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরের মাঠের মতই। তৃণমূল জোর দিচ্ছে জনসংযোগে। গত রবিবার দলের কর্মিসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে বলেছেন, প্রতিটি কর্মীকে ৫টি করে ভোট বাড়াতে হবে। গত উপ নির্বাচনে ভবানীপুরে ৫৮ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলেন দিদি। এবার টার্গেট ৬০ হাজার অতিক্রম করা। রাজ্যজুড়ে আজ পালিত হচ্ছে রামনবমী। ভবানীপুরে এদিন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

এরপর ৪ পৃঃ

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রতিমন্ত্রী রীম আল হাসিমির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম জয়শঙ্কর। বৈঠকে প্রবাসী ভারতীয়দের দেখভালের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। কূটনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠকের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক সংঘাত পরিস্থিতি। অঞ্চলের দ্রুত পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিস্তারিত মতবিনিময় হয়।

বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভোট দেওয়ার আহবান অভিষেকের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

নোটবন্দি, কোভিড লকডাউন, এসআইআর আর এখন গ্যাস... মর্জি মতো মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়েছে বিজেপি সরকার। ২৩ তারিখ শেষবারের মতো লাইনে দাঁড়িয়ে সেই দলকে জবাব দিন যাঁরা আপনাদের এইভাবে হেনস্থা করেছে।' এভাবেই উত্তরবঙ্গে ধূপগুড়ির জনসভা থেকে আগামী ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটগ্রহণের দিনে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভোট দেওয়ার আহবান জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ধূপগুড়ির ফণীর মাঠের জনসভায় দলীয় প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়ের প্রচারে গিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিজেপি বাংলায় হেরে গিয়েছে বলে সাধারণ মানুষের

এরপর ৪ পৃঃ

মেঘে ঢাকা আকাশে দেরি, শেষে নিরাপদে নামলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

বিকেলের আকাশ হঠাৎই কালো মেঘে ঢেকে গিয়েছিল। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও নামছে না মুখ্যমন্ত্রীর বিমান;এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই উদ্বেগ ছড়ায় অনুগামীদের মধ্যে, আর টেলিভিশনের

এরপর ৪ পৃঃ

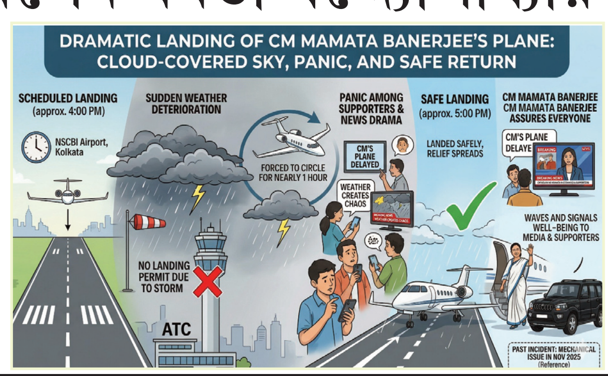

তৃতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ বিজেপির

অভয়ার মায়ের নাম ঘিরে বড় চমক পানিহাটিতে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

বাংলায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তৃতীয় দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল বঙ্গ বিজেপি। জল্পনার অবসান ঘটিয়ে পানিহাটি কেন্দ্রে বিজেপির 'তুরুপের তাস' হিসেবে অভয়ার মা রত্না দেবনাথকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় প্রকাশিত দলের তৃতীয় প্রার্থী তালিকায় ১৯ জনের মধ্যে পানিহাটি আসনে এই নাম বিশেষ চমক। প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার পরেই সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে এলেন 'অভয়া'র বাবা-মা। এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতির সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পানিহাটির বিজেপি প্রার্থী 'অভয়া'র মা বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ যে দুর্নীতিতে ডুবে আছে, মেয়েদের কোনও সুরক্ষা নেই, নারীদের সম্মান নেই। কোনও একটা ঘটনা ঘটলেই বলা হয়, মেয়েরা রাতে বেরোব না, মেয়েদের নাইট ডিউটি দেওয়া হবে না। এসব কথা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীই বলেন। আমার এটাই বলার, কেউ ভয় না পেয়ে, নিজদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হও। এবং নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নাও। সারা বিশ্ববাসী আমার আন্দোলনের সঙ্গে ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গবাসী যেভাবে আমার মেয়ের মৃত্যুকে তাঁদের ঘরের মেয়ে হারানোর মতো মনে করেছে, সেভাবেই তাঁরা আমার পাশে থাকবেন। আমার বিশ্বাস তৃণমূলকে উপড়ে ফেলতে পারব।' সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে 'অভয়া'র মা সাফ জানান, প্রথম থেকে প্রস্তাব ছিল। তবে শেষ মুহূর্তে তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নেন, বিজেপির হয়ে প্রার্থী দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল জমানায় ভাল নেই কেউ। তাই এই সরকারের মূল উপড়ে ফেলার জন্যই তিনি গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী হতে চাইছেন। 'অভয়া'র বাবা বলেন, প্রস্তাব অনেকদিন আগেই এসেছিল। তবে মানসিক প্রস্তুতি নিতে সময় লেগেছে। একই সঙ্গে 'অভয়া'র বাবা এদিন বামেদের একহাত নেন। কটাক্ষ করে বলেন, 'আমরা বারবার বলেছিলাম আমার মেয়ের মৃত্যুর উপর দাঁড়িয়ে রাজনীতি করতে দেব না। সেটাই করল। বামপন্থী দলগুলি আন্দোলন করেছে, বিচার যাতে না পাই সেই কাজটা করেছে। বিচার পাওয়ার কাজ তারা করেনি। এখনও বাধা দিয়ে যাচ্ছে, বিচার যাতে না পাই।' বিজেপির তৃতীয় দফার প্রার্থী তালিকা বলছে, ছাব্বিশের নির্বাচনে বাদ গেলেন কোচবিহার দক্ষিণ-এর বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে। টিকিট দেওয়া হয়নি ইংলিশবাজারের শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীকেও। প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, কোচবিহার দক্ষিণ থেক্ বিজেপি প্রার্থী করেছে শ্রী রথীন্দ্রনাথ বোসকে।

ইংলিশবাজার থেকে প্রার্থী করা হয়েছে অম্লান ভাদুড়িকে। এদিকে, হুগলির নজরকাড়া আসন সিঙ্গুরে বিজেপি দাঁড় করাল ডক্টর অরূপ কুমার দাস-কে। এই আসনে তৃণমূলের প্রার্থী বিদায়ী বিধায়ক বেচারাম মান্না। গতবার সিঙ্গুর আন্দোলনের নেতা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া রবীন্দ্রনাথ

এরপর ৪ পৃঃ

গোপন রাখা বাধ্যতামূলক নির্যাতিতার পরিচয়

দেশের সব হাইকোর্টগুলোকে 'সুপ্রিম' নির্দেশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

যৌন হেনস্থা বা ধর্ষণের মামলায় নির্যাতিতার নাম-পরিচয় কোনোভাবেই প্রকাশ্যে আনা যাবে না। দেশের প্রতিটি হাই কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে এই নির্দেশ কঠোরভাবে পালনের বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, বহু ক্ষেত্রেই এই গোপনীয়তা বজায় রাখার বিষয়ে নিম্ন আদালতগুলির মধ্যে উদাসীনতা দেখা যাচ্ছে। মঙ্গলবার একটি নাবালিকা ধর্ষণের মামলার রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং

এরপর ৪ পৃঃ

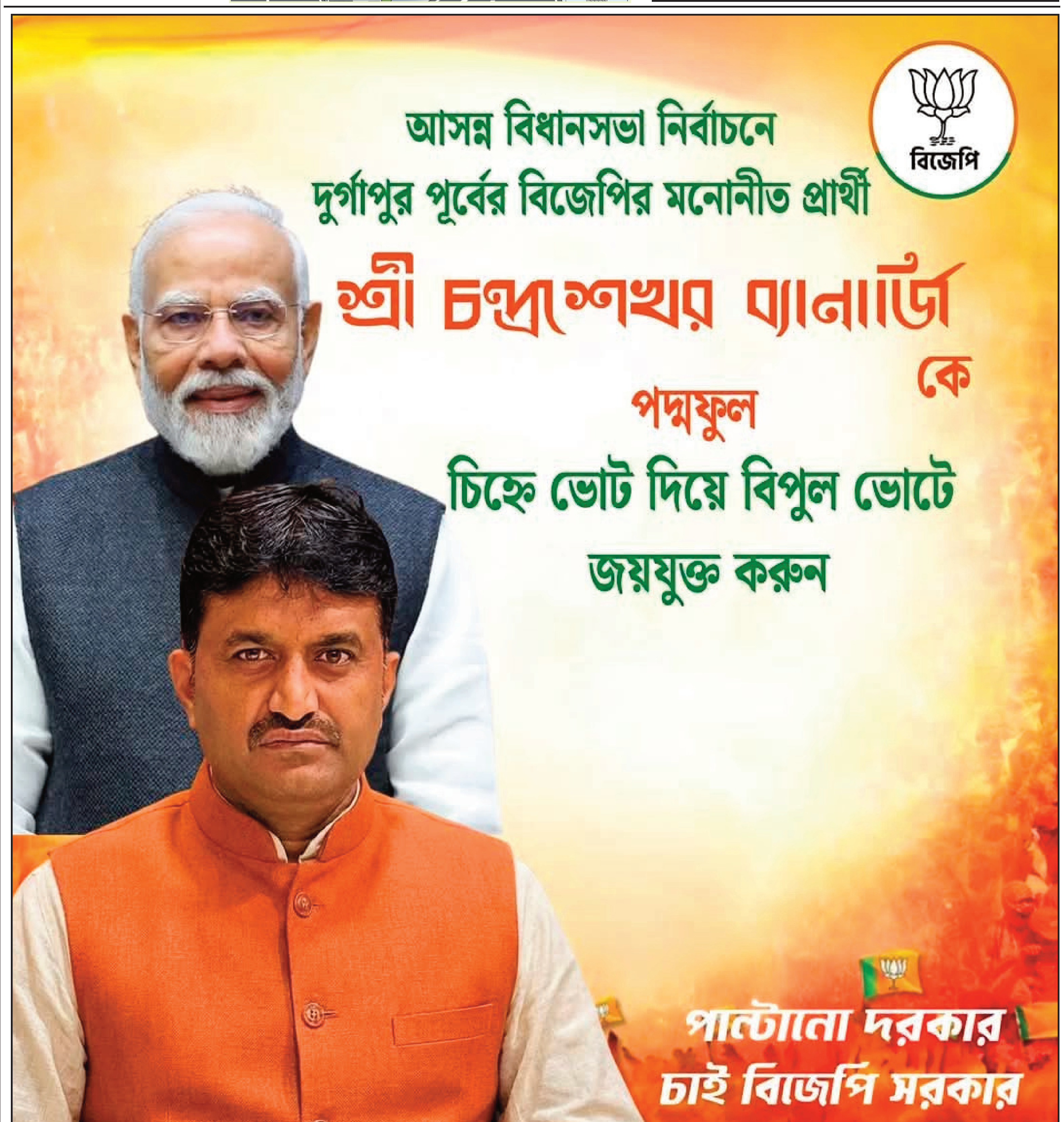

সকালের শিরোনাম

সম্পাদকীয়

২৭ মার্চ ২০২৬, শুক্রবার

নতুন আশঙ্কা...

মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা আবারও বিশ্ব জ্বালানি বাজারে অনিশ্চয়তার ছায়া ফেলছে। হরমুজ প্রণালিকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা সংকট তীব্রতর হওয়ায় তেল উৎপাদন কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কুয়েত। এই সিদ্ধান্ত শুধু একটি দেশের অভ্যন্তরীণ নীতি নয় বরং বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা।কুয়েতের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কুয়েত পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (কেপিসি) জানিয়েছে, কৌশলগত এই জলপথে জাহাজ চলাচলের ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ায় সাময়িকভাবে তেল উত্তোলন কমানো হয়েছে। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং ১০ মার্চ উৎপাদন নেমে এসেছে মাত্র ৫ লাখ ব্যারেলে। অথচ স্বাভাবিক সময়ে দৈনিক উৎপাদন ৩০ লাখ ব্যারেলেরও বেশি।এই হঠাৎ পতন পরিস্থিতির গভীরতাকেই স্পষ্ট করে।হরমুজ প্রণালি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহন রুট।প্রতিদিন বিশ্বে ব্যবহৃত মোট তেল ও গ্যাসের প্রায় ২০ শতাংশ এই পথ দিয়েই পরিবাহিত হয়। ফলে এই অঞ্চলে সামান্য অস্থিরতাও আন্তর্জাতিক বাজারে বড় প্রভাব ফেলে। সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক তেলবাহী জাহাজে হামলার ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।এই সংকটের পেছনে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত যা ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন মাত্রা পেয়েছে। ইরানের কড়া অবস্থান পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে। তেহরান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল ও তাদের মিত্র দেশগুলিকে 'শত্রুভাবাপন্ন' হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং যুদ্ধ চলাকালীন তাদের জাহাজ লক্ষ্যবস্তু হতে পারে। এই হুঁশিয়ারি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি।কুয়েতের সিদ্ধান্ত তাই একদিকে সতর্কতামূলক অন্যদিকে বাস্তবতার প্রতিফলন। নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে উৎপাদন বাড়ানো ঝুঁকিপূর্ণ-এটাই বার্তা দিচ্ছে দেশটি। তবে এর প্রভাব বিশ্ববাজারে পড়তে বাধ্য। তেলের দাম বৃদ্ধি, সরবরাহে অনিশ্চয়তা এবং আমদানিনির্ভর দেশগুলির অর্থনৈতিক চাপ সবকিছুই সামনে আসতে পারে।এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠছে, আন্তর্জাতিক কূটনীতি কতটা কার্যকর হবে ? হরমুজ প্রণালির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন বৈশ্বিক অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। অন্যথায়, এই সংকট আরও বড় আকার ধারণ করে বিশ্ব অর্থনীতিকে নতুন বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারে।অতএব, কুয়েতের তেল উৎপাদন কমানোর সিদ্ধান্ত শুধু একটি সাময়িক পদক্ষেপ নয়- এটি এক গভীর সংকেত যা বিশ্বকে সতর্ক করে দিচ্ছে আসন্ন জ্বালানি অনিশ্চয়তার ব্যাপারে।

স্মৃতির পাতা থেকে

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৯ জুলাই ১৮৬৩ - ১৭ মে ১৯১৩) ছিলেন একজন বিশিষ্ট বাঙালি কবি, নাট্যকার ও সংগীতস্রষ্টা। তিনি ডি. এল. রায় নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রায় ৫০০ গান রচনা করেন। এই গানগুলি বাংলা সংগীত জগতে দ্বিজেন্দ্রগীতি নামে পরিচিত। তার বিখ্যাত গান ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ ইত্যাদি আজও সমান জনপ্রিয়। তিনি অনেকগুলি নাটক রচনা করেন। তার নাটকগুলি চার শ্রেণিতে বিন্যস্ত প্রহসন, কাব্যনাট্য, ঐতিহাসিক নাটক ও সামাজিক নাটক। তার রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে জীবদ্দশায় প্রকাশিত আর্যগাথা (১ম ও ২য় ভাগ) ও মন্দ্র বিখ্যাত। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একঘরে, কল্কি-অবতার, বিরহ, সীতা, তারাবাঈ, দুর্গাদাস, রাণা প্রতাপসিংহ, মেবার-পতন, নূরজাহান, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, সিংহল-বিজয় ইত্যাদি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম অধুনা পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। তার পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (১৮২০-৮৫) ছিলেন কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ান। সে বাড়িতে বহু গুণীজনের সমাবেশ হত। কার্তিকেয়চন্দ্র নিজেও ছিলেন একজন বিশিষ্ট খেয়াল গায়ক ও সাহিত্যিক। এই বিদগ্ধ পরিবেশ বালক দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়। তার মা প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন অদ্বৈত আচার্যের বংশধর। দ্বিজেন্দ্রলালের দুই দাদা রাজেন্দ্রলাল ও হরেন্দ্রলাল এবং এক বৌদি মোহিনী দেবীও ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যস্রষ্টা। দ্বিজেন্দ্রলাল ১৮৭৮-এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। এফ. এ. পাস করেন কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজ থেকে। পরে হুগলি কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৮৮৪ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ (অধুনা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে এম.এ. পাস করেন। এরপর কিছুদিন ছাপরার রেভেলগঞ্জ মুখার্জ্জি সেমিনারিতে শিক্ষকতা করার পর সরকারি বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ডে যান কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করার জন্য। রয়্যাল এগ্রিকালচারাল কলেজ ও এগ্রিকালচারাল সোসাইটি হতে কৃষিবিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করেন। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয় তার একমাত্র ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ লিরিসিস অফ ইন্ডিয়া। এই বছরই দেশে প্রত্যাবর্তন করে সরকারি কর্মে নিযুক্ত হন দ্বিজেন্দ্রলাল। কিন্তু তিন বছর বিদেশে থাকার পর দেশে ফিরে প্রায়শ্চিত্ত করতে অসম্মত হলে তাকে নানা সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয় সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজ দ্বারা।ভারতবর্ষে ফিরে তিনি জরিপ ও কর মূল্যায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং মধ্যপ্রদেশে সরকারি দপ্তরে যোগ দেন। পরে তিনি দিনাজপুরে সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ পান। তিনি প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আন্দুলিয়া নিবাসী প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুরবালা দেবীকে বিবাহ করেন ১৮৮৭ সালে। ১৮৯০ সালে বর্ধমান এস্টেটের সুজামুতা পরগনায় সেটেলমেন্ট অফিসার হিসাবে কর্মরত অবস্থায় কৃষকদের অধিকার বিষয়ে তার সাথে বাংলার ইংরেজ গভর্নরের বিবাদ ঘটে। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি ১৯১৩ সালে সরকারি চাকরি হতে অবসর নেন।দ্বিজেন্দ্রলালের দুই অগ্রজই ছিলেন লেখক ও পত্রিকা সম্পাদক। গৃহে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখের যাতায়াত ছিল।এরকম একটি পরিবেশে কৈশোরেই তিনি কবিতা রচনা শুরু করেন। ১৯০৫ সালে তিনি কলকাতায় পূর্ণিমা সম্মেলন নামে একটি সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৩ সালে তিনি ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। অল্প বয়স থেকেই কাব্য রচনার প্রতি তার ঝোঁক ছিল। তার রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে আর্যগাথা (১ম ও ২য় ভাগ) ও মন্দ্র বিখ্যাত। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য একঘরে, কল্কি-অবতার, বিরহ, সীতা, তারাবাঈ, দুর্গাদাস, রাণা প্রতাপসিংহ, মেবার পতন, নূরজাহান, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, সিংহল-বিজয় ইত্যাদি। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যে তার দেশপ্রেমের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। পাঠান-মুঘল সম্রাটদের বিরুদ্ধে দেশের ভারতীয় মানুষের স্বাধীনতার লড়াইয়ের মর্মস্পর্শী বিবরণ বার বার তার নাটকগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে।হাস্যরসেও তিনি অসামান্য পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন,
স্ত্রীর চেয়ে কুমীর ভাল বলেন সর্বশাস্ত্রী ধরলে কুমীর ছাড়ে বরং, ধরলে ছাড়ে না স্ত্রী।ভারতীয় রাগসঙ্গীতের কাঠামোয় পাশ্চাত্য সঙ্গীতের চালের সমন্বয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের উদার ও ওজস্বী সুরে দেশাত্মবোধক গান রচনা বাংলা গানে এক অভিনব ধারার সূচনা করে। তাঁর গানে রয়েছে সুরের সাবলীলতা। একটি নির্দিষ্ট রাগকে অবলম্বন করেও রাগের সরাসরি প্রভাবকে ছাপিয়ে কথা ও সুরের অপূর্ব সমন্বয়ে সঙ্গীতে ভাব ফুটিয়ে তোলা রবীন্দ্রনাথের পরে একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালেই সম্ভব হয়েছে। তাঁর 'ধনধান্যপুষ্পভরা' গানটিতে 'কেদারা' রাগের কাঠামোয় অন্তর উজারকরা দেশাত্মবোধক কথাগুলি সাজানো হয়েছে। এখানে 'সে যে আমার জন্মভূমি' লাইনটিতে ইংরেজি গানের ঢঙে তিন রকম সুরের উত্থান-পতনের গতিতে সুর রচনা দ্বিজেন্দ্রলালের এক অসামান্য সৃষ্টি, যা আজও তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।দ্বিজেন্দ্রলালের অসাধারণ সঙ্গীতপ্রতিভার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল বিদেশী শাসকদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষী মনোভাব, যার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর রচিত বিভিন্ন স্বদেশী সঙ্গীতে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের চিত্তাকর্ষক দিকগুলি উত্তমরূপে আত্মস্থ করে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে তিনি তা প্রয়োগ করেন বাংলা গানে। বাংলা গানে প্রথম বিদেশী কোরাস গানের ঢঙ প্রয়োগ তাঁর বিশেষ অবদান।প্রেমের গান রচনায়ও তিনি ছিলেন কৃতবিদ্য। গানের কথার কোনো অংশে কতটা গতিতে সুরের আরোহণ-অবরোহণ হলে প্রেমের আবেগ কতখানি ফুটে উঠবে, সে বিষয়ে তাঁর সচেতনতা লক্ষণীয়।

সার্কাসের সিংহের মতো ভারতকে ওঠবোস করাচ্ছে আমেরিকা

এম কে ভদ্রকুমার

সর্বোচ্চ পরিহাস হল, যে ট্রাম্প আগে হুকুম জারি করেছিলেন যে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করতে হবে ভারতকে, তিনিই এখন দিল্লিকে 'অনুমতি' দিচ্ছেন আগামী ৩০ দিন পর্যন্ত অন্য কোনও আদেশ জারি করা না-হলে, ভারত রাশিয়ার তেল কিনতে পারবে যাতে ইরানের বিরুদ্ধে তাঁর ঘোষিত যুদ্ধটি মসৃণভাবে চলতে পারে। খসার্কাসের তাঁবুর বাধ্য সিংহরা চাবুকের শব্দে ওঠে বসে। আমাদেরও সেই রকম ওঠবোস করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে আমাদের শাসককুলের দুকান কাটা। কারণ সারা বিশ্বের দর্শকদের সামনে যখন তাদের সঙ্গে খোলাখুলি ও নির্লজ্জভাবে এমন ব্যবহার করা হচ্ছে, ওয়াশিংটনের নির্দেশে যখন ভারতকে একটা তাঁবেদার রাষ্ট্রের পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তখনও এই শাসককুলের কোনও হেলদোল নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতির বাক্সে খুব ভালো করে শান দেওয়া একটা হাতিয়ার রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতির বাক্সে খুব ভালো করে শান দেওয়া একটা হাতিয়ার রয়েছে। সেটা দিয়ে তারা তাদের তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির নাক ধুলোয় ঘষে দেয়। এটা তারা মাঝে মাঝেই করে এ-কথা মনে করিয়ে দিতে যে, তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলি অত্যন্ত নিম্নবর্গের প্রাণী। একই সঙ্গে এই কথাটা তারা গোটা বিশ্বের সামনে জানিয়ে দেয় যে, যে দেশটা একবার তাদের অধীনস্থ হয়েছে, তারা চিরকাল অধীন দেশই থেকে যাবে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে জার্মানির নর্ড স্ট্রিম গ্যাস পাইপলাইনে অন্তর্ঘাত এর নির্লজ্জ উদারহণ। অতি সম্প্রতি ভারতের সঙ্গেও একই রকম কঠোর আচরণ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।রাশিয়ার কাছ থেকে তেল আমদানি বন্ধ করতে হবে, এই মর্মে আমেরিকার হুকুম মেনে চলতেই হবে। ভারতের কাছে এমনই আদেশ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এবং ভারত যাতে এই নির্দেশ মেনে চলে সেজন্য ট্রাম্প প্রশাসনের কর্তারা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বিবৃতি দিয়েছেন এবং একই ধরনের কঠোর মন্তব্য করেছেন। তাদের অজুহাত ছিল, ভারতের সঙ্গে তেল বাণিজ্যে রাশিয়ার বাড়তি আয় হচ্ছে এবং সেই টাকা রাশিয়াকে ইউক্রেন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার খরচ যোগাচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসন ভালোই জানত যে এটা পুরোপুরি অবাস্তব একটা যুক্তি। তবুও তাদের উদ্দেশ্যমূলক সিদ্ধান্তের লক্ষ্য ছিল তিনটি এক, ভারত-রাশিয়া বাণিজ্যের ঊর্ধ্বমুখী রেখ াটিকে নিম্নগামী করা। এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি যখন বর্তমান রূপান্তরের পর্বে তখন দু দেশের মধ্যে যে-সম্পর্ক গড়ে উঠছে তার ক্ষতি করা। দুই, রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করে ভারতের লোভনীয় বাজারে আমেরিকার তেল বিক্রি করা (তাও আবার বেশি দামে)। কারণ আগামী কয়েক দশক ধরে ভারতকে তার বিপুল চাহিদা মেটাতে প্রচুর পরিমাণে জ্বালানি কিনে যেতেই হবে। এবং, তার ফলে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি একেবারে নিজের মুঠোয় নিয়ে নেবে আমেরিকা। এই বিষয়টি রণনৈতিক ভাবে দারুন গুরুত্বপূর্ণ।এবং তৃতীয়ত, এটা দেখিয়ে দেওয়া যে ভারতের বর্তমান শাসককূল যারা গর্বভরে নিজেদের উগ্র জাতীয়তাবাদের পোশাকে সাজিয়ে লোকজনকে মুগ্ধ করে রাখার চেষ্টা করে এবং যারা সভ্যতাভিত্তিক রাষ্ট্র ;'বিশ্বগুরু' সহ যাবতীয় বিষয়ের স্বঘোষিত প্রবক্তা, তারা আসলে একেবারে সারবস্তুহীন পদার্থ এবং ভারত সরকার যে দাবি করে তাদের রণনীতিগত স্বশাসন ও স্বাধীন বিদেশ নীতি রয়েছে, সেগুলো বাস্তবে গালভরা ফাঁকা কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। সহজ করে বললে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান ভারতের শাসককুলের স্বরূপ উন্মোচিত করে দেখিয়ে দিয়েছে যে এরা জালিয়াত এবং মূলত মুৎসুদ্দি চরিত্রের, ভীতু এবং ছিদ্রান্বেষী। এক সময়ে যখন ট্রাম্পের নাটকীয়তা একেবার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল তখন তিনি গর্ব করে এই দাবিও করেছিলেন যে, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজনৈতিক কেরিয়ার একেবারে 'শেষ' করে দিতে পারেন।ট্রাম্পের সব শীর্ষস্তরের আধিকারিক, যেমন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেন্ট, বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিক এবং বাণিজ্য ও ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রের বরিষ্ঠ পরামর্শদাতা পিটার নাভারো; এরা নিয়ম করে প্রায় প্রতিদিন মোদি সরকারকে হুমকি দিয়ে গেছেন এবং ভারতকে দুনিয়ার চোখে খাটো করার জন্য উচ্চৈঃস্বরে তর্জন-গর্জন করে গেছেন। গোটা বিষয়টা মনে পড়াটাই অত্যন্ত অসম্মানজনক। এই সব কিছুর পিছনে যে ট্রাম্পের অনুমোদন ছিল সে-নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ-ছিল ভারতের শাসককুলের মনোবল গুঁড়িয়ে দেওয়ার একটা সুপরিকল্পিত কৌশল। 'সত্যের মোহ' তৈরি করার ব্যাপারে ট্রাম্প একজন পাকা খেলোয়াড়। 'মিথ্যা কথাটা বার বার বলে যাও এবং দেখবে সেটাই একসময় সত্যি বলে প্রতীয়মান হবে'; এই কথাটাকে প্রায়ই নাৎসি নেতা জোশেফ গোয়েবেলসের উদ্ধৃতি বলে উল্লেখ করা হয়। ট্রাম্প এই আপ্তবাক্যটাকেই অনুশীলন করে গেছেন একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করতে যে; পরমাণু যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য তিনিই ভারত ও পাকিস্তানকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছেন। সম্প্রতি ফেব্রুয়ারি মাসের শেষদিকে, মার্কিন কংগ্রেসের সামনে স্টেট অফ ইউনিয়নের ভাষণে, ট্রাম্প সে-দেশের এলিট শ্রোতাদের বলেছেন, 'যদি যুদ্ধ থামাতে আমি মাথা না-গলাতাম তাহলে ভারতীয় উপমহাদেশে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হত।'স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, দেশপ্রেমিক যে সব ভারতীয় তাদের দেশের উপনিবেশ পরবর্তী ইতিহাসের জন্য বিপুল গর্ব বোধ করেন, তাঁরা আজ দ্বিধান্বিত এই ভাবনায় যে ট্রাম্প যে ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধ থামানোর দাবি করে যাচ্ছেন তাতে কিছুটা হলেও সত্যের কোনও উপাদান রয়েছে কিনা।সোজা কথায়, স্ট্র্যাটেজিক অনমনীয়তা তথা অস্বীকার নামক ধোঁয়াটে কাচের আড়ালে দিল্লি নীরবে মার্কিন হুকুমদারির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং রাশিয়ার তেল আমদানি বিসর্জন দিয়েছে। মার্কিন আধিকারিকদের ইতিউতি মন্তব্য থেকে আমরা বুঝতে শুরু করি যে, ভারতের নেতারা আত্মসমর্পণ করেছেন।গোড়ার দিকে কেউ কেউ ভাবতেন এটা মিথ্যা প্রচার। তবে দ্রুত সেই অবিশ্বাসের ছায়াটা সরে যায়। এবং যে সাদা সত্যটা সামনে চলে আসে তা হল ভারতের নিজস্ব জ্বালানি নিরাপত্তাজনিত যে স্বাধিকার, তার ওপর ভারত সরকারের আর নিয়ন্ত্রণ নেই। একবার যদি আপনি তা হারিয়ে ফেলেন তাহলে হারালেন চিরকালের জন্য। ভারতের মতো দেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি একেবারে কেন্দ্রীয় বিষয়। তেল আমদানির ওপর ভারতের নির্ভরতা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টাকে জাতীয় স্বাধীনতার সঙ্গে একাসনে বসিয়ে দেওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, স্বাধীন বিদেশনীতি রয়েছে এমন একটি দেশ হিসাবে ভারতের ভবিষ্যতের টিকে থাকার যে শিকড় রয়েছে রণনীতিগত স্বাধিকারের মধ্যে, সেটা নিয়েই এখন গভীর সন্দেহ তৈরি হয়ে গেছে। মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেন্ট যখন এক শুক্রবারে ফক্স বিজনেসকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে হেলায় কিছু কথা বলেন তখন আমাদের জাতীয় অহঙ্কারের বর্মটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। বেনেট বলেছেন,বিশ্বে তেলের অভাব নেই। গতকাল ট্রেজারি এ-বিষয়ে একমত হয়েছে যে, ভারতে আমাদের যারা মিত্র রয়েছে তারা রাশিয়ার সেই তেল কেনা শুরু করে দিক যা ইতিমধ্যে সাগরের ভাসমান ট্যাঙ্কারে রয়েছে। ভারতীয়রা খুবই বাধ্য। কথা শোনে। এবছর শরৎকালে আমরা ওদের বলেছিলাম নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা রাশিয়ার তেল না-কিনতে। ওরা ভালো ছেলের মতো আমাদের কথা শুনেছে। রাশিয়ার তেলের বদলে ওরা আমেরিকার তেল কিনবে। তবে এখন বিশ্বজুড়ে সাময়িকভাবে তেলের অভাব দেখা দিয়েছে। এবং সেটা মেটাতে আমরা ওদের অনুমতি দিয়েছি রাশিয়ার তেল নিতে। বেসেন্ট আরও বলেন, এখন সাগরের জলে লক্ষ লক্ষ ব্যারেল নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা রুশ তেল রয়েছে, এবং মূলত সেই তেলকে নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে এনে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারে ট্রেজারি।

আমরা এখন সেই চেষ্টাই করছি। আমরা খুব শিগগিরই ওঠানামা করা কিছু ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করব যাতে ইরানের সঙ্গে সঙ্ঘাত চলাকালীন বাজারে স্বস্তি ফেরে। মার্কিন জ্বালানি সচিব ক্রিস রাইট ওই শুক্রবারই এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেন,তেলের দাম কম রাখার জন্য আমরা কিছু স্বল্পকালীন ব্যবস্থা নিয়েছি। ভারতে আমাদের বন্ধুদের আমরা অনুমতি দিয়েছি তারা ইতোমধ্যে ভাসমান জাহাজে যে তেল রয়েছে তা তারা নিতে পারে, শোধন করতে পারে এবং সেই দ্রুত বাজারে ছাড়তে পারে। এটা সরবরাহ চালু রাখা ও চাপ কমানোর একটা কার্যকর ব্যবস্থা। এ-বিষয়ে সর্বোচ্চ পরিহাস হল, যে ট্রাম্প আগে হুকুম জারি করেছিলেন যে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করতে হবে ভারতকে, তিনিই এখন দিল্লিকে 'অনুমতি' দিচ্ছেন আগামী ৩০ দিন পর্যন্ত অন্য কোনও আদেশ জারি করা না-হলে, ভারত রাশিয়ার তেল কিনতে পারবে যাতে ইরানের বিরুদ্ধে তাঁর ঘোষিত যুদ্ধটি মসৃণভাবে চলতে পারে। জানা গেছে, রাশিয়ার সঙ্গে তেল বাণিজ্য ফের চালু করেছে রিলায়েন্স। রাশিয়ার তেল কিনে অন্যত্র বেচে রিলায়েন্স হঠাৎ করে বিপুল মুনাফা করার উটকো সুযোগ ভালোই কাজে লাগিয়েছে। তবে সেই মুনাফা কামানোর উৎসব বন্ধ হয়ে যায় ট্রাম্পের নির্দেশে। সার্কাসের তাঁবুর বাধ্য সিংহরা চাবুকের শব্দে ওঠে বসে। আমাদেরও সেই রকম ওঠবোস করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে আমাদের শাসককুলের দুকান কাটা। কারণ সারা বিশ্বের দর্শকদের সামনে যখ ন তাদের সঙ্গে খোলাখুলি ও নির্লজ্জভাবে এমন ব্যবহার করা হচ্ছে, ওয়াশিংটনের নির্দেশে যখন ভারতকে একটা তাঁবেদার রাষ্ট্রের পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তখনও এই শাসককুলের কোনও হেলদোল নেই। এসব দেখে গান্ধীজি কী ভাবতেন? এই কি সেই নিয়তির সঙ্গে সাক্ষাৎ' একদা যার স্বপ্ন দেখেছিলেন নেহরু? মনে রাখা দরকার, শুধুমাত্র নুন তৈরির স্বাধীনতা অর্জন করতে গান্ধীজি তাঁর দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন গুজরাটের ডান্ডিতে। ভারতের আজকের দিনের শাসকদের উচিত গান্ধীজির মতোই নিজেদের বিশেষ অধিকারের জোর খাটিয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া। তবে তেমনটা যদি সত্যিই করতে হয়, তাহলে স্মরণে আনতে হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বাণী, চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির। সৌঃ মার্কসবাদী পথ।

খবর

মফস্বল থেকে মহাকাশ

কোন্নগরের ছেলে আজ নাসার মুখ, ড. গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের অনন্য যাত্রা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণার অগ্রভাগে আজ এক বাঙালি বিজ্ঞানীর নাম উজ্জ্বলভাবে উচ্চারিত হচ্ছে; গৌতম চট্টোপাধ্যায়। ভারতের মফস্বল শহর কোন্নগরের মাটিতে জন্ম নেওয়া এই বিজ্ঞানী বর্তমানে নাসা জেট প্রোপালসান গবেষণাগারের একজন গুরুত্বপূর্ণ মুখ, যেখানে গত প্রায় দুই দশক ধরে তিনি নিরলসভাবে গবেষণায় যুক্ত। মাইক্রোওয়েভ, মিলিমিটার ওয়েভ, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির রাডার এবং টেরাহার্টজ প্রযুক্তির মতো জটিল ও অগ্রগণ্য ক্ষেত্রগুলিতে তাঁর কাজ আজ আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। মহাবিশ্বের অজানা রহস্য উন্মোচনের পথে ড. চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা এক নতুন দিশা দেখাচ্ছে। দূরবর্তী গ্রহ ও উপগ্রহের বায়ুমণ্ডল, তাদের রাসায়নিক গঠন এবং কোথাও মানুষের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ আছে কি না;এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার লক্ষ্যে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। মহাকাশের অন্ধকারে প্রাণের সম্ভাবনার ক্ষীণ আলোকরেখা অনুসন্ধানের এই প্রচেষ্টাই তাঁর কাজকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। এই অসামান্য অবদানের জন্য তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একাধিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে আর্মস্ট্রং মেডেল এবং নাসা জেপিএল নর্থ স্টার অ্যাওয়ার্ড। এই পুরস্কারগুলি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্যের স্বীকৃতি নয়, বরং বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার মর্যাদাকেও আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। কিন্তু এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে এক সংগ্রামের গল্প। অত্যন্ত সাধারণ ও অভাবী পরিবেশে কোন্নগরে বড় হয়ে ওঠা ড. চট্টোপাধ্যায় শৈশব থেকেই স্বপ্ন দেখেছিলেন বড় কিছু করার। সেই স্বপ্নকে সঙ্গী করেই শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াশোনা, এবং সেখান থেকে ধাপে ধাপে আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে যাওয়া; এই যাত্রা সত্যিই এক অনুপ্রেরণার কাহিনি। দূরদর্শন-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি নিজের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম এবং সাফল্যের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর কথায়, বিজ্ঞান মানে শুধু তত্ত্ব বা গবেষণা নয়, বরং নিরন্তর কৌতূহলকে জীবিত রাখা। তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে তিনি জানান, প্রতিকূলতা কখনও স্বপ্নের পথে বাধা হতে পারে না, যদি লক্ষ্য স্থির থাকে।

বাংলার ধান নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা

গবেষণা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

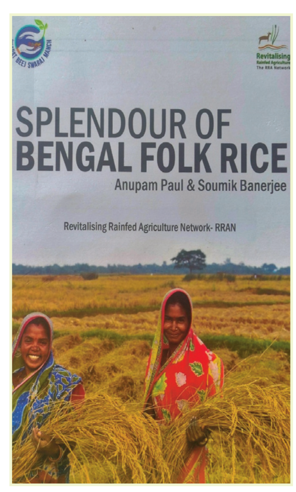

বাংলার ধানকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হল একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, যা কৃষি, সংস্কৃতি ও গবেষণার এক অনন্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। রয়্যাল সাইজের পেপারব্যাক এই বইটির আয়তন ৬৮ পৃষ্ঠা এবং এটি বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে 'রেইনফেড এগ্রিকালচার পুনরুজ্জীবন নেটওয়ার্ক' এবং 'ওয়াটারশেড সাপোর্ট সার্ভিসেস অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিজ নেটওয়ার্ক'। হায়দরাবাদের নাগোল এলাকার লক্ষ্মী নরসিংহা কলোনিতে অবস্থিত এই সংস্থাগুলির উদ্যোগে বইটি প্রকাশিত হয়েছে, যার লক্ষ্য মূলত বৃষ্টিনির্ভর কৃষি ব্যবস্থাকে নতুনভাবে সামনে আনা। এই বইটির রচনা ও সংকলন করেছেন ড. অনুপম পাল এবং সৌমিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বইয়ের সমস্ত আলোকচিত্র ড. অনুপম পালের তোলা, যা এই গ্রন্থকে আরও জীবন্ত ও তথ্যসমৃদ্ধ করে তুলেছে। নকশা করেছেন দীপঙ্কর বসু। প্রথম মুদ্রণ হয়েছে ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে। বইটির প্রচ্ছদচিত্রও ড. অনুপম পালের তোলা, যা ঝাড়গ্রাম জেলার এক বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই ছবিটি ২০২৪ সালের ১ নভেম্বর থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত রাশিয়ার ভলগোগ্রাদ স্টেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ভারত-রাশিয়া সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচিতে প্রদর্শিত হয়েছিল।

কিআইআইটি-কিস ক্যাম্পাসে ইউনেস্কোর উদ্যোগে নতুন ফ্রেমওয়ার্ক

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারতে ক্রীড়া ও শারীরিক কার্যকলাপের প্রভাবকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হল কিআইআইটি ও কিস ক্যাম্পাসে। এই উপলক্ষে ইউনেস্কোর প্রতিনিধিত্ব করে উপস্থিত ছিলেন ইউনসং কিম এবং শ্রদ্ধা চিক্কেরুর। তাঁদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হল 'স্পোর্ট অ্যান্ড ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইমপ্যাক্ট ফ্রেমওয়ার্ক' রিপোর্টের, যা ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ক্রীড়ার বাস্তব প্রভাব বোঝার এক নতুন দিশা দেখাচ্ছে। এই উদ্যোগটি যৌথভাবে গড়ে উঠেছে ইউনেস্কোর দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক দপ্তর, স্পোর্টস অ্যান্ড সোসাইটি অ্যাক্সিলারেটর, অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্সেসের সহযোগিতায়। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা এই গবেষণায় অংশ নিয়েছেন দুই হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী ও প্রাক্তনীরা, পাশাপাশি অভিভাবক, শিক্ষক এবং স্থানীয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এই ফ্রেমওয়ার্কে চারটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রকে সামনে আনা হয়েছে;স্বাস্থ্য ও সুস্থতা, শিক্ষা ও আজীবন শেখা, জীবিকা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি। ক্রীড়া কীভাবে শুধুমাত্র বিনোদন নয়, বরং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে, সেই বাস্তব চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে এই প্রতিবেদনে। আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে শিক্ষাব্যবস্থা ও দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ক্রীড়াকে আরও সংগঠিতভাবে যুক্ত করার বিষয়টি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের কাঠামোবদ্ধ উদ্যোগ তরুণ প্রজন্মকে আরও সুস্থ, সচেতন ও আত্মনির্ভর করে তুলতে পারে।

রামনবমীতে কড়া পাহারায় বাংলা মোতায়েন প্রায় তিন হাজার পুলিশ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভোটের মুখে উৎসবের উন্মাদনায় যাতে অশান্তির মেঘ না ঘনায়, তার জন্য রাজ্য জুড়ে নজিরবিহীন নিরাপত্তার চাদর বিছাল নবান্ন। বৃহস্পতিবার রামনবমী উপলক্ষে রাজ্যের স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে মোতায়েন করা হচ্ছে প্রায় তিন হাজার পুলিশ কর্মী। বুধবার নবান্নে আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানোর ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছে প্রশাসন। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং রাজ্যের শীর্ষ পুলিশ কর্তাদের উপস্থিতিতে হওয়া এই বৈঠকে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের কড়া সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, ২৬ থেকে ২৯ মার্চের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রামনবমীর মিছিল ঘিরে উত্তেজনার আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না প্রশাসন। বিশেষত হাওড়া, চন্দননগর এবং ইসলামপুরের মতো এলাকাগুলোতে মিছিলে আধিক্য থাকায় সেখানে বাড়তি নজরদারি চালানো হচ্ছে। বিগত কয়েক বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এ বার আগেভাগেই কোমর বেঁধে নামছে লালবাজার ও নবান্ন। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রতিটি মিছিলের জন্য নির্দিষ্ট রুট ম্যাপ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। কড়া নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, 'একেকটি মিছিলে সর্বাধিক ৫০০ জন অংশগ্রহণ করতে পারবেন'। নির্দেশ অমান্য করলে কড়া আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে নবান্নে খোলা হয়েছে একটি বিশেষ কন্ট্রোল রুম। ২৯ মার্চের পরেও যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য সপ্তাহভর চলবে কড়া নজরদারি। মূলত উৎসবের মেজাজ বজায় রেখে ভোট-বঙ্গে শান্তি রক্ষাই এখন নবান্নের প্রধান লক্ষ্য। ফাইল ফটো।

স্টেশনেই বাজার, যাত্রাপথেই ঐতিহ্য

এক স্টেশন এক পণ্য-উদ্যোগে নজরে আসানসোল

সকালের শিরোনাম

নয়াদিল্লি/আসানসোল

ভারতীয় রেলের 'এক স্টেশন এক পণ্য'(ওএসওপি) উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রেলস্টেশনগুলিকে স্থানীয় পণ্যের সরাসরি বিপণন কেন্দ্রে রূপান্তর করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত এই প্রকল্পের লক্ষ্য, স্থানীয় হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে বৃহত্তর বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা এবং আঞ্চলিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা। এই উদ্যোগের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল রেলস্টেশন এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হয়ে উঠেছে। স্টেশনের ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে স্থাপিত ওএসওপি কিয়স্কে হাতের কাজের ব্যাগ, হস্তনির্মিত সামগ্রী এবং কার্পেট প্রদর্শিত হচ্ছে, যা প্রতিদিনের যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। যাত্রীদের যাতায়াতের মধ্যেই স্থানীয় শিল্পীদের তৈরি পণ্য সরাসরি বিক্রির সুযোগ তৈরি হয়েছে, ফলে উৎপাদক এবং ক্রেতার মধ্যে সরাসরি সংযোগ গড়ে উঠছে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্টেশনগুলিতে নির্দিষ্ট খুচরো বিক্রয়স্থান তৈরি করে স্থানীয় শিল্পী, তাঁতশিল্পী, কৃষক এবং বিশেষত মহিলা নেতৃত্বাধীন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে বাজারে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। নামমাত্র ফিতে চক্রাকারে স্টল বরাদ্দের ফলে নতুন উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণও বাড়ছে। ২০২২ সালের ২৫ মার্চ শুরু হওয়া এই উদ্যোগ প্রথমে ১৯টি স্টেশনে পাইলট প্রকল্প হিসেবে চালু হয়েছিল। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে তা সম্প্রসারিত হয়ে বর্তমানে দেশের ২,০০০-এর বেশি রেলস্টেশনে প্রায় ২,৩২৬টি ওএসওপি আউটলেট চালু হয়েছে। ২০২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৩২ হাজারের বেশি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন। ওএসওপি উদ্যোগের ফলে প্রতিটি অঞ্চলের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় রেলস্টেশনের মধ্যেই উঠে আসছে। তামিলনাড়ুর তেঙ্কাসি জংশনে বেতের কাজ, বিহারের পাটনা স্টেশনে মধুবনী চিত্রকলার মতোই আসানসোলে স্থানীয় হস্তশিল্প পণ্য যাত্রীদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। এর ফলে যাত্রীরা শুধু পণ্য ক্রয় করছেন না, বরং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সংস্কৃতি ও কারুশিল্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 26-03-2026 21:05 Page 3

ক্ষমতার রাশ কিন্তু সেই পুরুষতন্ত্রেই, কাগজে-কলমে সমতা বিধানসভায় !

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভোটের মুখে বাংলার শাসক-বিরোধী সব পক্ষই যখন নারীশক্তি আর সামাজিক ন্যায়ের সওয়াল করছে, ঠিক তখনই উল্টো সুর শোনা গেল এক চাঞ্চল্যকর গবেষণায়। রাজ্য বিধানসভার বিভিন্ন নীতি-নির্ধারক কমিটিতে আদতে ব্রাত্যই থেকে গিয়েছেন মহিলা, সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক শ্রেণির প্রতিনিধিরা। সম্প্রতি 'সবর ইনস্টিটিউট' প্রকাশিত এক রিপোর্ট ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। 'ডাইভার্সিটি অ্যান্ড রিপ্রেজেনটেশন অফ সেভেনটিন্‌থ ওয়েস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি' শীর্ষক ওই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত গঠিত ৪২টি সংসদীয় কমিটির অন্দরে এই পিছিয়ে পড়া অংশগুলির প্রতিনিধিত্ব কার্যত নগণ্য।আরটিআই-এর মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক সাবির আহমেদ এবং অশীন চক্রবর্তী দেখিয়েছেন, ক্ষমতায়ন কেবল স্লোগান হয়েই থেকে গিয়েছে, বাস্তবের পরিসংখ্যানে তার প্রতিফলন মেলেনি। রিপোর্টের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যার হার প্রায় ২৭ শতাংশ হলেও বিধানসভার কমিটিগুলোতে তাঁদের উপস্থিতি মাত্র ১৪.৮ শতাংশ। মোট ২৫৬ জন সদস্যের মধ্যে সংখ্যালঘু প্রতিনিধি কেবল ৩৮ জন।আশ্চর্যজনকভাবে, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ এবং স্কুলশিক্ষার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটিতে জায়গা হয়নি কোনও মুসলিম সদস্যের। 'সংখ্যালঘু বিষয়ক কমিটি' সরিয়ে রাখলে এই অংশগ্রহণের হার আরও কমে দাঁড়ায় ১৪.৩ শতাংশে। এমনকি ১৯৬২ সাল থেকে পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, ২০১১ সালে মুসলিম বিধায়কদের প্রতিনিধিত্ব ২০.৪ শতাংশে পৌঁছলেও ২০২১ সালে তা ফের ১৪.৭ শতাংশে নেমে এসেছে। ৩৮ জন কমিটি প্রধানের মধ্যে সংখ্যালঘু মাত্র সাত জন। মহিলাদের ক্ষেত্রে বঞ্চনার ছবিটা আরও প্রকট। রাজ্যের প্রায় অর্ধেক জনতা নারী হলেও কমিটিগুলোতে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব মাত্র ১৩.৩ শতাংশ। মোট ৩৪ জন মহিলা সদস্য ঠাঁই পেয়েছেন। স্বাস্থ্য, অর্থ, ভূমি সংস্কার এবং উচ্চশিক্ষার মতো আটটি ভাইটাল কমিটিতে কোনও মহিলার দেখা মেলেনি। ৩৮টি কমিটির শীর্ষ পদে রয়েছেন মাত্র চারজন নারী। গবেষকদের দাবি, গত ছয় দশকে বিধানসভায় মহিলা বিধায়কের সংখ্যা ১৩.৯ শতাংশের গণ্ডিই পেরোতে পারেনি। তফসিলি জাতি বা এসসি প্রতিনিধিদের হার জনসংখ্যার নিরিখে ভারসাম্যপূর্ণ হলেও তফসিলি উপজাতি বা এসটি-দের অবস্থা তথৈবচ। রাজ্যের ৬ শতাংশ এসটি জনজাতির বিপরীতে কমিটিগুলোতে তাঁদের হার মাত্র ৪.৭ শতাংশ। ৪২টি কমিটির কোনওটিতেই এসটি সম্প্রদায়ের কেউ চেয়ারপার্সন হতে পারেননি। ১৬টি কমিটিতে তাঁদের কোনও সদস্যই নেই। রিপোর্টের অন্যতম রূপকার সাবির আহমেদের মতে, 'সমাজে সমতার কথা বলা হলেও ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে এখনও পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের স্বর অনেকটাই উপেক্ষিত থেকে গিয়েছে।' এই রিপোর্ট সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। যদিও যাবতীয় তথ্য ও পরিসংখ্যান পত্রপাঠ খারিজ করেছেন বিদায়ী স্পিকার তথা তৃণমূল প্রার্থী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সাফ জানিয়েছেন, 'বিধানসভায় সকল বিধায়ককে অন্তত দু'টি, কোনও কোনও ক্ষেত্রে তিনটি করে কমিটির মেম্বার করা হয়েছে। অনেককেই সেই কমিটির চেয়ারপার্সন করা হয়েছে। কোনও ক্ষেত্রেই আমরা কোনও ধরনের বৈষম্য করিনি। সেটা আমাদের দল ও সরকারের নীতিও নয়।' তবে স্পিকার যাই বলুন না কেন, প্রান্তিক মানুষের প্রকৃত ক্ষমতায়ন নিয়ে এই রিপোর্ট যে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। প্রতীকী ফটো।

বুম্বার 'ব্যক্তিত্বে' থাবা, কড়া বার্তা হাইকোর্টের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

টলিউড সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের 'পার্সোনালিটি রাইট' বা ব্যক্তিত্বের অধিকার রক্ষায় বড়সড় পদক্ষেপ করল কলকাতা হাইকোর্ট। তাঁর ছবি ব্যবহার করে ব্যবসা করার অভিযোগে একটি সংস্থাকে কড়া নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়। অনুমতিহীন এই প্রচারের ফলে অভিনেতার ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে আদালত। আগামী ২৭ মার্চ পর্যন্ত ওই সংস্থার ওপর অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।অভিযোগের তির 'মশালা মামাজি' নামের একটি সংস্থার দিকে। অভিনেতা দাবি করেন, তাঁর অজান্তেই দিনের পর দিন তাঁর নাম এবং ছবি ব্যবহার করে পণ্য বিক্রি করছে ওই সংস্থাটি। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা 'এআই' ব্যবহার করে তাঁর ছবি তৈরি করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। এই কাজের ফলে সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাঁর মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। বুম্বাদাদার স্পষ্ট কথা, সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে তাঁর কোনো চুক্তি হয়নি। আইনজীবীদের সওয়াল শুনে আদালত জানিয়েছে, তএভাবে কোনও চুক্তি ছাড়াই অভিনেতার ছবি ব্যবহার করলে, তাতে অভিনেতার ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে।দবিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় টলিউডের প্রথম সারির একজন শিল্পী। তাঁর দীর্ঘ কেরিয়ারে অর্জিত সম্মানের সঙ্গে ব্যবসায়িক স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, অবিলম্বে এই ছবি ব্যবহার বন্ধ না করলে ভবিষ্যতে অভিনেতার অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে। কপিরাইট অ্যাক্ট ও স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্টের আওতায় মামলাটি গুরুত্ব সহকারে দেখছে উচ্চ আদালত। আপাতত ২৭ মার্চ পর্যন্ত ওই সংস্থা প্রসেনজিতের পরিচয় ব্যবহার করে কোনো প্রচার চালাতে পারবে না। বিনোদন জগতের তারকাদের ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষায় এই নির্দেশকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

দাবাং দিলীপের 'এনকাউন্টার' হুঙ্কার, 'বউকে সামলানোর' পরামর্শ সায়নীর

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

খড়্গপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে 'উত্তরপ্রদেশ মডেলে এনকাউন্টার' করার যে হুঙ্কার দিলীপ ঘোষ দিয়েছেন, তা নিয়েই এখন রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়। বৃহস্পতিবার সকালে প্রচারে বেরিয়ে দিলীপবাবু সাফ জানিয়ে দেন, ৪ জুনের পর সব বদলে যাবে। এতদিন পুলিশকে যেভাবে দেখেছেন, তার অন্য রূপ দেখবেন। উত্তরপ্রদেশের কায়দায় এনকাউন্টার হবে বাংলায়। দিলীপের এই 'চমকানো' রাজনীতির পাল্টা দিতে গিয়েই তৃণমূলের তারকা সাংসদ সায়নী ঘোষ সরাসরি টার্গেট করলেন বিজেপি নেতার পরিবারকে। সায়নী বিদ্রুপের সুরে বলেন, 'দিলীপ বাবুকে বলব বউকে একটু সাবধানে রাখুন। যে ধরনের কথা বলছেন, তাতে এনকাউন্টার না হয়ে যায়।' আবার ব্রাত্য বসুবলেন, 'আশা করব ওঁরা অনেকদিন বেঁচে থাকবেন।' সায়নীর এই মন্তব্য ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে দিলীপ ঘোষের মন্তব্যকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী ব্রাত্য বসুও। ব্রাত্যবাবুর কথায়, 'দিলীপ বাবু ভোলাভালা মানুষ। ভিতরের কথা বলে দিয়েছেন। ওঁর স্ত্রীও প্রার্থী নিয়ে সত্যি কথা বলছেন। দিলীপ ঘোষ সত্যি কথা বলার পারিবারিক দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন।'

সায়নী এবং ব্রাত্যর নিশানায় ছিলেন দিলীপ ঘোষের স্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী রিঙ্কু মজুমদারও। আসলে রিঙ্কুদেবী মেদিনীপুর, বীজপুর বা নিউটাউনের মধ্যে কোনো একটি আসনে লড়াই করার জন্য বায়োডাটা জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু টিকিট না পাওয়ায় তিনি প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। রিঙ্কুদেবীর যুক্তি ছিল, তিনি বাইরের লোক নন বা অন্য দল থেকে আসেননি, তাই তাঁর দাবি বেশি।এই পারিবারিক বিদ্রোহকেই হাতিয়ার করে তৃণমূল নেতৃত্ব আক্রমণ শানিয়েছেন দিলীপ ঘোষের ওপর। দিলীপবাবু এদিন বলেছিলেন, 'চমকে চমকে রাজনীতি করেছি। তাই মানুষ আমাকে ভোট দিয়েছে। আবার লড়ব।' সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই সায়নীরা বোঝাতে চেয়েছেন, বিজেপির অন্দরেই এখন বিদ্রোহের সুর। ব্রাত্য বসু তো রসিকতা করে আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন, 'আশা করব ওঁরা অনেকদিন বেঁচে থাকবেন।'

খাস কলকাতায় শুটআউট, প্রাণ হারালেন তৃণমূল কর্মী

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভোটের আবহে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সাক্ষী থাকল তিলোত্তমা। খাস কলকাতায় মধ্যরাতে চলল গুলি। বাঘাযতীনের পূর্ব ফুলবাগান এলাকায় বুধবার রাতের এই শুটআউটে প্রাণ হারিয়েছেন রাহুল দে নামের এক তৃণমূল কর্মী। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও এক যুবক। এই রক্তক্ষয়ী ঘটনায় শহরজুড়ে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। রাত তখন সাড়ে ১২টা। আচমকাই গুলির শব্দে কেঁপে ওঠে বাঘাযতীনের ওই বহুতল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, অন্তত তিন রাউন্ড গুলি চলে সেখানে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পাটুলি থানার পুলিশ এবং লালবাজারের হোমিসাইড শাখার আধিকারিকরা। ওই বহুতলের ছাদ থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় রাহুল দে এবং জিৎ মুখোপাধ্যায়কে। সেখানেই রাহুলের মৃত্যু হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিৎকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তদন্তে নেমে পুলিশ জেনেছে, বুধবার রাতে জিতের ফ্ল্যাটেই গিয়েছিলেন রাহুল। জিতের স্ত্রী পুলিশকে জানিয়েছেন, 'বুধবার রাতে হঠাৎ করেই বেশ কয়েকজন ব্যক্তি ফ্ল্যাটে আসে এবং এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে।' তবে সেই হামলাকারীদের তিনি চিনতে পারেননি বলে দাবি করেছেন। এই বয়ান ভাবিয়ে তুলছে তদন্তকারীদের। পুলিশ সূত্রের খবর, রাহুল ও জিতের মধ্যে দীর্ঘ সময় কোনো যোগাযোগ ছিল না। পরিবারের দাবি, জিৎই ফোন করে রাহুলকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তবে হঠাৎ কেন এই ডাক, তা নিয়ে রহস্য দানা বাঁধছে। ইতিমধ্যে দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে।

নিউ টাউনে রাম নবমীর শোভাযাত্রা ঘিরে উত্তেজনা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

নিউ টাউন

রাজারহাট নিউ টাউনে রাম নবমী উপলক্ষে শোভাযাত্রা ঘিরে বৃহস্পতিবার সকালে সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। নিউ টাউনের রাম মন্দির থেকে শুরু হওয়া এই শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও আয়োজকদের মধ্যে বচসা বাধে, যা কিছু সময়ের জন্য পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তোলে। আয়োজকদের দাবি, মিছিলে কোনও ধরনের অস্ত্র আনা হয়নি। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিনের প্রথা অনুযায়ী মন্দিরে শস্ত্র পুজোর রীতি রয়েছে। সেই কারণে একটি অস্ত্র গাড়িতে করে পুজোর জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এই বিষয়টি নিয়ে পুলিশ আপত্তি তোলে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলে আয়োজকরা পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি স্পষ্ট করেন। পরবর্তীতে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয় এবং শোভাযাত্রা পুনরায় শুরু হয়। এই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন রাজারহাট নিউ টাউন বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী পীযূষ কানোরিয়া।

তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, গত ১৫ বছর ধরে এই শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং কোনও দিনই মিছিলে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি। এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি বলেই দাবি তাঁর। তিনি আরও বলেন, মন্দিরের ভিতরে শস্ত্র পুজোর জন্য একজন একটি অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই বিষয়টি নিয়েই এক পুলিশ আধিকারিক আপত্তি তোলেন, যা থেকে সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হয়। তবে শোভাযাত্রায় কোনও অস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি বলেই তিনি দাবি করেন।

পরবর্তীতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে শোভাযাত্রা নির্বিঘ্নে দমদম রাম মন্দির পর্যন্ত অগ্রসর হয়। পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য চাঞ্চল্য তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

ভোটের মুখে শ্রমিক-স্বার্থ কি কেবলই গিমিক? রাজনৈতিক দলগুলোকে কড়া চিঠি সমিতির

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভোটের হাওয়া গরম হতেই সব ক'টি রাজনৈতিক দলের ইস্তেহারে এখন প্রতিশ্রুতির বন্যা। কিন্তু গালভরা এই আশ্বাসের আড়ালে শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত দুর্দশা নিয়ে দলগুলো কতটা সচেতন, তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল 'শ্রমিক কল্যাণ সমিতি'। বাংলার বিধানসভা ভোটের মুখে সংগঠনটির দাবি, রাজনৈতিক দলগুলো শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে পুরোপুরি ওয়াকিবহালই নয়। ভোট মিটলেই দেওয়া প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে যাওয়ার এক চিরাচরিত সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে এ দেশে। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে এবং একগুচ্ছ দাবি নিয়ে রাজ্যের সব ক'টি রাজনৈতিক দল, বিদায়ী বিধায়ক ও প্রার্থীদের খোলা চিঠি পাঠাল এই সংগঠন।

চিঠিতে সাফ জানানো হয়েছে, স্বাধীনতার পর শ্রমিকদের সুরক্ষায় অন্তত ৪৪টি আইন তৈরি হলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ কার্যত শূন্য। সমিতির ক্ষোভ, 'পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ১৯৭৯ সালে আইন তৈরি হলেও গত ৪৬ বছরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কত মানুষ ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়েছেন কিংবা বাইরে থেকে কত জন এখানে কাজ করতে এসেছেন, তার ঠিকঠাক পরিসংখ্যানই রাজ্য সরকারের কাছে নেই।' সম্প্রতি পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বোর্ড গঠন হলেও বহু শ্রমিক এখনও তার আওতার বাইরে। ফলে আইনি সুরক্ষা তাঁদের কাছে অধরাই রয়ে গিয়েছে।কারখানা বন্ধ হওয়া এবং মালিকপক্ষের 'বেপরোয়া' মনোভাব নিয়েও সরব হয়েছে সমিতি। তাদের অভিযোগ, বহু কারখানা বেআইনিভাবে বন্ধ হলেও শ্রম দপ্তর নীরব দর্শক হয়ে থাকে। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের পিএফ ও গ্র্যাচুইটির কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করলেও কোনও শাস্তি পায় না। কলকাতা সংলগ্ন জেলাগুলোর জুটমিলগুলো এর বড় উদাহরণ। সংগঠনের দাবি, অবিলম্বে বন্ধ কলকারখানা খুলতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। একই সঙ্গে অবসরের এক মাসের মধ্যে পিএফ ও গ্র্যাচুইটির টাকা মেটানো এবং পেশাগত রোগে আক্রান্ত শ্রমিকদের চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, শ্রমজীবীদের ৯৫ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রের। অথচ তাঁদের মাত্র ৫ শতাংশ সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আসতে পেরেছেন।

এই বৈষম্য ঘোচাতে অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য মাসে অন্তত ৫ হাজার টাকা পেনশন এবং দৈনিক কাজের সময় ৮ ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার দাবি তুলেছে সমিতি। এমনকি সমাজের প্রান্তিক বর্জ্য সংগ্রাহক বা 'কুড়ানি',দেরও সামাজিক সুরক্ষায় শামিল করার আবেদন জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত নতুন 'শ্রম কোড',এর তীব্র বিরোধিতা করেছে সংগঠনটি। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ক্ষমতায় যে দলই আসুক, শ্রমিকদের এই মৌলিক দাবিগুলো পূরণ করতেই হবে। প্রতীকী ফটো।

শুক্রবার থেকেই কালবৈশাখীর তাণ্ডব ! জারি কমলা সতর্কতা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভোটের উত্তাপে বঙ্গ যখন ফুটছে, তখনই প্রকৃতি সাজছে রুদ্ররূপে। চৈত্র মাসের চড়া রোদের বদলে এবার বৃষ্টির দাপটে ভিজতে চলেছে তিলোত্তমা থেকে তরাই। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, শুক্রবার থেকেই রাজ্যজুড়ে প্রবল দুর্যোগের ভ্রুকুটি দেখা দিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ধেয়ে আসছে মরসুমের প্রথম কালবৈশাখী। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস দিয়ে ইতিপূর্বেই হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বিশেষত পশ্চিমাঞ্চলের পাঁচ জেলায় থাকছে ঝড়ের তাণ্ডব। হাওয়া অফিসের ইঙ্গিত অনুযায়ী, দুর্যোগের শুরুটা হচ্ছে বৃহস্পতিবার থেকেই। এদিন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং দুই মেদিনীপুরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। তবে আসল তাণ্ডব শুরু হবে শুক্রবার। শুক্রবার ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পশ্চিম বর্ধমানে শিলাবৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এই জেলাগুলির জন্য জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। বাদ যাবে না কলকাতাও। মহানগরে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সপ্তাহান্তেও স্বস্তি নেই। শনিবার ও রবিবার কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গেই দুর্যোগ চলবে। তবে রবিবারের ঝাপটা বেশি থাকবে দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে। উত্তরবঙ্গের অবস্থাও তথৈবচ। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতর স্পষ্ট জানিয়েছে, 'শুক্রবার থেকে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টি বাদলার জোরাল সম্ভাবনা রয়েছে'।

পোর্টালে মিলছে এরিয়ার স্টেটমেন্ট, বকেয়া ডিএ মেটানোর পথে নবান্ন

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের জেরে অবশেষে জট কাটল বকেয়া মহার্ঘ ভাতার। নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ-র এরিয়ার মেটানোর প্রক্রিয়া পুরোদমে শুরু করে দিল অর্থ দপ্তর। ইতিমধ্যেই বহু কর্মীর ক্ষেত্রে 'এরিয়ার স্টেটমেন্ট' জেনারেট করা হয়েছে। অর্থ দপ্তরের এই পদক্ষেপের ফলে বকেয়া টাকা এখন ট্রেজারি বা পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসের (PAO) হাতে যাওয়ার অপেক্ষায়। সব ঠিক থাকলে মার্চ মাসের মধ্যেই প্রথম কিস্তির টাকা হাতে পেতে পারেন সরকারি কর্মীরা। পেনশনার ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের ক্ষেত্রে এই টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে, বাকিদের ক্ষেত্রে তা জমা হবে প্রভিডেন্ট ফান্ডে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৫ মার্চ এক্স হ্যান্ডলে লিখেছিলেন, 'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, আমাদের সরকার তার সকল কর্মচারী ও পেনশনভোগী, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ লক্ষ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী, এবং পঞ্চায়েত, পুরসভা ও অনুদান-প্রাপ্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের প্রতি প্রতিশ্রুতি পূরণ করছে। আমাদের অর্থ দপ্তর কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মার্চ মাস থেকে সকলেই তাঁদের ROPA ২০০৯-এর বকেয়া মহার্ঘ ভাতা পেতে শুরু করবেন।' মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর ১৬ মার্চ রাজ্য সরকারের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়। সেখানে জানানো হয়েছে, প্রথম পর্যায়ে ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মেটানো হবে। এই টাকা দুটি কিস্তিতে দেওয়া হবে। প্রথম কিস্তির সময়সীমা ধরা হয়েছে চলতি বছরের ৩১ মার্চ। দ্বিতীয় কিস্তি মিলবে আগামী সেপ্টেম্বরে। ২০১৬ সালের আগের বকেয়া মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজও চলছে বলে জানা গিয়েছে। কর্মচারীরা এখন সরকারি পোর্টাল www.wbifms.gov.iné-এ গিয়ে নিজেদের বকেয়া ডিএ-র পরিমাণ দেখে নিতে পারছেন। পোর্টালে 'মাই ডকুমেন্ট' বিভাগে গিয়ে 'এরিয়ার স্টেটমেন্ট' অপশনে ক্লিক করলেই প্রাপ্য টাকার অঙ্ক ফুটে উঠছে। বুধবার বিকেল থেকেই সচিবালয়ের বহু কর্মী নিজেদের হিসেব দেখে নিয়েছেন বলে দাবি করেছেন। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তৃণমূল সমর্থিত সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক বলেন, 'আমরা বরাবর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর আস্থাশীল। তিনি যে সরকারি কর্মচারী দরদি, বহু বার তার প্রমাণ দিয়েছেন, এ ক্ষেত্রে পোর্টাল চালু করে ডিএ দেওয়ার প্রয়াস শুরু হয়েছে, আগামী দিনে সকলে নিজেদের প্রাপ্য পাবেন বলেই আমরা আশা করছি।' পুরো প্রক্রিয়ার জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর জারি করা হয়েছে, যেখানে কার কী ভূমিকা তা স্পষ্ট করা হয়েছে। গ্রুপ-এ, বি এবং সি স্তরের কর্মীদের বকেয়া সরাসরি জিপিএফে জমা হলেও গ্রুপ-ডি এবং পেনশনভোগীরা সরাসরি হাতে টাকা পাবেন।

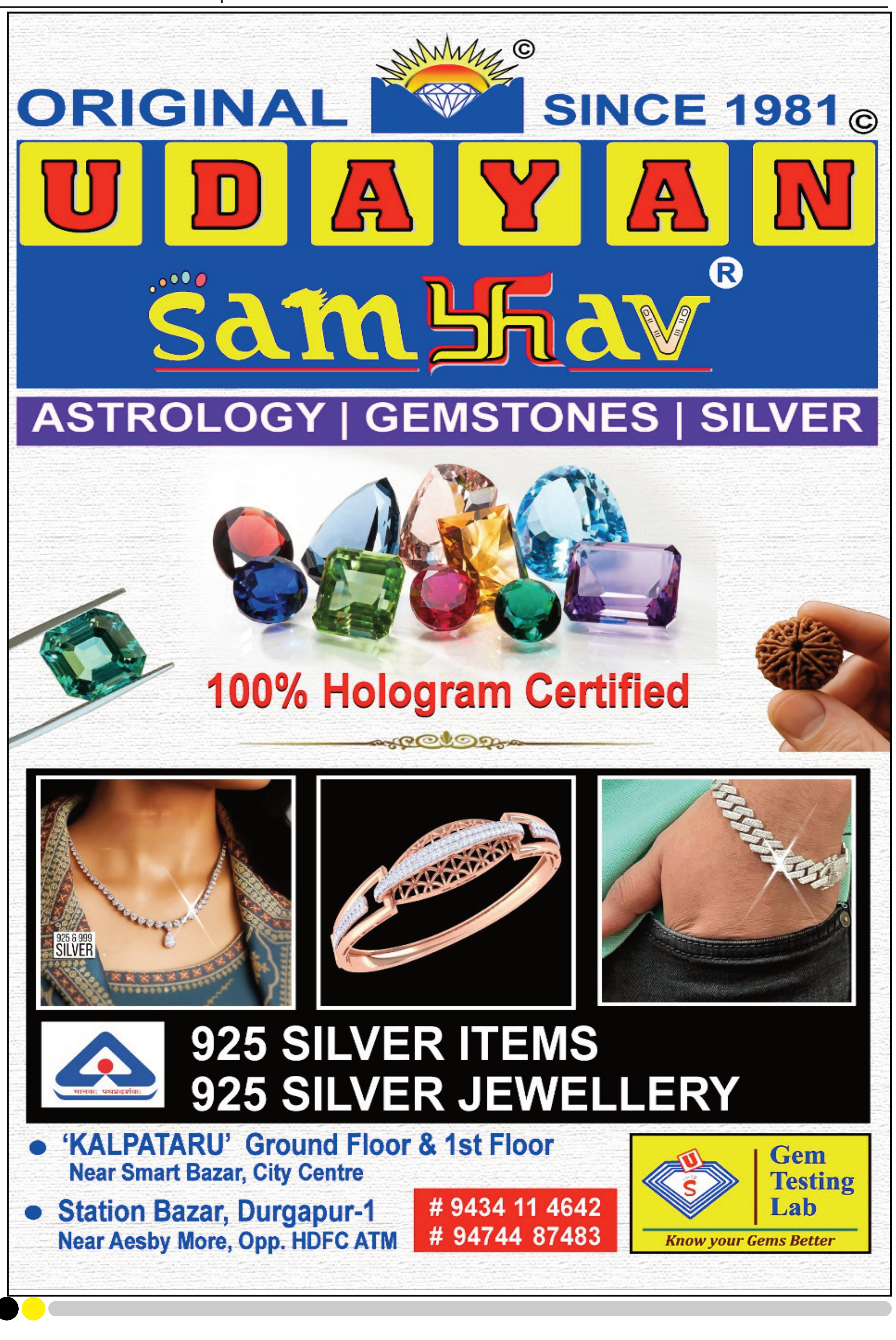

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 26-03-2026 21:05 Page 4

ভোট আসে ভোট যায়, শীতঘুম কাটে না !
গঙ্গারামপুর কি শুধুই দলবদলুদের স্বর্গরাজ্য ?

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
গঙ্গারামপুর

শহরের ব্যস্ততা আছে, রাজনীতি আছে। তবু গঙ্গারামপুর যেন এক অদ্ভুত ঘুমে আচ্ছন্ন। গোটা বিধানসভা কেন্দ্রের গায়ে লেগে আছে এক গভীর স্থবিরতা। কেউ এই ঘুম ভাঙাতে এগিয়ে আসেনি কখনও। না নেতা, না প্রশাসন, না সাধারণ মানুষ। এই ছবিটাই স্পষ্ট হয় বাণগড়ে দাঁড়ালে। গঙ্গারামপুর বললেই যার নাম আসে, সেই ঐতিহাসিক ঢিপির সামনে বড় বোর্ড লাগিয়েছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। কিন্তু বোর্ডই যেন প্রমাণ উদাসীনতার। ইংরেজিতে লেখা 'Excavation led by K.G. Goswami', আর বাংলায় তার হাস্যকর অনুবাদ;'কেজি দ্বারা পরিচালিত খনন গোস্বামী'। যেনতেনপ্রকারেণ দায় সেরে ফেলা কাজ। ঢিপির ওপর আড্ডায় মশগুল কলেজ পড়ুয়া সঞ্জয় হালদারের ক্ষোভ স্পষ্ট, 'এক বছর আগে বাণগড় ফোর্ট উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়ন প্রকল্প-এর বোর্ড ঝুলিয়েছিলেন বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বাস্তবে শুধু একটুখানি প্রাচীর হয়েছে। উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও নেই। আর পর্যটনের ব্যবস্থা করা তো দূর অস্ত।' ঘুমের কথা হচ্ছিল না? সেই বাণগড়ের ঐতিহাসিক ঢিপি থেকে ফেরার পথে চোখে পড়ল তালাবন্ধ রবীন্দ্র ভবন। প্রায় হাজার আসনের সেই ভবন উদ্বোধনের পরেই কার্যত শীতঘুমে। ধলদিঘি রোডে শাহ আতার দরগার সামনেও একই

চিত্র। মাদ্রাসা শিক্ষার সূতিকাঘর হিসেবে পরিচিত এই স্থাপত্য আজ অবহেলায় ক্ষয়িষ্ণু। এএসআই বোর্ড টাঙানো কেবল। তাছাড়া আর কোনও উদ্যোগ নেই। স্থানীয় বাসিন্দা মেহেবুব সরকারের আক্ষেপ, 'রক্ষণাবেক্ষণ হলে পর্যটন বাড়ত, এলাকার অর্থনীতি চাঙ্গা হত।' কালদিঘি থেকে নয়াবাজারের পথে দমদমা গ্রামের ভাঙাচোরা রাস্তা জনজীবনের নিত্য সমস্যা। নয়াবাজারে ঢুকলেই ভেসে আসে ক্ষীরদইয়ের গন্ধ, যার খ্যাতি গোটা বাংলায়। কিন্তু সেই শিল্পও ধুঁকছে। কারিগর কালী ঘোষের কথায়, 'সরকারি সহায়তা না থাকায় বড় বড় বাজারে আমাদের মাল পৌঁছেই দিতে পারি না। আমাদের নেতা-মন্ত্রীদের সেসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই।' একই হাল একসময়কার প্রসিদ্ধ তাঁতশিল্পেরও। বোড়ডাঙ্গির তাঁতশিল্পী আনন্দ সরকারের অভিযোগ, 'মেশিনে তৈরি কলের শাড়ির দাপটে হারাচ্ছে হাতের কাজের মূল্য। ভোটের আগে নেতারা প্রতিশ্রুতি দিলেও কাজ হয় না।' অভিযোগের তালিকাটা অনেক দীর্ঘ। গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গ ১৬ বছরেও চালু হয়নি, ১৬ লক্ষ টাকার প্রকল্প থমকে। আজও ময়নাতদন্তের জন্য ছুটতে হয় বালুরঘাটে। কোটি টাকার একাধিক কমিউনিটি হল চলে যাচ্ছে ক্লাবের হাতে। কাজের কাজ কিছু হয় না। দশ বছর আগে শহরে বসানো ৪৭টি জলের ট্যাংক আজ অচল। মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেয়নি রাজ্য থেকে কেন্দ্র। এখানকার আট থেকে দশ হাজার মৎস্যজীবীদের দিকে ফিরেও তাকায়নি কেউ। রাজনীতির ছবিটাও এই সামগ্রিক অচলাবস্থারই প্রতিফলন। একসময় সিপিএমের শক্ত ঘাঁটি ছিল গঙ্গারামপুর। প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রয়াত নারায়ণ বিশ্বাসের হাত ধরে নিশ্চিন্তে জিতে আসা যেত এখান থেকে। এখন কিন্তু চৌপথির ধারে সিপিএমের এরিয়া অফিসে ঢুকলেই চোখে পড়বে অন্য ছবি। ভোটের মরশুমেও দুপুরে খাঁখাঁ করছে ফাঁকা ঘর। কাঠের বেঞ্চের ওপর এক সদস্য টানটান হয়ে শুয়ে রয়েছেন। নিউ মার্কেটে তৃণমূলের ঝাঁ চকচকে জেলা অফিসে ভিড়ের অন্দরেই ঘুরপাক খাচ্ছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ছায়া। প্রার্থী গৌতম দাসকে ঘিরে বিরোধী গোষ্ঠীর 'চোরাস্রোত' নিয়ে সজাগ সকলে। ২০১৬ সালে বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে জিতে তৃণমূলে যোগ দেন। পরে জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পান। '২১-এর বিধানসভা ভোটে পরাজয়। তখন সেই হারের জন্য দায়ী করা হয়েছিল মন্ত্রী বিপ্লবের গোষ্ঠীকেই। বিজেপির ক্ষেত্রেও ছবিটা আলাদা নয়। ২০১১ সালের তৃণমূল বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় ২০১৬ সালে ভোটে দাঁড়িয়ে পরাজিত হন। সেখানেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ ওঠে। পরে দল বদলে বিজেপিতে যোগ দিয়ে জিতে বিধায়ক হন তিনি। এখন ভোটের মুখে তাঁর 'রিপোর্ট কার্ড' বিলিতে ব্যস্ত কর্মীরা। দুই প্রার্থীর একবার এই ফুলে, আরেকবার ওই ফুলের মধু খাওয়ার রাজনৈতিক যাত্রাপথ যতটা দলবদলের রংয়ে রঙিন, গঙ্গারামপুরের উন্নয়ন ঠিক ততটাই ফ্যাকাশে। এই সমীকরণের মাঝেই গত বিধানসভায় ভোটে গঙ্গারামপুরবাসী দলবদলুদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিতে আগ্রহ দেখিয়েছেন। তবে এবার সেই বাইনারি ভাঙার চেষ্টা করছে বামেরা। ছাত্র থেকে শিক্ষক সংগঠন হয়ে উঠে আসা নেতা বিপ্লব বর্মনকে সামনে এনে যেন নতুন দিশার খোঁজ। গঙ্গারামপুর কার্যত এক চলমান গিরগিটির ক্যানভাস। ক্ষমতার অঙ্ক মেলাতে গিয়ে আদর্শ বারবার পিছিয়ে পড়েছে এখানে। কালীতলার চায়ের ঠেকে বসে প্রবীণ কৃষ্ণ দেবনাথের কথায় উঠে এল সারমর্ম, 'এখানে কখন কোন দলের নেতা কার কাছে বিক্রি হয়ে যাবে, বোঝা মুশকিল। এখানকার ভোটের হিসেব সত্যিই খুব কঠিন।'

ডুয়ার্সে ফের চিতাবাঘের হামলা !
জখম দুই তরুণ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নাগরাকাটা

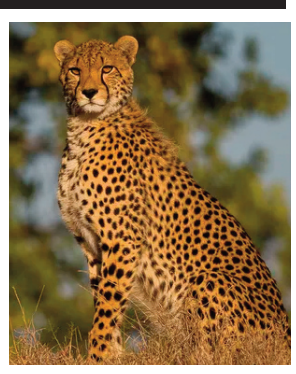

চা বাগানে কাজ করার সময় বা বাগানের ভেতর দিয়ে যাতায়াতের সময় চিতাবাঘের আক্রমণের ঘটনা ডুয়ার্সে নতুন নয়। কিন্তু এবার দিনের আলোয় জনবহুল এলাকায় চিতাবাঘের হানায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বামনডাঙ্গা চা বাগানে। বৃহস্পতিবার বিকেলে দুই যুবককে লক্ষ্য করে অতর্কিতে চিতাবাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে বামনডাঙ্গা চা বাগানের বিছ লাইনের বাসিন্দা বিকাশ ওরাওঁ (২৯) এবং অজিত মহালি (২০) বাগানের ৩৪ নম্বর সেকশনে গরু আনতে গিয়েছিলেন। জঙ্গলঘেরা ওই এলাকায় আচমকাই একটি চিতাবাঘ তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। চিতাবাঘের থাবার আঘাতে মাটিতে পড়ে যান দুই তরুণ। বাঘটি তাঁদের পিঠে ও মুখে থাবা বসিয়ে দেয়। প্রাণ বাঁচাতে দুই তরুণই চিৎকার শুরু করলে স্থানীয়রা ছুটে আসেন এবং চিতাবাঘটি জঙ্গলমুখী হয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার পরপরই রক্তাক্ত অবস্থায় ওই দুই তরুণকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছান খুনিয়া রেঞ্জের বিট অফিসার দেবাশীষ কর্মকার। তিনি জানান, আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা চলছে এবং সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের সব রকম সহায়তা করা হবে। দিনের বেলায় বাগানের ভেতরে এই ধরনের হানার ঘটনায় চা শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। বাগানে গরু চরাতে যাওয়া বা জঙ্গলের ধারে কাজ করা নিয়ে এখন রীতিমতো ভয়ে রয়েছেন এলাকাবাসী। বন দপ্তরের পক্ষ থেকে চা বাগান এলাকায় টহলদারি বাড়ানোর দাবি তুলেছেন বাগানের শ্রমিকরা।

অন্যদিকে, চিতাবাঘটি ওই এলাকায় ফের ঘোরাফেরা করছে কি না, তা জানতে বনকর্মীরা এলাকাটিতে বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছেন।

ইংরেজবাজারে প্রার্থী বদল বিজেপির !
বিদায়ী বিধায়ক শ্রীরূপাকে সরিয়ে লড়ছেন অম্লান ভাদুড়ি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদা

মালদা জেলার সবথেকে চর্চিত এবং হাই-ভোল্টেজ কেন্দ্র ইংরেজবাজারের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল বিজেপি। জল্পনা ছিলই, আর বুধবার সন্ধ্যায় তাতে সিলমোহর পড়ল। বিদায়ী বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীকে এবার টিকিট দিল না দল। তাঁর পরিবর্তে প্রার্থী করা হয়েছে পোড় খাওয়া রাজনীতিক তথা ইংরেজবাজার পুরসভার বিরোধী দলনেতা অম্লান ভাদুড়িকে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই অম্লান বাবুর বাড়ির সামনে ভিড় জমান কয়েকশো বিজেপি কর্মী-সমর্থক। চলে আবির খেলা ও মিষ্টি মুখ। বিজেপি সূত্রের খবর, গত কয়েক বছরে বিদায়ী বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে এলাকায় 'অনুপস্থিত' থাকার একগুচ্ছ অভিযোগ জমা পড়েছিল। এমনকি শহরের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর 'সন্ধান চাই' পোস্টারও পড়েছিল এক সময়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিজেপি কর্মীর কথায়, তশ্রীরূপা দেবীর একটা নেতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল। মানুষের প্রয়োজনে তাঁকে কাছে না পাওয়ার আক্ষেপ ছিল সাধারণ ভোটারদের মনে। তাই দলের অন্দরেই অম্লান ভাদুড়িকে প্রার্থী করার জোরালো দাবি উঠেছিল।দ অম্লান ভাদুড়ি ইংরেজবাজারের ঘরের ছেলে হিসেবে পরিচিত এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ কাউন্সিলর। দলের নিচুতলার কর্মীদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। কর্মী-সমর্থকদের দাবি, অম্লান ভাদুড়ি প্রার্থী হওয়ায় ইংরেজবাজার আসনটি এবার ১০০ শতাংশ বিজেপির পকেটে নিশ্চিত। প্রার্থী হওয়ার পর অম্লান বাবু জানিয়েছেন, দলের বিশ্বাস রক্ষা করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য এবং তিনি আগামী কাল থেকেই পূর্ণদমে প্রচারে নামবেন। তৃণমূল ইতিমাজেই এই কেন্দ্রে তাদের হেভিওয়েট প্রার্থী ঘোষণা করেছে। এবার বিজেপির পক্ষ থেকে অম্লান ভাদুড়ির নাম সামনে আসায় ইংরেজবাজারের লড়াই এখন সেয়ানে-সেয়ানে। বিশেষ করে শহরের শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত ভোটব্যাঙ্ক কোন দিকে ঝোঁকে, তার ওপরেই নির্ভর করছে বিধানসভার ভবিষ্যৎ।

মালদায় ট্রাইব্যুনাল আছে, অফিসার নেই !
ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় দিশেহারা সাধারণ মানুষ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদা

ভোটার তালিকা নিবিড় সংশোধনের প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশিত হওয়ার পর মালদা জেলায় হাজার হাজার ভোটারের নাম কাটা পড়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের জেলা প্রশাসনিক ভবনের ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানাতে বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, প্যান্ডেল খাটিয়ে ট্রাইব্যুনালের পরিকাঠামো তৈরি হলেও সেখানে অভিযোগ শোনার মতো কোনও আধিকারিক নেই। বুধবার সকাল থেকে ভোটাররা ভিড় করলেও ট্রাইব্যুনাল চত্বরে দেখা মিলল কেবল হাতেগোনা কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীর। মালদহ বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার মহম্মদ জাকির হোসেন বিশ্বাস এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন। তিনি জানান, ২০০৪ সাল থেকে তাঁর নাম ভোটার তালিকায় ছিল। সম্প্রতি তাঁদের সাত ভাই-বোনের নামে শুনানির নোটিশ আসে। পরিবারের সবাই সঠিক নথিপত্র জমা দেওয়ার পর তাঁদের নাম তালিকায় উঠলেও, রহস্যজনকভাবে জাকির হোসেনের নাম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। হতাশার সুরে তিনি বলেন, তসকাল থেকে ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ জানাতে এসেছি। এখানে প্যান্ডেল করা হয়েছে, কাউন্টার আছে, কিন্তু পুলিশ ছাড়া কোনও অফিসারকে দেখা যাচ্ছে না। নাম বাদ যাওয়ায় আমরা এখন চরম আতঙ্কে রয়েছি।

ফালাকাটায় হাতির 'রাজকীয় ভোজ' !

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কোচবিহার

জলদাপাড়া বনাঞ্চল সংলগ্ন ফালাকাটার গ্রামগুলিতে হাতির তাণ্ডব থামারলক্ষণ নেই। বুধবার রাতে জলদাপাড়ার ব্যাংডাকি বিটের জঙ্গল থেকে ১০-১২টি হাতির একটি দল লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। গ্রামে ঢুকেই হাতিগুলি ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তাণ্ডব চালাতে শুরু করে। তবে পারপাতলাখাওয়া গ্রামের জীবন সরকারের বাড়িতে যা ঘটল, তা একপ্রকার নজিরবিহীন। জীবন সরকারের বাড়িতে শাবকসহ তিনটি হাতির একটি দল চড়াও হয়। রান্নাঘরে রাখা ছিল নতুন চালের ভাত, পিঠে আর পায়েস। সেই পিঠের গন্ধে ম ম করছিল চারপাশ। গন্ধে আকৃষ্ট হয়েই হাতিগুলি রান্নাঘরের বেড়া ও টালির চাল ভেঙে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। এরপর ভাতের হাঁড়ি চ্যাপ্টা করে দিয়ে গোগ্রাসে পিঠে ও পায়েস সাবাড় করে তারা। ঘরের ভেতর থেকে হাতির এই 'ভোজন' দেখে আতঙ্কে শিউরে ওঠেন জীবন বাবু ও তাঁর পরিবার। শুধুমাত্র জীবন সরকারের বাড়িই নয়, হাতির দলটি পাশের নিরঞ্জন

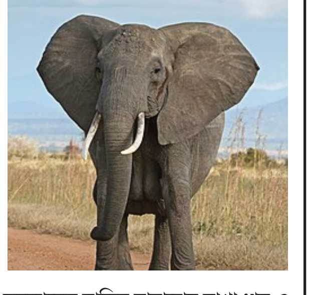

সরকারের বাড়ির বারান্দায় রাখা ধান ও ভুট্টাও সাবাড় করে। একইসঙ্গে বিঘার পর বিঘা ভুট্টা খেত পিষে তছনছ করে দিয়েছে হাতির দল। পাশের কালিপুর গ্রামেও হানা দেয় অন্য একটি দল। সেখানে ঘনশ্যাম বর্মন ও হরেকচাঁদ বর্মনের মালভোগ কলার বাগান তছনছ করে দিয়েছে দাঁতালরা। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান বনকর্মীরা। গ্রামবাসীরাও মশাল জ্বালিয়ে ও বাজি পটকা ফাটিয়ে হাতি তাড়াতে কোমর বাঁধেন। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় হাতিগুলিকে পুনরায় জঙ্গলে ফেরানো সম্ভব হয়। বন দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, এলাকায় নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে। যাঁদের বাড়ি বা ফসলের ক্ষতি হয়েছে, তাঁদের সরকারি নিয়ম মেনে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

বিশাল মিছিল শুভেন্দুর

১ পৃঃ পর

গেরুয়া পতাকা হাতে রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নেন। এদিকে আজ রামনবমীর শোভাযাত্রা চলাকালীন যাতে কোথাও কোনও অশান্তির ঘটনা না ঘটে তা নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই নবান্নে বুধবার বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুমও। জেলায় জেলায় আজ থেকে রবিবার পর্যন্ত রামনবমীর মিছিল হওয়ার সম্ভাবনা। বিশেষ করে হাওড়া, চন্দননগর ও ইসলামপুরে মিছিলের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে ওই সব এলাকায় নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। নিরাপত্তার দায়িত্বে রাজ্যে মোট ৩ হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। রামনবমীর মিছিলে অস্ত্র নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এবং প্রতিটি মিছিলে সর্বোচ্চ ৫০০ জনের অংশগ্রহণ সীমিত করা হয়েছে।

আহবান অভিষেকের

১ পৃঃ পর

টাকা আটকে রেখেছে, এই ধূপগুড়িতে যদি ফের বিজেপি জেতে, তা হলে আপনাদের বিজেপির সেই মডেলকে সমর্থন করতে হবে। আমরা যেখানে নির্বাচিত হয়েছি, সেখানেও কাজ করেছি। যেখানে নির্বাচিত হয়নি, সেখানেও কাজ করেছি। আগামী দিনে একই জিনিস করতে চাই।' ধূপগুড়ির পাশাপাশি এ দিন আলিপুরদুয়ারের কালচিনি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বীরেন্দ্র বারা উরাওঁ-এর সমর্থনে গোপীমোহন গ্রাউন্ড থেকে ভুটান গেট পর্যন্ত রোড শো করেন তৃণমূল সেনাপতি। আর অভিষেক ম্যাজিকে জনপ্লাবন। আবেগে ভাসল কালচিনি। হুড খোলা ট্যাবলো থেকে জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন অভিষেক। উদ্বেল হয়ে ওঠে জনতা। রাস্তার দুধারেই শুধু নয়, অভিষেককে একঝলক দেখতে বাড়ির ছাদ, বারান্দাও ছিল ভিড়ে ঠাসা। উত্তর থেকে দক্ষিণ- বাংলাজুড়ে জনসভা থেকে কর্মিসভার পাশাপাশি দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে রোড শো করছেন অভিষেক। প্রতিটি জায়গাতেই জনপ্লাবন। এদিও তার ব্যাতিক্রম হল না। রোড শো'য়ের পরে পথসভা থেকে অভিষেক জানান, এই কেন্দ্রের মানুষের বেশ কিছু দাবি রয়েছে। কালচিনিতে পৃথক পুরসভা এবং একটি হাসপাতাল করার দাবি রয়েছে জনসাধারণের। এই কেন্দ্রে তৃণমূল জিতলে জনসাধারণের দাবি মেনে এই কাজগুলি করা হবে বলে আশ্বাস দেন অভিষেক। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন অভিষেক। বিশেষ করে যুবদের জন্য আর্থিক সহায়তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমাদের সরকার যুবসাথীতে মাসে ১ হাজার ৫০০ দেয়, যা বছরে ১৮ হাজার এবং পাঁচ বছরে ৯০ হাজার টাকা হয়। মোদী সরকার ৯ টাকা দিক। ১২ বছরে কারও পকেটে ৯ পয়সা পর্যন্ত ঢোকেনি।

আচ্ছে দিনের নামে শুধু ভাষণবাজি হয়েছিল। তারপর টাটা বাই-বাই হয়ে গেছে! একটা কথা মনে রাখবেন, তৃণমূল সরকার শুধু দেয়, কিন্তু বিজেপি এলে সব কেড়ে নেবে, কারণ নিয়ে নেওয়াই ওদের কাজ। বিগত ১২ বছর ধরে কিছু করেনি, আগামী দিনেও কিছু করবে না।'

বিজেপির প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি শুধু বক্তৃতাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। সব মিলিয়ে ধূপগুড়ির সভা থেকে ভোটের লড়াইকে আরও তীব্র করার বার্তা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, এবার মানুষের রায়ই নির্ধারণ করবে ভবিষ্যতের দিশা।

গোপন রাখা বাধ্যতামূলক

১ পৃঃ পর

বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের বেঞ্চ স্পষ্ট জানায়, আদালতের আগের নির্দেশিকা যেন যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়। আদালত জানিয়েছে, নির্যাতিতা এবং তাঁর পরিবারের পরিচয় আড়ালে রাখা আইনত বাধ্যতামূলক। রায়ে বিচারপতিরা লিখেছেন, 'এই রায়ের একটি অনুলিপি সমস্ত হাই কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলদের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দিচ্ছি আমরা। নির্যাতিতার পরিচয় গোপন রাখতে হবে। আগের একটি মামলাতেও এই নির্দেশ দিয়েছে আদলত।' ২০১৮ সালের নিপুণ সাক্সেনা বনাম কেন্দ্রীয় সরকার মামলার নজির টেনে এদিন শীর্ষ আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির ২২৮এ ধারার গুরুত্ব মনে করিয়ে দেয়। দেশের শীর্ষ বেঞ্চের আক্ষেপ, 'আইনত দীর্ঘদিন ধরেই এটি প্রতিষ্ঠিত। অথচ বাস্তবে তা সঠিক ভাবে মানা হয়নি। অনুমান করা হচ্ছে, নিম্ন আদালতগুলিতে ঔদাসীন্য এবং সচেতনতার অভাবই এর প্রধান কারণ।'সম্প্রতি আর জি কর হাসপাতালের ঘটনায় নির্যাতিতার পরিচয় সামনে আসায় দেশজুড়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। নাম বা স্থায়ী ঠিকানা গোপন রাখার বিষয়ে বারংবার কড়াকড়ি করা হলেও অনেক ক্ষেত্রেই চ্যুতি দেখা যাচ্ছে।

এই প্রবণতা রুখতেই এবার হাই কোর্টগুলির মাধ্যমে সরাসরি প্রশাসনিক নজরদারির নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। সংশ্লিষ্ট মামলার রায় ঘোষণার পাশাপাশি এই সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়াতেও জোর দিয়েছেন বিচারপতিরা। মামলার সারমর্ম ও প্রয়োজনীয় নথি সমস্ত হাই কোর্টে পাঠিয়ে আইনি বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

কোচবিহার দক্ষিণে বড় রদবদল বিজেপির !
বর্তমান বিধায়ক নিখিল দে-কে সরিয়ে প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বসু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কোচবিহার

কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে অবশেষে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল বিজেপি। বুধবার বিকেলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই কেন্দ্রে লড়াই করবেন বিজেপির উত্তরবঙ্গ বিভাগের আহ্বায়ক রথীন্দ্রনাথ বসু। কোচবিহার দেবীবাড়ির ভূমিপুত্র হলেও রথীন্দ্রনাথ বাবু দীর্ঘ সময় শিলিগুড়িতে সাংগঠনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমান বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে-কে টিকিট না দেওয়া এবং রথীন্দ্রনাথ বসুর প্রার্থী হওয়া নিয়ে জেলার রাজনৈতিক সমীকরণ এখন বেশ সরগরম। রথীন্দ্রনাথ বসু বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন এবং উত্তরবঙ্গের সাংগঠনিক কাজে তাঁর বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর তিনি জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। তাঁর দাবি, কোচবিহারের মানুষ তৃণমূলের অপশাসনের যোগ্য জবাব দিতে বিজেপিকেই বেছে নেবে। যদিও শিলিগুড়িতে থাকার কারণে তাঁকে 'বহিরাগত' তকমা দেওয়ার চেষ্টা করছে বিরোধী শিবির, তবে রথীন্দ্রনাথ বাবু সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে নিজের পৈতৃক ভিটে দেবীবাড়ির প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। এদিকে বর্তমান বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে-কে এবার টিকিট না দেওয়া নিয়ে দলের অন্দরে কিছুটা গুঞ্জন রয়েছে। নিখিলবাবু স্পষ্ট জানিয়েছেন, দলের সিদ্ধান্ত শিরোধার্য। তবে আমার মনে হয় স্থানীয় কাউকে টিকিট দিলে দলের সংগঠন এবং সাধারণ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছানো সহজ হতো।দ তিনি আরও যোগ করেন যে, এখানকার ভোটাররা তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধেই ভোট দেবেন, তাই জয় নিয়ে তিনি চিন্তিত নন।

কোচবিহার দক্ষিণে তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী অভিজিৎ দে ভৌমিক ইতিমধ্যেই পুরোদমে প্রচার শুরু করেছেন। বিজেপির প্রার্থী ঘোষণায় দেরি হওয়া নিয়ে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। তাঁর মতে, মানুষ উন্নয়নের পক্ষে এবং তৃণমূলেরই জয় হবে। অন্যদিকে, এখনও নাটাবাড়ি ও সিতাই কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করতে পারেনি বিজেপি, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা চলছে।

তৃতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ বিজেপির

১ পৃঃ পর

ভট্টাচার্যকে হারিয়েছিলেন বেচারাম মান্না। গত ২৫ বছর ধরে সিঙ্গুর বিধানসভা আসন তৃণমূলের দখলে রয়েছে। চুঁচুড়ায় এবার দলের স্থানীয় নেতা সুবীর নাগকে প্রার্থী করল বিজেপি। স্থানীয় তৃণমূলের একাংশের মধ্যে দেবাংশুকে নিয়ে ক্ষোভের মধ্যে বিজেপি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড় করাল সুবীর নাগ-কে। অন্যদিকে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে যে কেন্দ্রগুলি ইতিমধ্যেই চর্চায় উঠে এসেছে, তার মধ্যে অন্যতম উত্তরপাড়া। প্রার্থী বদল হোক কিংবা ভোটের হারের ওঠানামা, উত্তরপাড়া আসনটি বরাবরই নজরকাড়া। শ্রীরামপুর সংসদ এলাকার অন্তর্গত এই বিধানসভা কেন্দ্রে এবার প্রার্থীতেও চমক থাকছে বারবার। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সিপিএমের টিকিটে এই কেন্দ্রে লড়ছেন। উত্তরপাড়া কেন্দ্রে থেকে তৃণমূল প্রার্থী করা হয়েছে শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শীর্ষণ্য শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে। কিন্তু বিজেপি কাকে প্রার্থী করবে, তা নিয়ে তীব্র জল্পনা ছিল। অবশেষে বুধবার রাতে বাংলার আরও ১৯ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল বিজেপি। আর তাতে উত্তরপাড়ার প্রার্থী হিসেবে উঠে এল দীপাঞ্জন চক্রবর্তীর নাম। প্রাক্তন এনএসজি কম্যান্ডো দিনকয়েক আগেই যোগ দিয়েছিলেন বিজেপিতে। এবার উত্তরপাড়া থেকে তাঁকেই প্রার্থী করল বিজেপি। ফলে উত্তরপাড়ার লড়াই হয়ে উঠল আরও কঠিন।

বিজেপির তৃতীয় দফার প্রার্থী তালিকা

কোচবিহার দক্ষিণ- রথীন্দ্রনাথ বোস, রাজগঞ্জ- দীনেশ দরকার (হারাধন সরকার), ইসলামপুর- চিত্রজিৎ রায়, হেমতাবাদ- হরিপদ বর্মণ, ইংলিশবাজার- অল্লান ভাদুড়ি, শান্তিপুর- স্বপন দাস, পানিহাটি- রত্না দেবনাথ, হাওড়া মধ্য- বিপ্লব মণ্ডল. উত্তরপাড়া- দীপাঞ্জন চক্রবর্তী (প্রাক্তন সেনাকর্মী), সিঙ্গুর- অরূপ কুমার দাস, চন্দননগর- দীপাঞ্জন কুমার গুহ, চুঁচুড়া- শ্রী সুবীর নাগহরিপাল- মধুমিতা ঘোষ, তমলুক- হরেকৃষ্ণ বেরা, মেদিনীপুর- শঙ্কর গুছাইত, পূর্বস্থলী দক্ষিণ- প্রাণকৃষ্ণ তপাদার, কাটোয়া- কৃষ্ণ ঘোষ, সাঁইথিয়া- কৃষ্ণকান্ত সাহা, নলহাটি - অনিল সিং।

পাণ্ডবেশ্বরের সভা

১ পৃঃ পর

কমিশনারেট তৈরি করেছে? আসানসোল মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল কে তৈরি করেছে? অন্ডাল বিমানবন্দর তৈরিতে কে সাহায্য করেছে? আসানসোল নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় কে তৈরি করেছে? আমরা এখানকার মানুষের জন্য অনেক কাজ করেছি। এখানকার খনি শ্রমিকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। কিন্তু লভ্যাংশ চলে যায় অন্যদের হাতে। আমি তাদের একটি প্রস্তাব দিয়েছি। বিগত ৫-৬ বছর ধরে আমি বন্ধ খনিগুলো পুনরায় খোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কিছু ব্যক্তিগত মালিকানাধীন খনিও রয়েছে। আমি তাদের (কেন্দ্রীয় সরকার) প্রস্তাব দিয়েছি যে রাজ্য সরকারের সাথে মিলে একটি পরিকল্পনা করা হোক। অবৈধ খনিগুলোকে বৈধ করা যেতে পারে। এতে খনি এবং শ্রমিক;উভয়েরই সঠিক যত্ন নেওয়া সম্ভব হবে। তবে ওরা আমার প্রস্তাব গ্রহণ করে না। তারা শুধু লুট করে এবং মিথ্যে ছড়ায়।' বাংলার ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন অস্বচ্ছ এবং অসদ উপায় অবলম্বন করেছে বলে অভিযোগ করে মমতা বলেন, 'ওরা বলেছিল যে, ১.২০ কোটি নাম বাদ দেবে। প্রথম দফায় ৫৮ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই অধ্যায় এখনও শেষ হয়নি। তারপর লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সির নামে তারা ৬০ লক্ষ মানুষকে বিচারবিভাগের অধীনে রেখেছে। বিজেপি কর্মীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং অন্যান্য দলের কর্মী ও সমর্থকদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। আপনি যদি ৫৮ লক্ষ এবং ৬০ লক্ষ যোগ করেন, তবে দেখবেন যে তারা প্রায় ১.২০ কোটি নাম বাদ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে ফেলেছে।

এর মানে হল, এটি সম্পূর্ণভাবে বিজেপি পার্টি অফিস দ্বারা পরিকল্পিত। ওরা সেই আসনগুলোকেই টার্গেট করেছে, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। কেন এখনও সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট জনসমক্ষে আনা হয়নি? আমি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ করছি। কেন আপনারা সাংবাদিকদেরও সেই তালিকা দিচ্ছেন না? কেন আপনারা পরিপূরক ভোটার তালিকা প্রদর্শন করছেন না? আমি এই পরিপূরক তালিকার জন্য রাস্তা থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়াই করেছি। সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট কোথাও বের হয়নি। কোনও রাজনৈতিক দল তা পায়নি। কী লুকোনো হচ্ছে? আমি শুনেছি যে, বিচারবিভাগের অধীনে থাকা নামের মধ্যে ৪০ শতাংশ বাদ দেওয়া হয়েছে এবং ৬০ শতাংশ রাখা হয়েছে। এটি আমাদের কৃতিত্ব। আমরা এর জন্য রাস্তা থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়াই করেছি। আমরা অবিলম্বে সেই তালিকা প্রদর্শনের দাবি জানাচ্ছি। যাদের নাম ভুলবশত বাদ দেওয়া হয়েছে তারা সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী ট্রাইব্যুনালের কাছে আপিল করার সুযোগ পাবেন। আমি আমার দলের কর্মীদের অনুরোধ করব যেন তারা এমন মানুষদের সাথে যোগাযোগ করেন। তাদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা করা হবে।' এদিনের জনসভা থেকে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'তৃণমূল সরকার থাকাকালীন কাউকে এনআরসি আর ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাতে দেব না। আমি যদি যোদ্ধা হই, আপনারা হলেন আমার সহযোদ্ধা। যতদিন বেঁচে থাকব মানুষের ভালোবাসায় থাকব। সব বদলে দিয়ে, বিজেপি উকুন বাছছে! যতই করো হামলা, আবার তৃণমূলই জিতবে বাংলা। কিচ্ছু করার নেই, তোমরা বসে উকুন বাছো'। অন্যদিকে ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যে দেশ জুড়ে লকডাউনের আশঙ্কা প্রকাশ করে মমতা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী ক্ষমতায় আসার আগে একটি গৃহস্থালির সিলিন্ডারের দাম ছিল ৪০০ টাকা। আজ তা ১,১০০ টাকা। একটি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ২,১০০ টাকা। পেট্রোলের দাম বেড়েছে। একটি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তারা কি আরেকটি লকডাউনের পরিকল্পনা করছে?

আপনারা (বিজেপি) কি মানুষকে ঘরের ভেতর বন্দি করতে চান? ২০২১ সালে করোনার কারণে যখন লকডাউন ছিল, তখন আমরা সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করেছিলাম। আমরা যদি সেই পরিস্থিতিতে লড়াই করতে পারি, তবে আমরা যেকোনও পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারি। আপনারা (নির্বাচন কমিশন) প্রত্যেক ওসি, বিডিও, এসপি এবং ডিএম-কে বদলে দিচ্ছেন। কার বদলে কাকে আনা হবে, বিজেপি পার্টি অফিস সেই নির্দেশ দিচ্ছে।

যারা বদলি হয়ে এসেছেন তাদের নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই। মনে রাখবেন, পশ্চিমবঙ্গ আপনাদেরও রাজ্য। মানুষ ভোট দেবে। আপনারা যদি সমস্যা তৈরির চেষ্টা করেন, তবে আমি এখানকার মা-বোনেদের বলব প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। যদি কেউ ভোটগ্রহণ বা গণনার দিনে গায়ের জোর খাটানোর চেষ্টা করে, তবে আপনারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসুন।'

নিরাপদে নামলেন মমতা

১ পৃঃ পর

পর্দায় তৈরি হয় এক নাটকীয় পরিস্থিতি। শেষ পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে নিরাপদে অবতরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রশাসন থেকে দলীয় মহল; সবাই। সূত্রের খবর, বিকেল চারটের কিছু আগে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর প্রাইভেট জেটের। কিন্তু আচমকাই আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়। প্রবল মেঘ জমে আকাশ ঢেকে গেলে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল(এটিসি) প্রথমে অবতরণের অনুমতি দেয়নি। এরপর কিছু সময় আকাশে চক্কর কাটতে হয় বিমানটিকে। পরিস্থিতি অনুকূল না হওয়ায় প্রাথমিকভাবে অন্য একটি বিমানবন্দরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। ঠিক সেই সময় থেকেই টিভি চ্যানেলগুলিতে 'বিমান আটকে' থাকার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, যা ঘিরে তৈরি হয় উদ্বেগ ও জল্পনা। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই সময় কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় প্রবল বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া বইছিল। লাইভ সম্প্রচারে দেখা যায়, বিমানবন্দর চত্বরে কয়েকটি অস্থায়ী শেড ঝড়ে উড়ে যাচ্ছে।

ফলে নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই অবতরণে বিলম্ব করা হয়। অবশেষে প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে মুখ্যমন্ত্রীর বিমান নিরাপদে অবতরণ করে। বিমান থেকে নেমে স্কর্পিও গাড়িতে করে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সংবাদমাধ্যমের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে তিনি নিজের সুস্থতার বার্তা দেন। তাতেই স্বস্তি ফেরে সমর্থকদের মধ্যে।

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 26-03-2026 21:05 Page 5

বঞ্চনা বনাম উন্নয়ন !

ধূপগুড়ির ফণীর মাঠ থেকে লোকসভার হারের বদলা নেওয়ার ডাক অভিষেকের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ধূপগুড়ি

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের*রণদামামা বেজে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার ধূপগুড়ির ফণীর মাঠে তৃণমূল প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়ের*সমর্থনে আয়োজিত এক জনসভা থেকে বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উন্নয়নের পরিসংখ্যান ও কেন্দ্রীয় বঞ্চনার খতিয়ান তুলে ধরে এদিন ধূপগুড়ি আসনটি পুনরায় তৃণমূলের দখ লে আনার আহ্বান জানান তিনি। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই আসনটি বিজেপির দখলে থাকলেও, ২০২৩ সালের উপনির্বাচনে সমীকরণ বদলে যায়। সেবার প্রায় ৪ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতে বিধায়ক হন তৃণমূলের নির্মলচন্দ্র রায়। তবে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে এই বিধানসভা কেন্দ্রে ফের লিড পায় বিজেপি; প্রার্থী জয়ন্তকুমার রায় এগিয়েছিলেন ৬,৩৭২ ভোটে। লোকসভার সেই হারের ক্ষত মুছে এবার বিধানসভায় জয়ের ধারা বজায় রাখাই তৃণমূলের প্রধান লক্ষ্য। এদিনের সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ত্বিজেপি বাংলায় হেরে গিয়ে সাধারণ মানুষের প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে। যদি ধূপগুড়িতে ফের বিজেপি জেতে, তবে আপনাদের ওই বঞ্চনার মডেলকেই সমর্থন করতে হবে। তিনি আরও যোগ করেন, যেখানে তৃণমূল জিতেছে সেখানেও কাজ হয়েছে, আবার যেখানে জয় আসেনি সেখানেও উন্নয়নের কাজ থামিয়ে রাখা হয়নি। বিগত বছরগুলোতে ধূপগুড়ির ভোল বদলে রাজ্য সরকারের ভূমিকা স্পষ্ট করে দেন অভিষেক।

উপনির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতো ধূপগুড়িকে মহকুমা ঘোষণা করা, মহকুমা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন দমকল কেন্দ্র স্থাপন, কৃষক বাজার এবং বানারহাট ব্লকে হিন্দি কলেজের মতো একাধিক প্রকল্পের খতিয়ান এদিন তিনি জনসমক্ষে তুলে ধরেন।

তাঁর দাবি, লোকসভা নির্বাচনে ভুল তথ্য ও বিভ্রান্তিকর প্রচারের কারণে মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন, কিন্তু এবার মানুষ উন্নয়নের পক্ষেই থাকবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন,

১০০ দিনের কাজ এবং আবাস যোজনার টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। কোন মুখে বিজেপি প্রার্থীরা ভোট চাইতে আসবেন?

এর পাশাপাশি এসআইআর সংক্রান্ত জটিলতায় সাধারণ মানুষের যে হয়রানি হয়েছে, তাও এবারের নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি।

জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ, মাল ও জলপাইগুড়ি সদর আসনে গতবার তৃণমূল জিতলেও, এবার ধূপগুড়ি-সহ জেলার সাতটি আসনেই জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী জোড়াফুল শিবির।

চিঠির 'বয়ান গেরোয়' স্বপ্না

নতুন চিঠি দেওয়ার নির্দেশ আদালতের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার

স্বপ্না বর্মনের চিঠির বয়ানে খুশি নয় রেল। যা বুধবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে রেলের তরফে জানান ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল সুদীপ্ত মজুমদার। যার প্রেক্ষিতে আদালত ফের স্বপ্নাকে বয়ান ঠিক করে চিঠি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ফলে স্বপ্নার রেলের চাকরি ছাড়া নিয়ে নতুন জটিলতা তৈরি হয়েছে। শেষপর্যন্ত তিনি রাজগঞ্জ কেন্দ্রে তৃণমূলের হয়ে লড়াই করতে পারবেন কি না, তা নিয়েও রয়েছে বড় প্রশ্ন। সমস্তকিছুই নির্ভর করছে রেলের সিদ্ধান্তের ওপর। কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল সুদীপ্ত মজুমদার বলেন, 'স্বপ্না বর্মন রেলকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তার বয়ান আদালতের আদেশ অনুযায়ী ছিল না। বিষয়টি আদালতের নজরে এনেছি। আদালত তাঁকে পুনরায় আদেশ মোতাবেক চিঠি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। উনি নতুন করে চিঠি দিলে এবং তার প্রেক্ষিতে রেল কী সিদ্ধান্ত নেয়, তা আদালতকে জানানো হবে।' স্বপ্নার আইনজীবী নিলয় চক্রবর্তী বলেন, 'আদালতের নির্দেশ মেনে আবার রেলকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। আমরা ই-মেল করেছি। একইসঙ্গে আমাদের লোক চিঠির হার্ডকপি নিয়ে রেলের আলিপুরদুয়ার দপ্তরে গিয়েছেন।' পরবর্তী শুনানি শুক্রবার। 'উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং বলেন, 'এ বিষয়ে ডিসিপ্লিনারি অথরিটির উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা। তারা কী ব্যবস্থা নিয়েছে, তা জানা নেই।' রেলের নিয়ম অনুযায়ী কেউ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে তাঁকে চাকরি ছাড়ার কথা জানাতে হয় অন্তত তিন মাস আগে। কিন্তু রাজগঞ্জ কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী স্বপ্না ১৬ মার্চ রেলকে ইস্তফাপত্র পাঠান। কিন্তু রেল স্বপ্নার ইস্তফা গ্রহণ করেনি। বরং রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ায় স্বপ্নার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেয় রেল। রেল যেহেতু তাঁর ইস্তফা গ্রহণ করেনি, তাই স্বপ্না সার্কিট বেঞ্চে মামলা দায়ের করেন। মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তর আদালতে মামলাটির শুনানি হয়। রেল জানায়, স্বপ্না যদি তাঁর ভুল স্বীকার করার পাশাপাশি অবসরকালীন কোনও সুযোগসুবিধা না নেওয়ার কথা মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেন, সেক্ষেত্রে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রেল চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেবে। কিন্তু চিঠি দিলেও তার বয়ান আদালতের নির্দেশ মোতাবেক ছিল না বলে জানা গিয়েছে। বিষয়টি বুধবার আদালতের নজরে আনেন সলিসিটর জেনারেল। বিচারপতি ফের স্বপ্নাকে আদালতের নির্দেশ মোতাবেক চিঠি দেওয়ার কথা জানান। আলিপুরদুয়ার ডিআরএম

স্বপ্না বর্মনের চিঠির বয়ানে খুশি নয় রেল। যা বুধবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে রেলের তরফে জানান ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল সুদীপ্ত মজুমদার। যার প্রেক্ষিতে আদালত ফের স্বপ্নাকে বয়ান ঠিক করে চিঠি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ফলে স্বপ্নার রেলের চাকরি ছাড়া নিয়ে নতুন জটিলতা তৈরি হয়েছে।

অফিসে ওয়েলফেয়ার ইনস্পেকটর পদে কর্মরত ছিলেন স্বপ্না। বুধবারও তাঁর টেবিলে নেমপ্লেট ছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বপ্না নিজের দপ্তরের এক কর্তার সঙ্গে দেখা করেন বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, রেলকে না জানিয়েই স্বপ্না তৃণমূলে যোগ দেন। তৃণমূলের তরফে তাঁর নাম ঘোষণার পর রেল থেকে তাঁকে শোকজ করা হয়। কিন্তু সদুত্তর দেননি তিনি। এরপরেই বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়। শেষপর্যন্ত মামলা গড়ায় আদালতে।

সপ্তাহান্তেই

কালবৈশাখীর ভ্রূকুটি!

উত্তরে জারি কমলা সতর্কতা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

মার্চের শেষে ফের খামখেয়ালি মেজাজে প্রকৃতি। সপ্তাহান্তেই হাওয়া বদলের পূর্বাভাস দিচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। শুক্রবার থেকেই উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের দাপট আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে, কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। যদিও এই বৃষ্টিতে গরম থেকে দীর্ঘমেয়াদী রেহাই মিলবে না, উলটে আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে আগে থেকেই বৃষ্টি চললেও শুক্রবার থেকে পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রয়েছে। ঝড়ের গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিমি। এর সঙ্গে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে 'কমলা সতর্কতা' জারি করা হয়েছে। আগামী দু'দিনে তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি বাড়বে উত্তরের জেলাগুলিতে। পরবর্তী দু'দিনে ফের কমবে তাপমাত্রা। দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আবহাওয়া মোটের ওপর শুষ্ক থাকলেও শুক্রবার থেকে ছবিটা বদলে যাবে। শুক্রবার ও শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া এবং হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।৷

বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব বর্ধমানে ঝড়বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে রবিবার থেকে বৃষ্টির দাপট কমবে এবং সোমবার থেকে রোদ ঝলমলে আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়বে অস্বস্তিকর গরম। সামগ্রিকভাবে রাজ্যে এক অস্থির আবহাওয়া বিরাজ করছে। একদিকে বৃষ্টির ভ্রূকুটি, অন্যদিকে ঊর্ধ্বমুখী পারদ; দুইয়ের সাঁড়াশী চাপে সাধারণ মানুষের অস্বস্তি বাড়বে বই কমবে না। তাই ঝড়বৃষ্টির সময় সতর্ক থাকা এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি রাখা একান্ত জরুরি।

পরিকাঠামো প্রস্তুত থাকলেও অনুমোদন জটে আটকে সিংহ সাফারি, হতাশ পর্যটন মহল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

বাঘ, ভালুক, গন্ডার সহ বিভিন্ন প্রাণী দেখার রোমাঞ্চ নিতে সারাবছর পর্যটকরা বেঙ্গল সাফারিতে ভিড় জমান। তবে বেশ কয়েকমাস ধরে পর্যটকদের মূল আকর্ষণ প্রস্তাবিত সিংহ সাফারি। কিন্তু সিংহ দেখার সেই ইচ্ছা আপাতত প্রশাসনিক জটে পূরণ হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে কবে বেঙ্গল সাফারিতে সিংহ সাফারি শুরু হবে, এখ ন এই প্রশ্নই ঘুরছে পার্কে আসা পর্যটকদের মুখে মুখে। বেঙ্গল সাফারিতে সিংহ সাফারি যে অন্যতম আকর্ষণ হবে, তা পর্যটকদের আগ্রহ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তবে বেঙ্গল সাফারিতে সিংহের গর্জন শুনতে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে পর্যটকদের। পার্কে সিংহ সাফারির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি হয়ে গেলেও কেন্দ্রীয় জু অথরিটির তরফে চূড়ান্ত অনুমোদন না আসায় এখনই তা চালু করা যাচ্ছে না বলে কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে। পার্কে সিংহ সাফারির জন্য প্রয়োজনীয় এনক্লোজার এবং পরিকাঠামো তৈরির কাজ শেষ। আপাতত এনক্লোজার থেকেই সিংহ দর্শন করতে হচ্ছে পর্যটকদের। জানা গিয়েছে, রাজ্য বন দপ্তরের তরফে সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হলেও মূল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেন্ট্রাল জু অথরিটির অনুমোদন। নতুন প্রাণী আনা বা সাফারি চালু করার আগে এই কেন্দ্রীয় সংস্থার ছাড়পত্র বাধ্যতামূলক। সেখান থেকে এখনও সবুজ সংকেত না পাওয়ায় কবে এই সাফারি চালু হবে, তা নিয়ে নিশ্চিত কিছু বলতে পারছেন না বেঙ্গল সাফারির ডিরেক্টর বিজয় কুমার। যদিও তিনি বলছেন, 'সাফারির আকর্ষণ বাড়াতে বেশ কিছু নতুন প্রাণী আনার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।' এখন পাহাড় ও ডুয়ার্সে পর্যটকদের ভিড় রয়েছে। অনেকেই সিংহ সাফারির আশায় পার্কে আসছেন, কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরছেন। সাফারিতে এসে অক্সিতা বোস বলেছেন, 'সিংহ সাফারির কথা কয়েকমাস ধরেই শুনছিলাম।

'আগে রাস্তা, পরে ভোট!'

নির্বাচনি প্রচারে বেরিয়ে গ্রামবাসীর ক্ষোভের মুখে তৃণমূল প্রার্থী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সিতাই

নির্বাচনি প্রচারে বেরিয়ে এবার জনরোষের মুখে পড়তে হল সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সংগীতা রায়কে। বুধবার দিনহাটার আটিয়াবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬/২৩৯ নম্বর বুথে প্রচারে গিয়ে এই নজিরবিহীন বিক্ষোভের মুখোমুখি হন তিনি। দীর্ঘদিনের বেহাল রাস্তা এবং আবাস যোজনার ঘর না পাওয়ার অভিযোগে রীতিমতো সরব হন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আটিয়াবাড়ির সংশ্লিষ্ট ওই বুথে প্রায় ১২০০ ভোটার রয়েছেন। তাঁদের দাবি, গত কয়েকটি নির্বাচনে এই এলাকা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস বড় ব্যবধানে লিড পেলেও এলাকার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়নি। বুধবার প্রার্থী পৌঁছানোর আগেই গ্রামের মহিলা ও পুরুষরা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের সাফ কথা, 'আগে রাস্তা ঠিক হোক, তারপর ভোটের কথা ভাবব।' কর্দমাক্ত রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে অতিষ্ঠ বাসিন্দাদের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে বারবার প্রতিশ্রুতি মিললেও কাজের কাজ কিছুই হয় না। রাস্তার সমস্যার পাশাপাশি এদিন প্রকট হয়ে ওঠে আবাস যোজনার বঞ্চনার ছবিও। হাতে নথি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয় টোটোচালক জহির উদ্দিন মিয়া। তিনি বলেন, 'সার্ভে হওয়ার পরেও আমি ঘর পাইনি। অথচ এলাকায় এমন বাড়িও আছে যেখানে দু-তিনটি করে ঘর হয়েছে।'

একই অভিযোগ করেন আনসার মিয়া সহ আরও কয়েকজন বাসিন্দা। পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসে এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব। অঞ্চল সভাপতি সশধর বর্মন ও পঞ্চায়েত সদস্যা জাহানারা বিবি গ্রামবাসীকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তবে তাতেও ক্ষোভ কমেনি। পরে প্রার্থী সংগীতা রায় নিজে পৌঁছে গ্রামবাসীর কথা ধৈর্য সহকারে শোনেন এবং ভোট মিটলেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দেন। অন্যদিকে, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নুর আলম হোসেন এপ্রসঙ্গে জানান,

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে প্রায় ৮০০ মিটার সিসি রোড নির্মাণের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

কিন্তু নির্বাচনি বিধি চালু থাকায় কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি।

ভোট মিটলেই কাজ শুরু হবে। তবে এই আশ্বাসে কতটা ভরসা রাখবেন, তা নিয়ে এখনও সংশয়ে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এখনও আটকে শিসামারায় বাঁধের কাজ!

ভিটে হারানোর আশঙ্কায় ভোট বয়কটের ডাক গ্রামবাসীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শালকুমারহাট

ক'দিন ধরে টানা বৃষ্টি হচ্ছে। এতেই আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শিসামারা নদীতে জল বাড়ছে। ভুটান পাহাড়ের সঙ্গে এই নদীর সংযোগ। সেই ঘোলা জল দেখে এখনই ভয় পাচ্ছেন নদী তীরের বাসিন্দারা। গত বছরের ৫ অক্টোবরের সেই ভয়াবহ স্মৃতি আজও টাটকা। শিসামারা নদীর বাঁধ ভেঙে সেবার ডলোমাইট মেশানো ঘোলা জলে তলিয়ে গিয়েছিল ঘরবাড়ি আর সুপারি বাগান। মাস ছয়েক কেটে গেলেও আজও নতুন বাঁধ তৈরি হয়নি। আর তাতেই ক্ষোভের আগুন জ্বলছে শালকুমার ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুনপাড়া, মুন্সিপাড়া ও সিধাবাড়ির মতো গ্রামগুলোতে। নির্বাচনি আবহে যখন রাজনৈতিক প্রচার তুঙ্গে, তখন এই জনপদগুলোতে ছবিটা উলটো। বাঁধের এমন পরিস্থিতি দেখতে এখনও কোনও রাজনৈতিক দলের প্রার্থী আসেননি বলে জানা গিয়েছে। তবে তার আগেই স্থানীয়রা ভোট বয়কটের ডাক দিচ্ছেন। গ্রামবাসীর সাফ কথা, 'বাঁধ না হলে কাউকেই ভোট দেব না।' স্থানীয়দের অভিযোগ, ভোট এলেই প্রতিশ্রুতি মেলে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। বর্ষার আগে বাঁধ না হলে এবারও ভিটেমাটি ছাড়তে হবে হাজার হাজার মানুষকে। সেচ দপ্তর সূত্রে খবর, শিসামারায় নতুন বাঁধের প্রস্তাব রাজ্য স্তরে পাঠানো হয়েছে। অর্থ বরাদ্দ হলেই কাজ শুরু হবে। তবে 'ভোটের গেরোয়' আপাতত সেই আশা দেখছেন না বাসিন্দারা। শিসামারার ঘোলা জল যত বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে স্থানীয়দের দীর্ঘশ্বাস আর ক্ষোভ। রাজনৈতিক দলগুলি যখন ভোট গণিতে ব্যস্ত, তখ ন নদীর পাড়ের মানুষ ব্যস্ত শেষ সম্বলটুকু বাঁচানোর চিন্তায়।

গোলকিপার মোহনের ব্রাজিলে পাড়ি

আন্তর্জাতিক ফুটবল মঞ্চে নতুন স্বপ্নের উড়ান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পতিরাম

পারপতিরাম এলাকার ১১ বছরের কিশোর মোহন ঘোষ বুধবার রওনা দিল ব্রাজিলের উদ্দেশ্যে। শুরু হল তার জীবনের এক ঐতিহাসিক অধ্যায়। পতিরাম উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির এই ছাত্রটি আন্তর্জাতিক অনূর্ধ্ব-১২ 'গো কাপ' ফুটবল টুর্নামেন্টে গোলকিপার হিসেবে অংশ নিতে চলেছে আন্ধেরি ফুটবল অ্যাকাডেমির হয়ে। কয়েক মাস আগে বালুরঘাট টাউন ক্লাব মাঠে সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে আয়োজিত ফুটবল ট্রায়াল থেকে নির্বাচিত হয় মোহন। আন্তর্জাতিক কোচ মলয় সেনগুপ্তর নজরে পড়ে তার প্রতিভা। কয়েকদিন আগেই সম্পূর্ণ হয়েছে তার রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া। ব্রাজিলের গোইয়ানিয়া শহরে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে পিএসজি, এসি মিলান, ভাস্কো দা গামার মতো বিশ্বখ্যাত ক্লাবগুলির অনূর্ধ্ব-১২ দল অংশ নেবে। সেই মঞ্চেই নিজের দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পাবে মোহন। অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের সন্তান মোহনের বাবা শিলিগুড়ির একটি হোটেলে কাজ করেন। আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তার ফুটবলের প্রতি অদম্য আগ্রহ ও কঠোর পরিশ্রমই তাকে এনে দিয়েছে এই বিরল সুযোগ। পিএইচএস ৯২ আকাদেমি ও কোচদের তত্ত্বাবধানে পারপতিরাম মাঠে তার ফুটবলের হাতেখড়ি। পরিবারের পাশাপাশি কোচ ও এলাকার মানুষদের সমর্থন তার পথ চলার শক্তি। মোহনের এই সাফল্য শুধু তার ব্যক্তিগত নয়, গোটা দক্ষিণ দিনাজপুরের গর্ব। তার এই যাত্রা ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্যের দরজা খুলে দিক; এই কামনাই সকলের।

গঙ্গারামপুরে তৃণমূলকর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি !

এখনও অধরা মূল অভিযুক্ত, গ্রেপ্তার দুই সঙ্গী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
গঙ্গারামপুর

গঙ্গারামপুরে তৃণমূলকর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত গঙ্গারামপুর শহর তৃণমূলের এসসি/ওবিসি সেলের সভাপতি বাবু চৌধুরী এখনও অধরা। তবে জড়িত থাকার অভিযোগে মনোজ প্রসাদ জয়সওয়াল ও বিশ্বজিৎ কুন্ডু নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভতোষ সরকার জানান, বাবু চৌধুরী এবং আক্রান্ত তৃণমূলকর্মী শিবা চৌধুরীর মধ্যে ব্যবসায়িক শত্রুতা ছিল। সেই আক্রোশ থেকেই মঙ্গলবার গভীর রাতে গঙ্গারামপুর থানা সংলগ্ন এলাকায় শিবা চৌধুরীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। ঘটনার পরই আহত শিবা চৌধুরীর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নেমে পুলিশ মনোজ প্রসাদ জয়সওয়াল এবং

গাড়িচালক বিশ্বজিৎ কুন্ডুকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে, মূল অভিযুক্তের খোঁজে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।

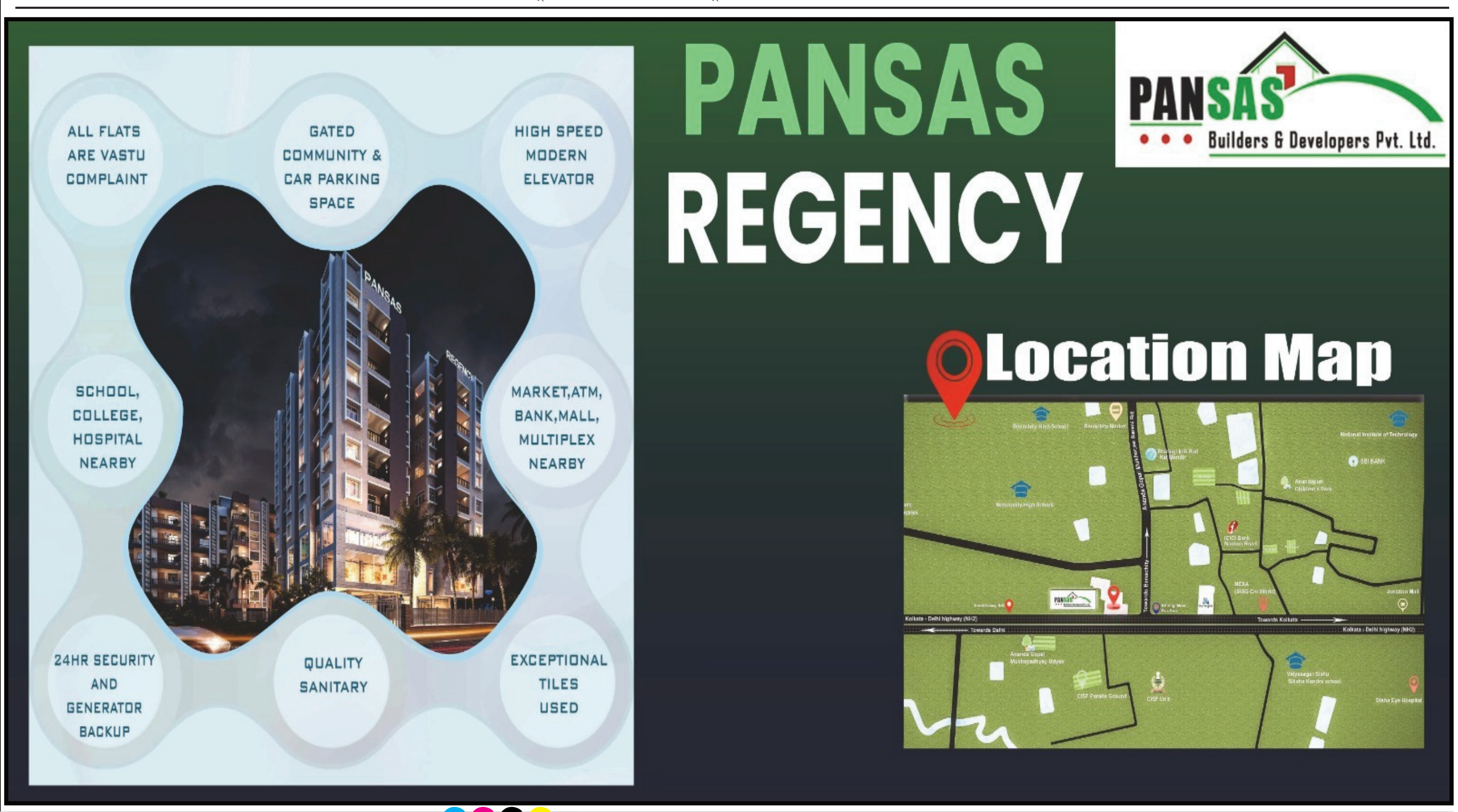

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 26-03-2026 21:05 Page 6

পুঞ্চে গুজ্জর-বকরওয়ালদের সঙ্গে সেনার বৈঠক

সীমান্তে ‘বিশ্বাস গড়ার’ কৌশল জোরদার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জম্মু ও কাশ্মীর

জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় গুজ্জর ও বকরওয়াল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভারতীয় সেনার রোমিও ফোর্সের একদিনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৫ মার্চ। সীমান্তবর্তী রাজৌরি, পুঞ্চ অঞ্চলে নিরাপত্তা, জনসংযোগ এবং স্থানীয় সহযোগিতা আরও মজবুত করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠকে জঙ্গলে চলাচল, নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং সন্দেহজনক গতিবিধি সম্পর্কে দ্রুত তথ্য আদান,প্রদানের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। পাশাপাশি, সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে অসদাচরণ বা বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। এতে স্থানীয়দের সঙ্গে সেনার সমন্বয় আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। ভিডিওতে দেখা যায়, সেনা কর্মকর্তারা সরাসরি গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন এবং তাদের সমস্যার সমাধানে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। বিশেষ করে বনাঞ্চলে বসবাসকারী যাযাবর গুজ্জর ও বকরওয়ালদের জন্য এই ধরনের যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা প্রায়শই সীমান্তবর্তী দুর্গম এলাকায় বসবাস করেন। এই বৈঠক

কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং রাজৌরি, পুঞ্চ সীমান্ত অঞ্চলে ভারতীয় সেনার ‘হিউম্যান আউটরিচ’ বা জনসম্পর্ক গড়ে তোলার ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ। সাম্প্রতিক সময়ে ইফতার আয়োজন থেকে শুরু করে গ্রামভিত্তিক যোগাযোগ;বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে সেনা স্থানীয়দের আস্থা অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সীমান্তবর্তী এলাকায় সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের পাশাপাশি এই ধরনের সামাজিক সংযোগ কর্মসূচি দ্বৈত কৌশল হিসেবে কাজ করে;একদিকে নিরাপত্তা জোরদার হয়, অন্যদিকে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রমজান পরবর্তী সময়ে এই বৈঠক আয়োজনও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ এই সময়ে সামাজিক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধির উদ্যোগগুলি আরও কার্যকর হয়।

অ্যাঙ্গেল-২, বাংলায় কোন এয়ারপোর্টে নামবে প্রথম প্লেন!

না কি আবার কাগজেই উড়বে ‘উড়ান’?

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি/কলকাতা

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ২৮,৮৪০ কোটি টাকার সংশোধিত উড়ান প্রকল্প ঘোষণার পর পশ্চিমবঙ্গে আঞ্চলিক বিমান সংযোগ সম্প্রসারণ নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে নড়াচড়া শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে অনুমোদিত এই প্রকল্পে আগামী দশ বছরে দেশজুড়ে ১০০টি অব্যবহৃত ও কম ব্যবহৃত বিমানঘাঁটি উন্নয়ন এবং ২০০টি হেলিপ্যাড নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যদিও কেন্দ্র এখনও রাজ্যভিত্তিক চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেনি, প্রশাসনিক ও বিমান পরিবহণ সংক্রান্ত সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক বিমানঘাঁটির নাম সামনে আসছে, যেগুলি এই প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে সব বিমানঘাঁটি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে, তার মধ্যে কালাইকুন্ডা ও হাসিমারা গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি বিমানঘাঁটি মূলত বায়ুসেনার অধীনস্থ হলেও দীর্ঘদিন ধরে সেগুলিকে বেসামরিক উড়ানের জন্য আংশিকভাবে ব্যবহারের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চলছে। সংশোধিত উড়ান প্রকল্পের প্রেক্ষিতে এই ঘাটিগুলিকে সিভিল এনক্লেভ হিসেবে গড়ে তোলার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। একইসঙ্গে মালদা বিমানঘাঁটি, যেখানে রানওয়ে থাকলেও নিয়মিত বাণিজ্যিক উড়ান নেই, নতুন করে সক্রিয় করার বিষয়টি প্রশাসনিক পর্যায়ে বিবেচনায় রয়েছে। কলকাতার বেহালা বিমানক্ষেত্রকে ছোট উড়ান ও হেলিকপ্টার পরিষেবার জন্য ব্যবহারযোগ্য করে তোলার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পশ্চিম বর্ধমানের বার্নপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চল সংলগ্ন এয়ারস্ট্রিপ নিয়েও প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা চলছে। এই প্রকল্পে দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় সংযোগ জোরদার করতে হেলিপ্যাড নির্মাণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার মতো জঙ্গলমহল অঞ্চলগুলিকে অগ্রাধিকার তালিকায় রাখা হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। পাশাপাশি সুন্দরবন ও উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকাগুলিতেও হেলিপ্যাড গড়ে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে, যাতে জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রশাসনিক যোগাযোগ এবং পর্যটন পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করা যায়। কেন্দ্রীয় প্রকল্পে দেশীয় বিমান শিল্পকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড-এর তৈরি ধ্রুব হেলিকপ্টার এবং ডর্নিয়ার বিমানের ব্যবহার বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে ছোট রুটে বিমান পরিষেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আঞ্চলিক বিমান পরিষেবায় অপারেটরদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে, যাতে কম যাত্রীসংখ্যার রুটেও পরিষেবা চালু রাখা যায়। এর আগে ২০১৬ সালে চালু হওয়া উড়ান প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক বিমান সংযোগ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবে বহু ক্ষেত্রে অবকাঠামো তৈরি হলেও নিয়মিত বাণিজ্যিক উড়ান চালু হয়নি বা বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন করে ঘোষিত এই সংশোধিত প্রকল্পে সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিকাঠামো উন্নয়ন, আর্থিক সহায়তা এবং অপারেশনাল ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সূত্রের দাবি। বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন বিমানঘাঁটি ও অঞ্চল এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হবে, তা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে প্রস্তুতি শুরু হলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক তালিকার অপেক্ষা করা হচ্ছে।

২৮,৮৪০ কোটির ‘উড়ান ২.০’

১০ বছরে ১০০ বিমানঘাঁটি, ২০০ হেলিপ্যাডে জোর কেন্দ্রের টিয়ার-টু, থ্রি শহরে বিমান সংযোগ বাড়াতে বড় বাজি, সাশ্রয়ী উড়ান, স্বাস্থ্য ও জরুরি পরিষেবায় ফোকাস

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগ বাড়াতে সংশোধিত উড়ান প্রকল্পের জন্য ২৮,৮৪০ কোটি টাকার বিশাল প্যাকেজে অনুমোদন দিল। ২০২৬-২৭ থেকে ২০৩৫-৩৬;এই ১০ বছরের রোডম্যাপে মূল লক্ষ্য, দেশের অব্যবহৃত ও কম ব্যবহৃত বিমানঘাঁটিকে সক্রিয় করে টিয়ার-টু ও টিয়ার-থ্রি শহরগুলিকে আকাশপথে যুক্ত করা। প্রকল্প অনুযায়ী, অন্তত ১০০টি বিমানঘাঁটি উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের দাবি, এর ফলে ছোট শহরের অর্থনীতি, পর্যটন এবং ব্যবসায়িক কার্যকলাপ দ্রুত গতি পাবে, পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জন্য বিমানযাত্রা আরও সাশ্রয়ী হবে।

কী থাকছে পরিকল্পনায়?

প্রস্তাবিত কাঠামোয় আগামী আট বছরে ১২,১৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখে বিমান পরিকাঠামো সম্প্রসারণে জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বিমানঘাঁটির জন্য বার্ষিক ৩.০৬ কোটি টাকা অপারেশনাল সহায়তা নির্ধারিত হয়েছে। অন্যদিকে, হেলিকপ্টার ও ওয়াটার এরোড্রাম পরিষেবার জন্য ৪৪১টি ইউনিটে মোট ২,৫৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। দুর্গম এলাকা ও পাহাড়ি অঞ্চলে সংযোগ জোরদার করতে প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ; ২০০টি আধুনিক হেলিপ্যাড নির্মাণ, প্রতিটির জন্য গড়ে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়। এ খাতে মোট বরাদ্দ ৩,৬৬১ কোটি টাকা। দেশজ বিমান শিল্পে জোর আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য সামনে রেখে প্রকল্পে দেশীয় বিমান সংস্থাকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড-এর তৈরি ধ্রুব হেলিকপ্টার ‘পরমহংস’ পরিষেবায় যুক্ত হবে এবং ডর্নিয়ার বিমান দেওয়া হবে অ্যালায়েন্স এয়ার-এর হাতে। এর মাধ্যমে ছোট উড়ান পরিষেবার ঘাটতি পূরণ এবং দুর্গম অঞ্চলে দ্রুত সংযোগ গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে মর্মান্তিক ঘটনা

রাতভর উদ্ধার অভিযান - তদন্ত শুরু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বাংলাদেশ ডেস্ক

বাংলাদেশে পদ্মা নদীতে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল অন্তত ২৩ জনের। বুধবার বিকেলে ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে যায়। ঘটনায় বেশ কিছু যাত্রী নিখোঁজ বলে আশঙ্কা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকেল প্রায় ৫টা ১৫ নাগাদ দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের তিন নম্বর পন্টুনে দাঁড়িয়ে ছিল বাসটি। সেই সময় একটি বিশালাকার ফেরি এসে পন্টুনে ধাক্কা মারে। তাতেই ভারসাম্য হারিয়ে বাসটি সোজা পদ্মা নদীতে তলিয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ, দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। নামানো হয় ডুবুরি দল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় উদ্ধারকাজ। তবে খারাপ আবহাওয়া ও বৃষ্টির কারণে বারবার উদ্ধার কাজে ব্যাঘাত ঘটে। প্রায় ছয় ঘণ্টার চেষ্টায় নদী

থেকে বাসটিকে তোলা সম্ভব হয়। এখনও পর্যন্ত ২৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক রাসেল মোল্লা। পাশাপাশি কয়েকজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা গেলেও, এখনও বহু যাত্রীর খোঁজ মেলেনি। রাতের ঝড়বৃষ্টির জেরে উদ্ধারকাজ কিছুটা থমকে গেলেও, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ফের তৎপরতা শুরু করেছে উদ্ধারকারী দল। নিখোঁজদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে জোরকদমে। কীভাবে ফেরিটি পন্টুনে ধাক্কা মারল এবং কোন পরিস্থিতিতে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। এদিকে, মৃত ও নিখোঁজদের পরিবার পরিজনেরা প্রিয়জনের খোঁজে ফেরিঘাটে ভিড় জমিয়েছেন, চলে কান্না ও উৎকণ্ঠার আবহ।

গ্লোবাল সাউথে কূটনৈতিক বার্তা

সিয়েরা লিওনের শিশুদের পাশে ভারত, পাঠানো হল ১০০০ মেট্রিক টন চাল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

গ্লোবাল সাউথের সহযোগিতা আরও জোরদার করতে বড় পদক্ষেপ নিল ভারত। পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওন-এর স্কুলের মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্পকে সমর্থন জানিয়ে ১০০০ মেট্রিক টন চাল পাঠানো হয়েছে। এই সহায়তা শুধুমাত্র খাদ্য সহায়তা নয়;এটি উন্নয়ন সহযোগিতার একটি কৌশলগত বার্তা।

বিশেষ করে স্কুলের শিশুদের পুষ্টি ও শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এই চাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে। কূটনৈতিক সূত্রে জানানো হয়েছে, এই উদ্যোগ গ্লোবাল সাউথ-এর দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর ভারতের প্রতিশ্রুতির অংশ। পাশাপাশি, এটি জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস-এর লক্ষ্য পূরণেও সহায়ক;বিশেষত ক্ষুধামুক্তি, শিক্ষা ও শিশু পুষ্টির ক্ষেত্রে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ‘ফুড ডিপ্লোমেসি’-র মাধ্যমে ভারত ক্রমশ গ্লোবাল সাউথে তার প্রভাব বাড়াচ্ছে। আফ্রিকার মতো অঞ্চলে এই ধরনের মানবিক সহায়তা শুধু সম্পর্ক মজবুত করে না, ভবিষ্যতের কৌশলগত অংশীদারিত্বের ভিত্তিও গড়ে তোলে।

গ্যাস সংকট নিয়ে সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে শুক্রে জরুরি বৈঠক মোদির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি একমাস গড়াতে চলেছে। ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধ এখন ছড়িয়ে পড়েছে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে। এখনও দেশে জ্বালানি তেল, এলপিজি গ্যাসের সংকট পুরোপুরি কাটেনি। এই পরিস্থিতিতে কোন রাজ্যের তৈলভাণ্ডার, গ্যাস মজুত কতটা, তা খতিয়ে দেখতে সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে জরুরি বৈঠকের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন তিনি। বৃহস্পতিবার একথা জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে। তবে বাংলা-সহ ভোটমুখী ৫ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বদলে মুখ্যসচিবরা মোদির বৈঠকে যোগ দেবেন বলে খবর। তবে প্রধানমন্ত্রীর ডাকা এই বৈঠক বয়কট করতে পারেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সূত্রের খবর এমনই। তৃণমূল বরাবর এনিয়ে সংসদে মোদির বিবৃতি দাবি করেছে। তাই তাদের দাবি, কোনও রুদ্ধদ্বার বৈঠকে রাজি নন তারা। চলতি সপ্তাহের শুরুতেই সংসদের উভয় কক্ষে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ নিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তাঁর দাবি ছিল, এখনই জ্বালানির অভাব প্রকট হয়নি। তা সত্ত্বেও কেন্দ্র সরকার সতর্কতা অবলম্বন করেছে। যাতে দেশে গ্যাস, জ্বালানি তেলের অভাবে জনতার সমস্যা না হয়, তার জন্য ইথানল উৎপাদনে জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। তবে বাস্তব খানিকটা আলাদা। এখনও ঘরে ঘরে এলপিজি সরবরাহ নিয়মিত হয়নি। ২৫ দিনের আগে গ্যাস বুকিং করা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে রাজ্যে এলপিজি-র সংগ্রহ কেমন, তা খুঁটিনাটি জানতে প্রধানমন্ত্রী মোদি সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে জরুরি বৈঠকে ডেকেছেন। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সে এই বৈঠক করবেন।

ভোটপ্রচারে আবেগঘন রাহুল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

সাধারণ ব্যক্তি হোন বা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। অসুস্থ মায়ের জন্য উদ্বিগ্ন সন্তানের চরিত্র সব ক্ষেত্রে এক। ফলে বুধবার সোনিয়া গান্ধী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে কেরলে কংগ্রেসের পদযাত্রা ছেড়ে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ছোটেন রাহুল। সেদিন মায়ের কেবিনে একটি সোফায় শুয়ে রাত কাটান তিনি। সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারেননি।

দলীয় সভায় ভারচুয়াল ভাষণে সেই অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে প্রশংসায় ভরান কেরলের হাসপাতালের এক নার্সের। রাহুল জানান, ওই নার্স প্রতি ঘণ্টায় সোনিয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিচ্ছিলেন। কংগ্রেস নেতার মতোই সারা রাত জেগে ছিলেন।

রাহুলের মন্তব্য, এটাই কেরলের চরিত্র। ভোটপ্রচারের সভায় রাহুল বলেন, ত্গাত রাতে আমি হাসপাতালে মায়ের ঘরে একটা ছোট সোফায় ঘুমাচ্ছিলাম, যে কোনও সন্তানের মতোই, আমি মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম। তবে গোটা রাত কেবল একটি বিষয়েই উদ্বেগহীন ছিলাম। কেরল থেকে আসা একজন নার্স প্রতি ঘণ্টায় আমার মা’কে দেখতে আসতেন, যা আমাকে স্বস্তি দিয়েছিল। লোকসভায় বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, ত্প্রতি ঘণ্টায় তিনি এসে মায়ের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতেন। মৃদু হাসতেন এবং মায়ের হাত ধরতেন। মায়ের চিকিৎসা করা নার্সের প্রশংসার ছলে কার্যত ভোটপ্রচার চালান রাহুল গান্ধী। বুধবার রাত ১০টা ২২ মিনিট নাগাদ ৭৯ বছরের সোনিয়া গান্ধীকে দিল্লির স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেই সময় জ্বর ছিল তাঁর। চিকিৎসকদের প্রাথমিক ধারণা, ঋতু পরিবর্তনের জেরে অসুস্থ হন। বৃহস্পতিবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সোনিয়া গান্ধী চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে তাঁকে।

সাধারণ ব্যক্তি হোন বা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। অসুস্থ মায়ের জন্য উদ্বিগ্ন সন্তানের চরিত্র সব ক্ষেত্রে এক। ফলে বুধবার সোনিয়া গান্ধী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে কেরলে কংগ্রেসের পদযাত্রা ছেড়ে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ছোটেন রাহুল। সেদিন মায়ের কেবিনে একটি সোফায় শুয়ে রাত কাটান তিনি। সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারেননি।

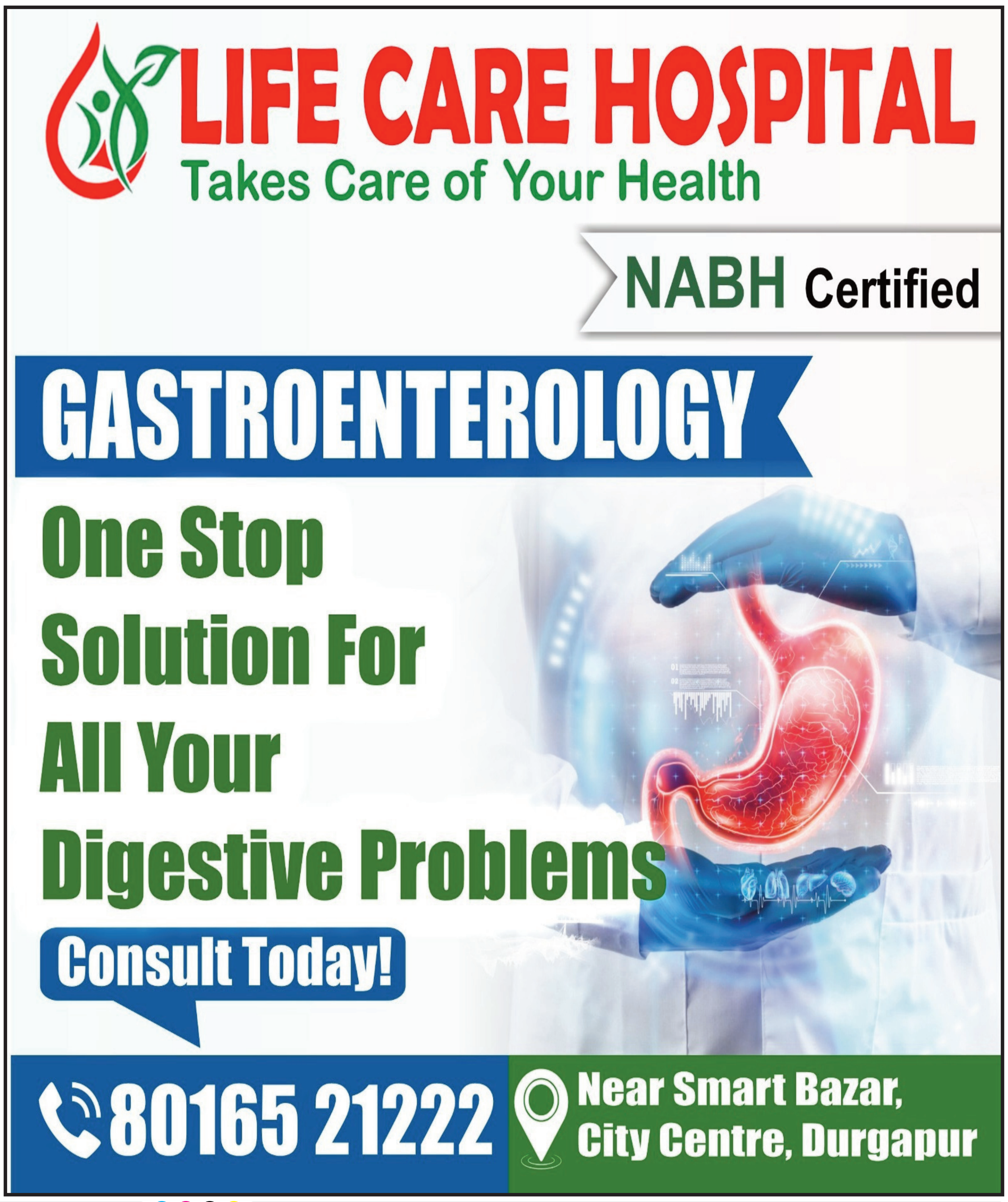

sakaler sironam.....10 March...2026...._Layout 1 26-03-2026 21:05 Page 7

গোবর জল দিয়ে দেওয়াল লিখন মুছে দেওয়ার অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
কোতুলপুর, বাঁকুড়া

বিজেপি প্রার্থীর দেওয়াল লিখন গোবর জল দিয়ে মুছে ফেলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকালে উত্তেজনা ছড়াল বাঁকুড়ার কোতুলপুর মাছ বাজারে। এদিন সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিজেপি। পাল্টা তৃণমূলের দাবি, এই ঘটনা বিজেপিরই গোষ্ঠীকোন্দলের জের। এর সাথে তৃণমূলের কোনো যোগ নেই। বাঁকুড়ার কোতুলপুরে বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের সমর্থনে বিধানসভার অন্যান্য জায়গার মতো কোতুলপুর মাছ বাজারে একটি দেওয়াল লিখন করেছিলেন স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। এদিন সকালে স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা দেখেন মাছ বাজারের একটি দেওয়ালে থাকা বিজেপির দেওয়াল লিখন রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা গোবর জল দিয়ে মুছে দিয়েছে। ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বিজেপি কর্মী ও নেতৃত্বের দাবি, বিজেপির জনসমর্থন দেখে তৃণমূল ভয় পেয়েছে। তাই বিজেপির দেওয়াল লিখন মুছে মানুষের মন থেকে বিজেপিকে সরানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল। অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূলের পাল্টা দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল কোনোভাবে যুক্ত নয়। কোতুলপুরে বিজেপি প্রার্থীকে তাঁদের দলের কর্মীদের একাংশের পছন্দ না হওয়াতেই এমন ঘটনা ঘটেছে।

চাঁদের অন্তর্গঠনের রহস্য উন্মোচনে আইআইটি খড়্গাপুরের বড় সাফল্য

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খড়্গপুর

চাঁদের অভ্যন্তরীণ বিবর্তন এবং টাইটানিয়াম-সমৃদ্ধ লাভার উৎপত্তি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় নতুন সাফল্য পেল আইআইটি খড়্গাপুরের একদল গবেষক। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে জিওকিমিকা এট কসমোকিমিকা অ্যাক্টা পত্রিকায়।

সেখানে গবেষক হিমেলা মৈত্র ও সহলেখকেরা দেখিয়েছেন, চাঁদের প্রাথমিক গলিত অবস্থার পর গঠিত লৌহ- ও টাইটানিয়াম-সমৃদ্ধ 'ইলমেনাইট-বিয়ারিং কিউমুলেটস' কীভাবে আংশিক গলনের মাধ্যমে মধ্যম ও উচ্চ-টাইটানিয়ামযুক্ত ব্যাসাল্টিক ম্যাগমা তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে। গবেষণায় যুক্ত ছিলেন রিসার্চ স্কলার হিমেলা মৈত্র, অধ্যাপক সুজয় ঘোষ, রিসার্চ স্কলার তমালকান্তি মুখার্জি, অধ্যাপক শৈবল গুপ্ত এবং অধ্যাপক কুলজিত কৌর মারহাস। আইআইটি খড়্গাপুরের সরকারি সামাজিক মাধ্যম পোস্টেও এই গবেষণাকে ভবিষ্যৎ ভারতীয় চন্দ্রাভিযানের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ বলে তুলে ধরা হয়েছে। প্রকাশিত সারাংশ অনুযায়ী, গবেষকরা ১ থেকে ৩ গিগাপাস্কাল চাপ এবং ১০৭৫ থেকে ১৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উচ্চচাপ-উচ্চতাপ পরীক্ষার মাধ্যমে চাঁদের গভীর অভ্যন্তরের পরিবেশ অনুকরণ করেন।

এই পরীক্ষায় দেখা যায়, ইলমেনাইট-বিয়ারিং কিউমুলেট ও চন্দ্র-ম্যান্টলের পারস্পরিক ক্রিয়া টাইটানিয়াম-সমৃদ্ধ গলিত পদার্থ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, যা চাঁদের নমুনা ও মহাকাশযানের তথ্য থেকে পাওয়া উচ্চ-টাইটানিয়াম ব্যাসাল্টের উৎস ব্যাখ্যায় নতুন আলোকপাত করে। এই গবেষণার তাৎপর্য শুধু তাত্ত্বিক নয়। চাঁদের কক্ষপথ পর্যবেক্ষণ-তথ্য ব্যাখ্যা করা, নমুনা সংগ্রহের উপযুক্ত অঞ্চল বাছাই করা এবং ভবিষ্যৎ নমুনা-ফেরত অভিযানের বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য নির্ধারণে এই কাজ সহায়ক হতে পারে;এমনটাই প্রতিষ্ঠান-সমর্থিত বিবরণে দাবি করা হয়েছে। বিশেষ করে চন্দ্রযান-৪-এর মতো আগামীর মিশনের প্রেক্ষাপটে এই গবেষণাকে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে এই সাফল্য ভারতীয় পরীক্ষামূলক পেট্রোলজি ও গ্রহবিজ্ঞান গবেষণার সক্ষমতাকেও সামনে আনছে। আইআইটি খড়্গাপুরের পঁচাত্তরতম বর্ষে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বৈশ্বিক মানের বৈজ্ঞানিক অবদানের আরেকটি দৃষ্টান্ত হয়ে উঠল।

ফুটবল মাঠ থেকে অপারেশন থিয়েটার

পা হারাল নয়াবসানের ছাত্র শিবম

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াবসান (গোপীবল্লভপুর)

ফুটবল খেলতে গিয়ে চোট-তারপর ধীরে-ধীরে সামনে আসে মারণ রোগের নির্মম সত্য। গোপীবল্লভপুর ৫ নম্বর অঞ্চলের নয়াবসান গ্রামের একাদশ শ্রেণির ছাত্র শিবম দণ্ডপাটের জীবন যেন মুহূর্তে বদলে গেল। চিকিৎসকদের রিপোর্টে ধরা পড়ে অস্টিওসারকোমা, একটি মারাত্মক ম্যালিগন্যান্ট ক্যান্সার। শেষপর্যন্ত জীবন বাঁচাতে অস্ত্রোপচারে কেটে বাদ দিতে হয়েছে তার একটি পা। এখন অপারেশনের ক্ষত শুকোলেই শিবমের জন্য প্রয়োজন হবে একটি জয়পুর ফুট-যা তার চলাফেরার নতুন ভরসা হয়ে উঠতে পারে। বুধবার শিবমের বাড়িতে পৌঁছন স্থানীয় বিধায়ক দুলাল মুর্মু। পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তিনি আশ্বাস দেন, এই কঠিন সময়ে প্রশাসন ও সমাজ শিবমের পাশে থাকবে। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় নেতৃত্ব ও বিশিষ্টজনরাও। শুধু প্রশাসনই নয়, ইতিমধ্যেই শিবমের পাশে দাঁড়িয়েছে তার নিজের স্কুল-নয়াবসান জনকল্যাণ বিদ্যাপীঠ। শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। পাশাপাশি একাধিক সামাজিক সংগঠনও তার চিকিৎসার খোঁজখবর নিচ্ছে এবং আর্থিক সহায়তার উদ্যোগ নিয়েছে।

কল্যাণী শহরজুড়ে এমএলএ-কে নিয়ে পোষ্টার, সরগরম রাজনীতি

সকালের শিরোনাম
পিয়ালি বোস
কল্যাণী

'এতদিন কোথায় ছিলে এমএলএ' লেখা পোস্টার বৃহস্পতিবার সকালে দেখা গেল নদিয়ার কল্যাণী শহর জুড়ে। আর কয়েকদিন পরে রাজ্যে বিধানসভা ভোট। ইতিমধ্যেই দিনক্ষণ ঘোষণার পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে প্রার্থীদের নাম বিভিন্ন বিধানসভায়। কিন্তু বিজেপির তিনটি প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হলেও এখনও সেই তালিকায় দেখা গেল না কল্যাণী বিধানসভার নাম। এখনও সেখানে বিজেপি কোন প্রার্থী দিতে পারেনি। এরই মধ্যে এই পোস্টার ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল ঘোলা। অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। পোস্টার নিয়ে কল্যাণী বিধানসভার বিধায়ক অম্বিকা রায়কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'রাতের অন্ধকারে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই কাজ করেছে। তারা আগে যে দুর্নীতি, যে চুরি করেছে সে সবের খোঁজ নিক। তৃণমূল জানে তাদের ভবিষ্যৎ কি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাদের আর চাইছে না। আর সেই জন্যই এইসব ভুলভাল কাজ করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলতে চাইছে। আমি সাধারণ মানুষের পাশে কতটা ছিলাম বা না ছিলাম সেটা তাঁরাই বলতে পারবে ভালো। তবে তৃণমূল এইসব কাজ করে আসন্ন বিধানসভা ভোটে কখনোই জিততে পারবে না'। অন্যদিকে, তৃণমূলের পক্ষ থেকে কল্যাণী পুরসভার সিআইসি মেম্বার অরূপ মুখার্জি বলেন, 'কারা কি পোস্টার মেরেছে জানিনা। আমরা কোন লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করি না। মাঝে বিধায়ক লুকিয়ে লুকিয়ে ৭ নম্বর ফ্রম নিয়ে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের নাম কাটতে। আমরা এ ধরনের কাজ করি না। তবে কি পোস্টার পড়েছে না জানলেও এটা বাস্তব গত পাঁচ বছরে কল্যাণী বিধানসভায় সাধারণ মানুষ বিধায়ককে কাছে পায়নি। কোন উন্নয়নও তিনি করেননি। আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে সকলে প্রার্থী ঘোষণা করলেও এখনও কল্যাণী বিধানসভায় বিজেপি কোন প্রার্থী দিতে পারেনি। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে কে কি কাজ করে'।

ভোটের আগে বড় ধাক্কা! পূর্ব মেদিনীপুরের ডিএম সরাল নির্বাচন কমিশন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
তমলুক

ভোটের মুখে প্রশাসনে কড়া বার্তা দিল ভারতের নির্বাচন কমিশন। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা প্রশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক উনিস রিশিন ইসমাইলকে আচমকা সরিয়ে দেওয়া হল। অভিযোগ;নির্বাচনী নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ডেটাবেস থেকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির মতো গুরুতর অনিয়ম। নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, কোনওভাবেই কনট্রাকচুয়াল কর্মীদের তথ্য ব্যবহার করে ভোটার তালিকা তৈরি বা সংশোধন করা যাবে না। সেই নির্দেশ অমান্য হওয়াতেই এই তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ;যা স্পষ্ট করে দিচ্ছে, এবারের ভোটে কমিশন কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ। এই ঘটনার পরই দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে নিরঞ্জন কুমারকে নতুন জেলা প্রশাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। কমিশনের চিঠিতে জানানো হয়েছে, ২৬ মার্চ সকাল ১১টার মধ্যে তাঁকে দায়িত্ব গ্রহণের সম্মতি রিপোর্ট জমা দিতে হবে;অর্থাৎ সময়সীমা অত্যন্ত কড়া। প্রেক্ষাপট ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি, নন্দীগ্রাম, পটাশপুরের মতো হাই-ভোল্টেজ এলাকায় তালিকা শুদ্ধিকরণ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর চলছিল। সেই আবহেই এই বদলি;যা কার্যত কমিশনের 'জিরো টলারেন্স' নীতির স্পষ্ট বার্তা। কী প্রভাব পড়বে? এই পদক্ষেপের ফলে পূর্ব মেদিনীপুরে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় নতুন গতি আসবে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল। একই সঙ্গে অন্যান্য জেলাতেও কড়া নজরদারির ইঙ্গিত দিল কমিশন;যেখানে সামান্য অনিয়মও আর বরদাস্ত করা হবে না।

জাতীয় স্তরে প্রাণীবিজ্ঞান চর্চার নতুন দিশা

গবেষণা ও একাডেমিক আদান-প্রদানের মঞ্চে আবারও নজর কাড়ল বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগ এবং জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক দিবসীয় জাতীয় আলোচনা চক্রে উঠে এল প্রাণীবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক প্রবণতা, গবেষণার নতুন দিক এবং সংরক্ষণ ভাবনা।

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পশ্চিম মেদিনীপুর

গবেষণা ও একাডেমিক আদান-প্রদানের মঞ্চে আবারও নজর কাড়ল বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগ এবং জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক দিবসীয় জাতীয় আলোচনা চক্রে উঠে এল প্রাণীবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক প্রবণতা, গবেষণার নতুন দিক এবং সংরক্ষণ ভাবনা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দীপক কুমার কর। সূচনা বক্তব্যেই তিনি গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারের পাশাপাশি আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। আলোচনা চক্রের আয়োজক সচিব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ সাগর আচারিয়া ও ডঃ বিপ্লব মণ্ডল। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক, কর্মী এবং জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই একদিনের আলোচনায় মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সুমিত হোম চৌধুরী, ডঃ মমতা চাওলা সরকার, ডঃ দীপঙ্কর ঘোষ এবং ডঃ মুকেশ ঠাকুর। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, প্রজাতির পরিবর্তনশীলতা, পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ এবং আধুনিক প্রাণীবিজ্ঞানের গবেষণার দিকনির্দেশ। প্রায় ১৬০ জন অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা চক্রে ছাত্র-গবেষক ও শিক্ষকদের মধ্যে জ্ঞান বিনিময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ পরিসর তৈরি হয়। আয়োজকদের মতে, ভবিষ্যতে এ ধরনের উদ্যোগ গবেষণাকে আরও গতিশীল করে তুলবে এবং ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে নীতিনির্ধারণ;দুই ক্ষেত্রেই বাস্তব প্রভাব ফেলবে।

আদিবাসী পরিচয়ের প্রশ্নে জোরালো সুর, পদ্মশ্রী দময়ন্তী বেসরার কড়া বার্তা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

আদিবাসী পরিচয়, ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে জাতীয় স্তরের আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করল বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্য, ভাষা ও সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন বিভাগে আয়োজিত বিশেষ বক্তৃতায় পদ্মশ্রী ও সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত গবেষক দময়ন্তী বেসরা সরাসরি প্রশ্ন তুললেন, 'উন্নয়নের নামে আদিবাসী পরিচয় কি ক্রমশ মুছে যাচ্ছে?' 'ট্রাইবাল কালচার অ্যান্ড আইডেন্টিটি' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি স্পষ্ট বলেন, আদিবাসী সমাজকে শুধু 'ফোকলোর' বা 'কালচারাল অবজেক্ট' হিসেবে দেখলে চলবে না-তাদের নিজস্ব ভাষা, ইতিহাস ও রাজনৈতিক অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়াই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা ও গবেষণার কাঠামোয় আদিবাসী কণ্ঠস্বরের ঘাটতির প্রসঙ্গ।

হলভর্তি ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও অধ্যাপকদের মধ্যে এই বক্তব্য ঘিরে তুমুল আগ্রহ ও আলোচনা তৈরি হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করে উপাচার্য অধ্যাপক দীপক কুমার কর বলেন, 'আদিবাসী অধ্যয়ন আর প্রান্তিক বিষয় নয়, এটি মূলধারার এক অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠছে'। সভাপতিত্ব করেন ইংরেজি বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপক ইন্দ্রনীল আচার্য। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অনুষদের ডিন, রেজিস্ট্রার ও বিশিষ্ট অধ্যাপকমণ্ডলী। এই মঞ্চ থেকেই প্রকাশিত হয় ওড়িয়া আদিবাসী কবি হেমন্ত দলপতির কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ সংস্করণ-'রাইটিং ইয়োর নেম উইথ অ্যান অ্যারো'। অনুবাদক উত্তম কুমার জেনা ও সম্পাদক অনুপ দত্ত জানান, এই গ্রন্থ শুধু সাহিত্য নয়, আদিবাসী আত্মপরিচয়ের এক প্রতীকী দলিল।

মেসেজ এলেও মিলল না সিলিন্ডার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খণ্ডঘোষ

পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের পোলেমপুর এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডার ডেলিভারি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, মোবাইলের মাধ্যমে গ্যাস বুকিং করার পর গ্রাহকের কাছে ওটিপি আসে এবং পরদিনই ডেলিভারি সম্পন্ন হয়েছে বলে ক্যাশমেমো নম্বরসহ মেসেজ পৌঁছে যায়। কিন্তু বাস্তবে সেই গ্রাহক সিলিন্ডার হাতে পাননি বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমানের বাসিন্দা স্বরাজ ঘোষ এই ঘটনার শিকার। তাঁর দাবি, সমস্ত নিয়ম মেনে বুকিং করার পরও কেন এই ধরনের হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে, তা নিয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। শুধু তিনি নন, পোলেমপুর ও সংলগ্ন এলাকায় আরও একাধিক গ্রাহক একই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা সরাসরি দামোদর গ্যাস এজেন্সির অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। অভিযোগ, এ বিষয়ে এজেন্সির এক কর্মীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ওই কর্মীকে ধরে নিয়ে গিয়ে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন গ্রাহকরা। গ্রাহকদের মূল প্রশ্ন, ওটিপি শেয়ার না করেও কীভাবে ক্যাশমেমো তৈরি হচ্ছে এবং গ্যাস সিলিন্ডার আসলে কোথায় বা কাদের কাছে ডেলিভারি হচ্ছে? এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কালোবাজারির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বলে মনে করছেন অনেকেই। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত তদন্ত শুরু হয়েছে কি না, তা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

শতাধিক কর্মীর 'ঘরফেরা' তৃণমূলে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াগ্রাম, ঝাড়গ্রাম

ভোটের মুখে রাজনৈতিক অঙ্কে বড়সড় বদল। নয়াগ্রাম বিধানসভার পরপর তিনবারের বিধায়ক এবং এবারের প্রার্থী দুলাল মুর্মুর নির্বাচনী প্রচারের মাঝেই গোপীবল্লভপুর-১ নম্বর ব্লকের সারিয়া ৪ নম্বর অঞ্চলের পানিজা বুথে বিজেপি শিবিরে ভাঙন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মাননীয় রামসাই টুডুর নেতৃত্বে প্রায় শতাধিক বিজেপি কর্মী-সমর্থক দল ছেড়ে যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। দলবদলের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ আরও চড়েছে। তৃণমূল শিবিরের দাবি, উন্নয়ন এবং এলাকার মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের ফলেই এই 'ঘরফেরা'। তাঁদের বক্তব্য, নয়াগ্রামে দুলাল মুর্মুর নেতৃত্বে গত কয়েক বছরে যে উন্নয়ন হয়েছে, তাতেই ভরসা রেখেই বিজেপির কর্মীরা দলে দলে তৃণমূলে আসছেন।

ভোটের আগে কড়া বার্তা 'কোনওরকম গণ্ডগোল নয়'

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

ভোট যত এগোচ্ছে, ততই কড়া হচ্ছে প্রশাসন। অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোট নিশ্চিত করতে সরাসরি মাঠে নেমে পড়লেন ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার মানব সিংলা। মঙ্গলবার গোপীবল্লভপুর থানায় আইসি-সহ পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে স্পষ্ট বার্তা; 'হিংসা নয়, প্রভাব নয়, কোনওরকম রিগিং নয়;শান্তিপূর্ণ ভোট চাই'। সূত্রের খবর, এই বৈঠক শুধুই রুটিন পর্যালোচনা নয়, বরং ভোটের আগে চূড়ান্ত প্রস্তুতির ব্লুপ্রিন্ট। আইন-শৃঙ্খলা থেকে বুথ নিরাপত্তা;প্রতিটি স্তরে কীভাবে 'জিরো টলারেন্স' নীতি প্রয়োগ করা হবে, তা নিয়ে খুঁটিনাটি নির্দেশ দেন এসপি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) সৈয়দ মোহাম্মদ মামদুল্লা হাসান, গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও পারভেজ সারফারাজ-সহ জেলা পুলিশের একাধিক শীর্ষকর্তা। পুলিশ সুপার স্পষ্ট করে দেন নির্বাচন কমিশনের ছয়টি মূল নির্দেশ;হিংসামুক্ত ভোট, প্রভাবমুক্ত পরিবেশ, ভয়ের আবহ দূরীকরণ, বুথ দখল রুখে দেওয়া, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ভুয়ো ভোটদান সম্পূর্ণ বন্ধ; এই প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনওরকম শৈথিল্য বরদাস্ত করা হবে না। শুধু বৈঠকেই থেমে থাকেননি এসপি। জেলার বিভিন্ন নাকা চেকপোস্ট ও স্ট্যাটিক সার্ভিল্যান্স টিমের কাজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়েছে। কোথায় কী ঘাটতি, কোথায় নজরদারি বাড়াতে হবে;সবকিছুতেই কড়া নজর। একইসঙ্গে একাধিক ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ঘুরে দেখে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও ভোটকর্মীদের জন্য ন্যূনতম পরিকাঠামো প্রস্তুতি যাচাই করা হয়েছে। সূত্রের দাবি, কোথাও যাতে কোনও ফাঁকফোকর না থাকে, তা নিশ্চিত করতেই এই 'গ্রাউন্ড অডিট'।

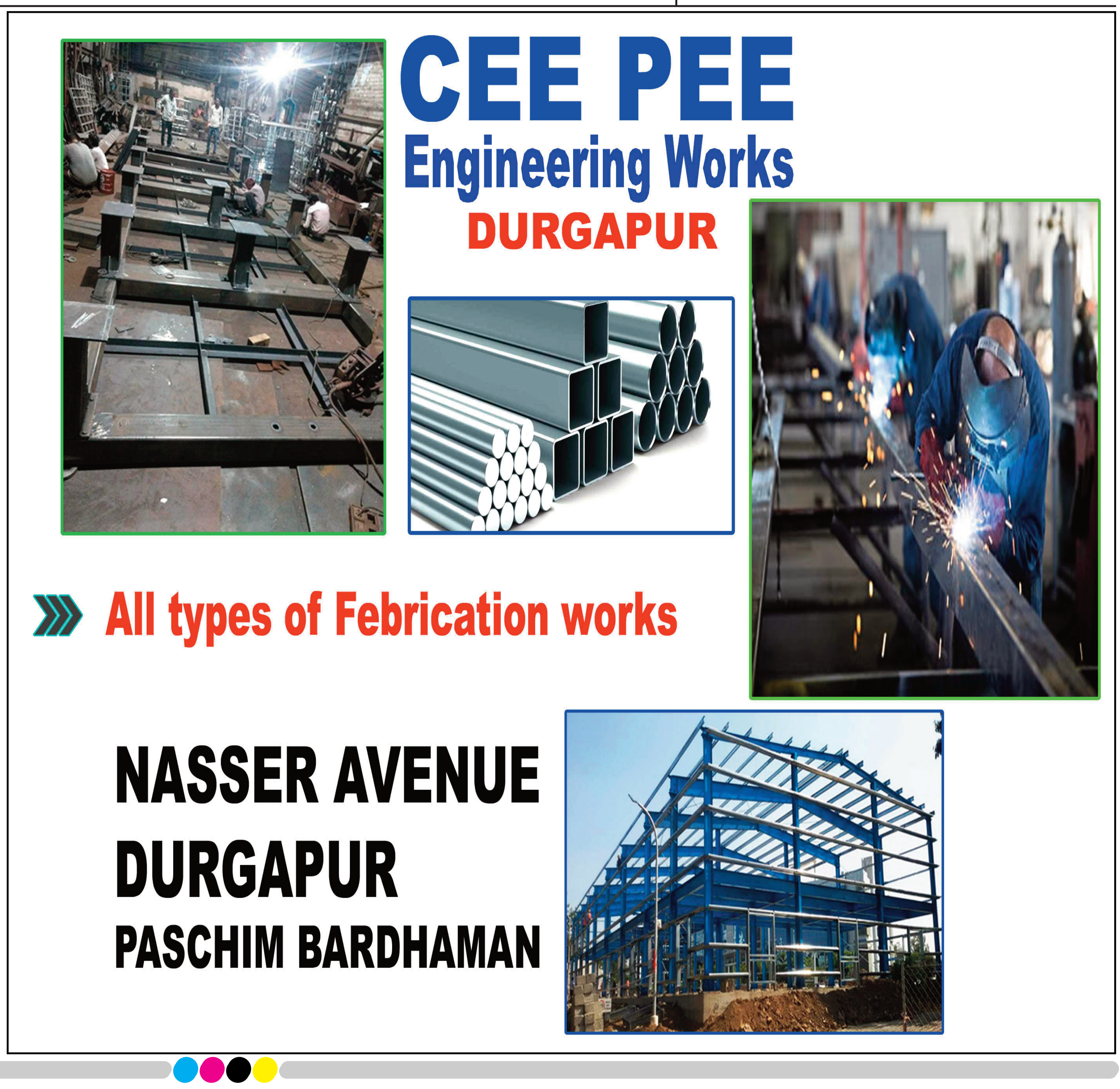

জামালপুরে বিজেপির কার্যালয় উদ্বোধন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামালপুর

ভোটের আবহে পূর্ব বর্ধমান জেলার, জামালপুরে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। বুধবার সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির নতুন দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন ঘিরে তৈরি হয় রাজনৈতিক চর্চা ও উত্তেজনার পরিবেশ। এই কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। তাঁর উপস্থিতিতে কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী স্মৃতিকণা বসুও। তাঁদের ঐতিহ্যবাহীভাবে বরণ করে নেন ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল। কার্যালয় উদ্বোধনের পর সৌমিত্র খাঁ দলীয় কর্মীদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন।

সেই বৈঠকে তিনি আসন্ন নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করেন এবং সংগঠনকে আরও মজবুত করার বার্তা দেন। তিনি দাবি করেন, জামালপুরে এবার বিজেপির জয় নিশ্চিত। দলের প্রার্থী অরুণ হালদারকে তিনি অভিজ্ঞ ও সংগঠনে দক্ষ বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থীকে নতুন ও অনভিজ্ঞ বলে কটাক্ষ করেন। অন্যদিকে, সৌমিত্র খাঁর এই মন্তব্যের পাল্টা জবাব দেন তৃণমূল কংগ্রেসের জামালপুর ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন। তিনি বলেন, কে অভিজ্ঞ আর কে অনভিজ্ঞ;তার জবাব দেবে সাধারণ মানুষই, ভোটের ফল প্রকাশের দিন।

বিজেপির জয়ের দাবি উড়িয়ে দিয়ে তিনি কটাক্ষ করেন, 'ওটা কুঁজোর চিত হয়ে শোওয়ার স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়'। সব মিলিয়ে, কার্যালয় উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে জামালপুরে রাজনৈতিক তরজা নতুন মাত্রা পেয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সভা সফল করতে জোর প্রস্তুতি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সিউড়ি

বীরভূম জেলার সিউড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে বুধবার রাতে এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। হঠাৎ ডাকা এই বৈঠক ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। জানা গেছে, বৈঠকে বীরভূম জেলার ১১টি বিধানসভার ১১ জন প্রার্থী এবং দলের কোর কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। মূলত আসন্ন মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে ঘিরে কীভাবে ব্যাপক জনসমাগম নিশ্চিত করা যায়, কর্মী-সমর্থকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সকল প্রার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার কৌশল নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা হয়।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, সভাকে সফল করতে প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় আলাদা করে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। বুথ স্তর থেকে কর্মীদের সক্রিয় করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে সভায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটানো যায়। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী কাজল শেখ, নীলাবতী সাহা, বিধান চন্দ্র মাঝি, অভিজিৎ সিনহা, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় সহ জেলার অন্যান্য প্রার্থীরা। পাশাপাশি দলের কোর কমিটির সদস্য অসিত মাল ও আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বৈঠকে অংশ নেন। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে কেন্দ্র করে বীরভূম জেলায় নতুন করে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। সেই উন্মাদনাকে আরও জোরদার করতে এখন থেকেই মাঠে নেমে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা। সব মিলিয়ে, সিউড়ির এই বৈঠক আসন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিকে ঘিরে তৃণমূলের সংগঠনকে আরও চাঙ্গা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

রামনবমী..বিজেপির বাইক মিছিলে দিলীপ ঘোষ।

পিকআপ ভ্যান থেকে নগদ প্রায় ২ লক্ষ টাকা উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কোতুলপুর, বাঁকুড়া

নির্বাচন বিধি লাগু হওয়ার পর থেকেই কমিশনের নির্দেশে সারা রাজ্যের পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলাতেও বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং শুরু করেছে পুলিশ ও প্রশাসন। এবার বাঁকুড়ার কোতুলপুরে একটি নাকা পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে একটি পিকআপ ভ্যান থেকে নগদ প্রায় ২ লক্ষ টাকা উদ্ধার করল কোতুলপুর থানার পুলিশ ও কোতুলপুর ব্লক প্রশাসন। উদ্ধার হওয়া নগদ টাকা আপাতত বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। নগদ ওই টাকার উৎস সংক্রান্ত নথি আগামী ৩ দিনের মধ্যে জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পিকআপ ভ্যান চালককে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অন্যান্য দিনের মতোই বুধবার বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার হুগলী জেলার সীমানা লাগোয়া নাকা চেক পয়েন্টে যাতায়াতকারী গাড়িতে খানা তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। সন্ধ্যার ঠিক আগে ওই এলাকা দিয়ে বর্ধমান থেকে বাঁকুড়ার ওন্দার দিকে যাওয়া একটি পিকআপ ভ্যানে খানা তল্লাশি চালানোর সময় পিকআপ ভ্যানে থাকা বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা নজরে আসে পুলিশের। পুলিশ জানিয়েছে, পিকআপ ভ্যানে থাকা নগদ ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার উৎস সংক্রান্ত নথি চাইলে তা দেখাতে পারেনি পিক আপ ভ্যানের চালক। এরপরই ওই নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের দাবি, নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী পিক আপ ভ্যান চালককে ৩ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে পিকআপ ভ্যান চালক নগদ টাকার উৎস সম্পর্কে নথী দেখাতে না পারলে সেক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শস্য প্রক্রিয়াকরণে নতুন দিশা

শিল্প,অ্যাকাডেমিয়া জোটে বড় পদক্ষেপ খড়্গাপুরে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খড়্গাপুর

শস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে প্রযুক্তিগত রূপান্তরের লক্ষ্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, অ্যাকাডেমিয়া অংশীদারিত্বের পথে হাঁটল ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান খড়্গাপুর।

বেঙ্গালুরুর মিলটেক যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারক বেসরকারি সংস্থা-র সঙ্গে একটি কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকল্পের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই উদ্যোগের সূচনা হল। এই যৌথ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য চাল প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রস্তুতভোজ্য ও প্রস্তুতরন্ধন খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি উন্নয়ন ও প্রয়োগ। গবেষণার মাধ্যমে উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি, খাদ্যের গুণমান উন্নয়ন এবং পুষ্টি সুরক্ষা নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে উঠে এসেছে। প্রকল্পের নেতৃত্বে রয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির অধ্যাপক এইচ. এন. মিশ্র, যিনি সমন্বয়ক ও প্রধান গবেষকের দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর সঙ্গে সহ-গবেষক হিসেবে যুক্ত রয়েছেন একই প্রতিষ্ঠানের ড. গায়ত্রী মিশ্র, জাতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান রাউরকেলা-র ড. সি. জি. দালভগত এবং কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর ড. রাকেশ কুমার রাইগার। বহুমাত্রিক এই গবেষক দল শস্য প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তিতে উদ্ভাবনী গবেষণা ও শিল্পমুখী প্রয়োগে জোর দেবে। এই সহযোগিতার প্রেক্ষাপটে মিলটেক সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকদের একটি প্রতিনিধিদল খড়্গাপুরে এসে প্রতিষ্ঠানের কৃষি ও খাদ্য প্রকৌশল বিভাগের অত্যাধুনিক গবেষণাগার এবং পরীক্ষামূলক উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তাঁরা খাদ্য রসায়ন ও প্রযুক্তি গবেষণার বিভিন্ন দিক সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন এবং গবেষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সেখানে খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলা, শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী উচ্চতর গবেষণার পরিসর বাড়ানো এবং শিক্ষার্থীদের জন্য বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে।

প্রার্থীর নাম বিকৃতি, উত্তেজনা

“২৭৬ ও ২৭৭ নম্বর বুথ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি সামনে আসতেই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।”

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সুতি, মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি বিধানসভার সাদিকপুর এলাকায় নির্বাচনী প্রচারকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার পারদ চড়েছে। অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ঈমানী বিশ্বাসের নাম ও নির্বাচনী প্রতীকের ওপর গোবর ও কাদা মাখিয়ে বিকৃত করা হয়েছে। বুধবার গভীর রাতে সাদিকপুর পঞ্চায়েতের ২৭৬ ও ২৭৭ নম্বর বুথ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি সামনে আসতেই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। সুতি ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি সেরাজুল ইসলামের অভিযোগ, এর পিছনে বিজেপির পরিকল্পিত চক্রান্ত রয়েছে। তাঁর দাবি, ঘটনাস্থলটি বিজেপি প্রার্থীর নিজস্ব বুথ হওয়ায় এবং পাশের বুথেও একই ধরনের ঘটনা ঘটায় এটি পূর্বপরিকল্পিত বলেই মনে হচ্ছে। ঘটনার নিন্দা জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য কমিটির সদস্য কৌশিক দাস জানান, এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। তাঁর দাবি, সাদিকপুর বিজেপির শক্ত ঘাঁটি এবং সেখানে দলের প্রার্থী মহাবীর ঘোষের বাড়ি অবস্থিত। তিনি পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কিংবা স্থানীয় ক্ষোভ থেকেই এই ঘটনা ঘটতে পারে। এদিকে, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে এবং সুতি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। অপরদিকে বিজেপিও ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছে, যা নির্বাচনের আগে পরিস্থিতিকে আরও সংবেদনশীল করে তুলেছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

পূর্বস্থলীতে উস্কানিমূলক দেওয়াল লিখন ঘিরে উত্তেজনা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্বস্থলী

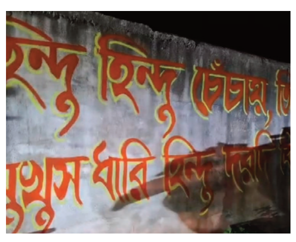

পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী এলাকায় উস্কানিমূলক দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে বুধবার সন্ধ্যায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের পারুলিয়া, পূর্বস্থলী স্টেশন রোড এলাকায় একটি আপত্তিকর লেখা চোখে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটা নাগাদ ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে পড়েন এলাকার মানুষজন। দ্রুতই স্টেশন রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তারা। এর ফলে ওই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয় এবং তৈরি হয় ব্যাপক যানজট।

হঠাৎ এই পরিস্থিতিতে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পূর্বস্থলী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ আধিকারিকরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের আশ্বস্ত করেন যে, বিতর্কিত ও আপত্তিকর দেওয়াল লিখন দ্রুত মুছে ফেলার ব্যবস্থা করা হবে। পুলিশের এই আশ্বাসের পর আন্দোলনকারীরা সাময়িকভাবে অবরোধ তুলে নেন এবং পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

যদিও ঘটনার জেরে এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের একবার নির্বাচনের মুখে রাজনৈতিক আবহে উত্তাপ বাড়ল পূর্বস্থলীতে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

সলপ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতেও জয়ের ধ্বজা উড়বে ঃ তৃণমূল প্রার্থী

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

প্রচারে নেমে ডোমজুড়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে এবং দলের কর্মীদের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস এবং আবেগ দেখছি তাতে আমাদের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। বুধবার সন্ধ্যায় ডোমজুড়ের সলপ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়ন ভবনে আয়োজিত এক কর্মীসভায় এসে এমনই দাবি করেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন প্রশ্নেরও জবাব দেন। বলেন, ‘আজকে সলপে এই প্রথম এলাম। মানুষের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস এবং আবেগ দেখছি আমাদের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা।

এই অঞ্চলে যে গ্লানি ছিল তা মুছে গিয়ে সলপ-১ পঞ্চায়েতেও আমাদের জয়ের ধ্বজা উড়বে। আমাদের টিম সম্মিলিতভাবে এবার পথে নেমেছে। আমাদের দল অত্যন্ত ভালো ফল করবে।

ডোমজুড়ের মানুষ দেওয়াল লিখন করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসই এবার জয়ী হচ্ছে’। ১৯৯৮ সালের দলের জন্মলগ্ন থেকে যে সমস্ত কর্মীরা রয়েছেন তাঁদের আবার এবার দলের কর্মীসভায় দেখা যাচ্ছে। এই বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে ডোমজুড়ের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বলেন, ‘আমাদের দলের কর্মীরা পারিবারিক কারণ ছাড়াও বিভিন্ন কারণে সব কর্মসূচিতে হয়তো উপস্থিত থাকতে পারেননি। একটা জিনিস দেখা যায় যে পরিবারের খুব খারাপ সময়ে অথবা পরিবারের খুব ভালো সময়ে সকলেই একসঙ্গে উপস্থিত থাকেন। এখন দলের এই খুশির সময়ে ডোমজুড় কেন্দ্রের সমস্ত কর্মীরা এক জায়গায় একত্রিত হয়েছেন’। বিজেপি প্রার্থী এক সময় আপনাদের দলেই ছিলেন। এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘এ লড়াই কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই নয়। এ লড়াই দলের বিরুদ্ধে লড়াই। একটা উন্নয়নের পক্ষের দল। আর একটা বাংলায় উন্নয়নকে আটকে দেওয়ার পক্ষের দল।

এ লড়াই বাংলার পক্ষের সঙ্গে বাংলার বিরোধীদের’। জয়ের মার্জিন কত হবে এই বিষয়ে বলেন, ‘আমরা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী শুধু নয়, মানুষ যেভাবে আমাদের হয়ে নেমেছেন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আমরা মার্জিন বাড়ানোর লড়াই করছি। এসআইআর এর নাম করে মানুষকে হয়রানি এবং নির্যাতনের উত্তর বাংলার মানুষ এবার ‘ইভিএমে’ই দেবে’।

রামনবমীর শোভাযাত্রায় গদা হাতে নাচের মুডে বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

রামনবমীর শোভাযাত্রায় গদা হাতে রীতিমতো নাচের মুডে দেখা গেল বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষকে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি। এরপর মৌখালি’তে বিবেকানন্দ ক্লাবের সামনে আয়োজিত রামনবমীর এক শোভাযাত্রায় সামিল হন তিনি।

সেখানেই জনসংযোগের পাশাপাশি গদা হাতে ‘হর ঘর মে অব এক হী নাম, এক হী নারা গুঞ্জেগা,

মেরে ভারত কা বচ্চা বচ্চা, জয় জয় শ্রীরাম বোলেগা’, গানের তালে রীতিমতো নাচতে দেখা যায় রুদ্রনীল-কে। আর অভিনেতা প্রার্থীর জমিয়ে এই নাচ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন সাধারণ মানুষ।

বেলপাহাড়ির সিঁদুরিয়া জঙ্গলে অগ্নিকাণ্ড

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বেলপাহাড়ি, ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ি অঞ্চলের সিঁদুরিয়া জঙ্গলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক উদ্বেগ ছড়িয়েছে। গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহের মধ্যেই এই আগুন লাগার ঘটনায় পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষা নিয়ে নতুন করে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জঙ্গলের একাধিক অংশে প্রথমে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। পরবর্তীতে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে, ফলে পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। আগুনের লেলিহান শিখা ও ঘন ধোঁয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারা। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে জঙ্গলের জীববৈচিত্র্য এবং বন্যপ্রাণীর উপর মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পরিবেশপ্রেমীরা। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের আগুন শুধু গাছপালাই নয়, বহু ক্ষুদ্র ও বড় প্রাণীর বাসস্থানকেও বিপন্ন করে তোলে। এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে বনদপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগ, আগুন লাগার পর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও ঘটনাস্থলে বনদপ্তরের কর্মী বা আধিকারিকদের সক্রিয় উপস্থিতি দেখা যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে আগুন এতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করত না। এলাকাবাসীরা দ্রুত বনদপ্তরের হস্তক্ষেপ এবং অগ্নি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের আশঙ্কা, অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া হলে পরিস্থিতি আরও গুরুতর রূপ নিতে পারে। প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো না হলেও, পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। পরিবেশ রক্ষা ও জননিরাপত্তার স্বার্থে দ্রুত সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া এখন সময়ের দাবি বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

তৃণমূলের অভিনব প্রচার কর্মসূচি ঘিরে বিতর্ক

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
ইন্দাস

লক্ষীর ভাণ্ডার, কৃষক বন্ধু, যুবসাথী, বাংলার বাড়ি, দুয়ারে রেশন, স্বাস্থ্য সাথী থেকে তরুণের স্বপ্নের মতো ১০টি সরকারী প্রকল্পের তালিকা তৈরী করে পরিবার ধরে-ধরে বার্ষিক অর্থ প্রাপ্তির নিয়ে বাড়ি-বাড়ি নির্বাচনী প্রচারের কাজ শুরু করেছে ইন্দাস ব্লক তৃণমূল। ইন্দাস ব্লক তৃণমূল সভাপতি শেখ হামিদের নেতৃত্বে পরিবারের প্রধানের নামে বার্ষিক অনুদান প্রাপ্তির সেই লিফলেট বাড়ি-বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। উল্লেখ্য, বিগত ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ইন্দাস বিধানসভা কেন্দ্রটি হাতছাড়া হয় তৃণমূলের। এবার সরকারী অনুদানের বিষয়টি সাধারণ ভোটারদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে ‘কৃতজ্ঞতাপাশে’ আবদ্ধ করতে চাইছে শাসক দল। এভাবে অভিনব এই প্রচারের মাধ্যমে ইন্দাস বিধানসভা কেন্দ্রে নিজেদের জয়ের পথ সুগম করাই তৃণমূলের অন্যতম লক্ষ্য বলেও মনে করছেন অনেকেই। তৃণমূলের তরফে বাড়ি-বাড়ি পৌঁছে দেওয়া লিফলেট প্রাপকদের কেউ-কেউ জানিয়েছেন, সরকারী সুবিধা পেয়েছি ও পাচ্ছি। আর সেই সূত্রেই তাঁদের পাশে থাকাও আমাদের কর্তব্য। ইন্দাস ব্লক তৃণমূল সভাপতি শেখ হামিদের দাবি, ৯০টি প্রকল্পের তালিকা স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয়। ১০টি প্রকল্পের কথা তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ বলছেন তাঁরা উপকৃত হয়েছেন। সঙ্গে এই উদ্যোগে ভালো সাড়া মিলছে বলে তিনি জানান। অন্যদিকে, বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাসের দাবি, টাকা কারো নয়, টাকা মানুষের। এখন অপেক্ষা- ৪ তারিখের পর এই মানুষই এবার নেতাদের বাড়ি-বাড়ি কাটমানির হিসেব বুঝে নেবেন বলে তিনি দাবি করেন।

হাওড়ায় রামনবমীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

’রামসেনা, হাওড়া মহানগর’ এর আয়োজনে বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়ায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহ পুরুষোত্তম শ্রীরামের পূজন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরেও এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। আহ্বায়ক শিব শঙ্কর সাধুখাঁ জানান, শ্যামাশ্রী সিনেমার বটতলা থেকে নতুন রাস্তা হয়ে রামরাজাতলা রাম মন্দির পর্যন্ত ওই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। দলের হাওড়া সদরের সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য, মধ্য হাওড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব মন্ডল সহ অন্যান্যরা এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। এর পাশাপাশি এদিন রামনবমী উপলক্ষে ‘অঞ্জনি পুত্র সেনা’র উদ্যোগেও হাওড়ার শিবপুরের কাজীপাড়া থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত একটি বিশাল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই আয়োজকরা এদিন তাঁদের ৫০০ জন সদস্যকে পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন বলে উদ্যোক্তাদের দাবি।

তাঁদের দাবি, নির্দেশিকা মেনেই শোভাযাত্রা হয়। আয়োজক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সচিব সুরেন্দ্র বর্মা জানান, বিগত বছরগুলোর মতো এই বছরও এই বিশাল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে ৫০০ জন সদস্যকে পরিচয়পত্র দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও অনেক রাম ভক্ত এসেছিলেন। আমরা মহামান্য আদালতের আদেশকে সম্মান জানিয়েই শোভাযাত্রা করেছি। প্রসঙ্গত এদিন হাওড়া সিটি পুলিশের তরফ থেকে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের বিশাল ফোর্স মোতায়েন করা হয়।

যৌথ অভিযানে বিপুল চোলাই মদ ও উপকরণ নষ্ট করা হল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেমারি

পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারিতে চোলাই মদের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালাল মেমারি থানার পুলিশ ও আবগারি দপ্তর। বুধবার বিকেলে মন্তেশ্বর বিধানসভার অন্তর্গত মেমারি ২ নম্বর ব্লকের বর পলাশন ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মন্ডল গ্রাম ও বামুনিয়া গ্রামে এই যৌথ অভিযান পরিচালিত হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযানে নামে পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের যৌথ বাহিনী।

হানা দিয়ে উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ তৈরির উপকরণ এবং প্রস্তুত চোলাই মদ। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৮,৬৮০ লিটার চোলাই মদ তৈরির উপকরণ এবং প্রায় ২৯০ লিটার প্রস্তুত চোলাই মদ নষ্ট করা হয়েছে। অভিযান চলাকালীন এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় চোলাই মদের কারবার চলছিল বলে অভিযোগ ছিল স্থানীয়দের একাংশের। সেই প্রেক্ষিতেই এই অভিযানের গুরুত্ব অনেকটাই বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অবৈধ মদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও জোরদারভাবে চালানো হবে। এদিকে, পুলিশের এই পদক্ষেপে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ। তাঁরা প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও এমন অভিযান অব্যাহত রাখার দাবি তুলেছেন। এই যৌথ অভিযানে উপস্থিত ছিলেন মেমারি থানার সাতগেছিয়া পুলিশ ফাঁড়ির আধিকারিক বাণী শঙ্কর সিংহ মহাপাত্র, মেমারি আবগারি দপ্তরের আধিকারিক মোজাম্মেল হক সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।

ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট, বালকের মৃত্যু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুর্শিদাবাদ

বৃহস্পতিবার সকালে মুর্শিদাবাদ থানার ডাঙাপাড়া পঞ্চায়েতের হাসানপুর উত্তরপাড়ায় বালি বোঝাই ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে এক বালকের মৃত্যু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম আরিয়ান শেখ(১০)। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য লালবাগ মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। মুর্শিদাবাদ থানার আইসি রাজা সরকার বলেন, ঘাতক ট্রাক্টরটিকে আটক করা হয়েছে। তবে ঘটনার পর চালক এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়। চালকের খোঁজ চলছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে আরিয়ান শেখ সাইকেলে চেপে যাচ্ছিল। সেই সময় বালি বোঝাই একটি ট্রাক্টর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিছন থেকে সাইকেলে ধাক্কা মারে। ওই বালক রাস্তায় ছিটকে পড়ে এবং ট্রাক্টরের পিছনের চাকায় পিষ্ট হয়। স্থানীয়রা উদ্ধার করে তড়িঘড়ি লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আরিজ শেখ বলেন, ট্রাক্টরটির গতি বেশী ছিল। বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাইককে সাইড দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাইকেলের পিছনে ধাক্কা মারে।

বাস-লরি সংঘর্ষে আহত ২৭, মৃত্যু এক যাত্রীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
গলসি

পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার জেরে শেষমেষ মৃত্যু হল এক বাসযাত্রীর। মৃতের নাম মমতা দাস (৬৬)। বৃহস্পতিবার বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে দেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ভোরে যাত্রীবোঝাই একটি বাস গলিগ্রাম থেকে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে গলসির চৌমাথার দিকে আসছিল। চৌমাথায় ঢোকার কিছুটা আগে রাস্তার বামদিকে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে একটি পণ্যবাহী লরি দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় সামনে থাকা আরেকটি চলন্ত লরি আচমকা ব্রেক কষলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বাসটি। এরপরই দাঁড়িয়ে থাকা লরির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে বাস। ধাক্কার ফলে বাসের বামদিকের একটি বড় অংশ ভেঙে গিয়ে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেবিনে বসে থাকা বেশ কয়েকজন যাত্রী গুরুতর জখম হন। মোট ২৮ জন আহত হন এই দুর্ঘটনায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গলসি থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় মমতা দাসের। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মঙ্গল সরেনের সভায় যোগদান একাধিক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

'অরণ্য সুন্দরীর মাটি, আমাদের দুর্জয় ঘাঁটি'-এই স্লোগানকে সামনে রেখে ঝাড়গ্রাম গ্রামীণ ব্লকের বাঁধগোড়া অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের এক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মঙ্গল সরেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই সভায় কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করা এবং বুথস্তরের রণকৌশল নির্ধারণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামীণ এলাকায় সংগঠন মজবুত করতে এই ধরনের ছোট কিন্তু কার্যকরী সভার উপরই জোর দিচ্ছে তৃণমূল নেতৃত্ব। সভা শেষে রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনায়, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির প্রলোভনে অন্য শিবিরে যাওয়া এক প্রার্থীর বাবা পশুপতি রায় সহ প্রায় ১০-১৫টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান স্থানীয় নেতৃত্ব।

গেরুয়া রঙে মোড়া বর্ধমান, রামনবমীর আবেগ

সকালের শিরোনাম
কল্যাণ দত্ত
বর্ধমান

রামনবমীর দিনে বদলে গেলো শহর বর্ধমানের চেনা রূপ। ব্যস্ত রাস্তার ধারে, মোড়ে মোড়ে, ছোট ছোট দোকানের সামনে সাজানো গেরুয়া ধ্বজা-সব মিলিয়ে যেন এক অন্য আবহ তৈরি হয় শহরজুড়ে। সকালের রোদ পড়তেই বিক্রেতারা পসরা সাজিয়ে বসেছেন। কারও সামনে ছোট ছোট পতাকা, কারও দোকানে বড় বড় ধ্বজা-সবই গেরুয়া রঙে রাঙানো। বাতাসে উড়তে থাকা সেই পতাকাগুলো যেন আগাম বার্তা দেয় উৎসবের। পথচলতি মানুষের চোখে পড়ছে সেই রঙ, থমকে দাঁড়াচ্ছেন কেউ কেউ, আবার কেউ কিনে নিচ্ছেন ভক্তির টানে। একজন বিক্রেতার কথায়, 'এই সময়টাই আমাদের সারা বছরের ভরসা। রামনবমীর আগে ধ্বজার চাহিদা অনেক বেড়ে যায়'। সকাল থেকে সন্ধ্যা-চলছে কেনাবেচা, আর তার মধ্যেই জমে উঠছে উৎসবের প্রস্তুতি। শুধু ব্যবসা নয়, এই ধ্বজার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মানুষের আবেগও। অনেকেই বাড়িতে, মন্দিরে বা শোভাযাত্রায় ব্যবহারের জন্য এই পতাকা কিনছেন। কারও কাছে এটি ভক্তির প্রতীক, কারও কাছে আবার ঐতিহ্যের অংশ। শহরের অলিগলি পেরিয়ে যখন হাওয়া বইছে, সেই হাওয়ায় দুলছে গেরুয়া ধ্বজা। যেন পুরো বর্ধমান শহর ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ছে উৎসবের মেজাজে। দোকানির হাসি, ক্রেতার আগ্রহ আর গেরুয়া রঙের আবহ;সব মিলিয়ে রামনবমীর আগমনী সুরে মুখর হয়ে উঠছে শহর।

একটা ঘোষ পরিবার পানিহাটিকে শেষ করে দিচ্ছে ঃ রত্না দেবনাথ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পানিহাটি

পানিহাটি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পরই আক্রমণাত্মক সুরে শাসক দলকে নিশানা করলেন রত্না দেবনাথ। বৃহস্পতিবার সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে পৌঁছে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'মানুষকে বলব, আপনারা আসুন লড়াই করুন, জয় আপনাদের হবে। একটা ঘোষ পরিবার পানিহাটিকে শেষ করে দিচ্ছে। আমার লড়াই তৃণমূলের বিরুদ্ধে'। আর জি কর-কাণ্ডের নির্যাতিতার পরিচয়ে পরিচিত রত্না দেবনাথ এতদিন ক্যামেরার আড়ালে থাকলেও প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই সক্রিয়ভাবে রাজনীতির ময়দানে নেমেছেন। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তিনি নিজের লড়াইয়ের লক্ষ্য স্পষ্ট করে দেন। পানিহাটি কেন্দ্রে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বাম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্তকে নিয়েও মন্তব্য করেন রত্না। তিনি বলেন, 'কলতানকে নিয়ে কোনও কথা বলতে চাই না। ও আমাদের সন্তানের মতো। ও লড়াই করেছে'। প্রসঙ্গত, পানিহাটি কেন্দ্রে রত্না দেবনাথের প্রার্থী হওয়ার জল্পনা আগে থেকেই ছিল। বুধবার বিজেপি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করতেই তাঁর বাড়ির সামনে উল্লাসে ফেটে পড়েন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। নিজে হাতে বাড়ির বাইরে দলীয় পতাকা লাগাতে দেখা যায় পরিবারের সদস্যদেরও। প্রার্থী ঘোষণার পর রত্না দেবনাথ বলেন, 'প্রার্থী হওয়াটা আমার কাছে অনেক যন্ত্রণার, অনেক কষ্টের। আমি জিতলে পানিহাটিবাসীর জয় হবে। লড়াইটা হয়তো আমি করব, কিন্তু জিতবে পানিহাটির মানুষই। আমার মেয়ে রোগীদের দেখে এসে বলত, মা কারও কাছে কিছু চাইতে নেই, দিতে হয়। সুযোগ পেলে আমিও সেই চেষ্টাই করব'। এখন দেখার, এই আবেগঘন বার্তা ও তৃণমূল বিরোধী সুর কতটা প্রভাব ফেলে পানিহাটির নির্বাচনী লড়াইয়ে।

মহিলাদের মাসে তিন হাজার টাকার আশ্বাস,'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খন্ডঘোষ

পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন বিজেপি প্রার্থী গৌতম ধারা। ঐতিহ্যবাহী বসন্ত চণ্ডী মাতা মন্দিরে পুজো দিয়ে নিজের প্রচারের সূচনা করেন তিনি।

পুজো শেষে স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গৌতম ধারা জানান, বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি মহিলাকে প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে বলে তিনি দাবি করেন। তাঁর কথায়, এই প্রকল্প বর্তমানের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের থেকেও বেশি উপকারী হবে। এদিন তিনি খ ণ্ডঘোষের মানুষের কাছে বিজেপিকে সমর্থন করার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্য, এবারের নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ক্ষমতায় আনলে রাজ্যের উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে। গৌতম ধারা আরও বলেন, যদিও তাঁর বাড়ি অন্য একটি বিধানসভা এলাকায়, তবুও তিনি দীর্ঘদিন ধরেই খণ্ডঘোষের মানুষের পাশে থেকেছেন এবং আগামী দিনেও থাকবেন।

নিজের জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী গৌতম ধারা জানান, খণ্ডঘোষের মানুষ এবার বিজেপির পক্ষেই রায় দেবেন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করবেন।

সহকর্মীদের সঙ্গে আবেগঘন স্মৃতিতে পূজোর আয়োজন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্বস্থলী

সারাবছর রাজনৈতিক কর্মসূচি ও প্রচারের ব্যস্ততায় কাটে দিন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষের মধ্যে থেকে সংগঠনের কাজ সামলান। তবে বৃহস্পতিবার দিনটা ছিল একেবারেই আলাদা।

রাজনৈতিক কর্মব্যস্ততা ভুলে সম্পূর্ণভাবে পুজোর আবহে মেতে উঠলেন পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। মহা অষ্টমীর পবিত্র তিথিতে তাঁর বাড়িতে অনুষ্ঠিত হল ঐতিহ্যবাহী বাসন্তী পুজো। ২০০৬ সাল থেকে শুরু হওয়া এই পুজো আজ এক বৃহৎ সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড়, পুজোর নানা আচার-অনুষ্ঠান এবং উৎসবের আমেজে মুখর ছিল গোটা এলাকা। এই পুজোর সূচনার পেছনে রয়েছে এক আবেগঘন ইতিহাস।

স্বপন দেবনাথ জানান, ২০০৬ সালে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে তাঁর ১২ জন সহকর্মী মিথ্যা মামলায় জেলবন্দি হয়েছিলেন। সেই সময় তাঁরা পুজোর আনন্দ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তখনই তিনি প্রতিশ্রুতি দেন;সহকর্মীরা ফিরে এলে সবাইকে নিয়ে ধুমধামের সঙ্গে পুজোর আয়োজন করবেন। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেই শুরু হয় এই বাসন্তী পুজো। পাশাপাশি, তাঁর বাবার ইচ্ছাও এই আয়োজনের পিছনে বড় কারণ বলে উল্লেখ করেন তিনি। সেই সময়ের জেলবন্দি সহকর্মী পরিমল দেবনাথ এদিন বলেন, 'আমাদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছিল। সেই কঠিন সময়ের কথা ভুলে যাওয়ার জন্যই এই পুজো আজ আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ'। রাজনীতির ময়দান থেকে কিছুটা দূরে সরে এই বিশেষ দিনে ভক্তি ও আবেগের মেলবন্ধনে ভেসে গেল পূর্বস্থলী দক্ষিণের পরিবেশ।

দলীয় কর্মীর উপর হামলা, থানার সামনে প্রতিবাদ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বালি

দলীয় কর্মীর উপর হামলার ঘটনায় বালি থানার সামনে কৈলাশ মিশ্রের নেতৃত্বে প্রতিবাদ জানালেন তৃণমূল কর্মীরা। বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার অভিযোগে ওই কর্মীকে মারধরের অভিযোগ ওঠে বিজেপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে।

এরই প্রতিবাদে বুধবার রাতে বালি থানার সামনে প্রতিবাদে বসেন হাওড়া জেলা সদর যুব তৃণমূলের সভাপতি তথা বালি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৈলাশ মিশ্র। মারধরের ঘটনায় অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি তোলেন কৈলাশ। জানা গেছে, রাতেই পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করে।

এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ঘটনায় প্রকাশ, বালি নবীন সঙ্ঘ এলাকায় বিজেপির মিছিল থেকে সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া রণবীর দলুইকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় বালিতে।

রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে বসিরহাট উত্তরে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বসিরহাট

বসিরহাট উত্তরের নির্বাচনী লড়াই ক্রমশ জমে উঠছে। সেই আবহেই প্রচারে গতি বাড়ালেন মহম্মদ তৌসিফুর রহমান। বৃহস্পতিবার সকালেই তিনি পৌঁছে যান আমলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের তালপুকুর বাজারে। জনসংযোগের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে নিজের পরিচিতি বাড়ানোর চেষ্টা করেন তৃণমূল প্রার্থী। বাজারে আসা ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় তিনি এলাকার সমস্যা, চাহিদা এবং উন্নয়ন নিয়ে মতামত শোনেন।

স্থানীয়দের সঙ্গে এই সরাসরি যোগাযোগকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন। তার কথায়, মানুষের আশীর্বাদ এবং সমর্থনই তার মূল শক্তি। এই কর্মসূচিতে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের হাসনাবাদ ২ ব্লক সভাপতি এস্কেন্দার গাজী, যুব সভাপতি আসলাম গাজী এবং মাখালগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের কনভেনার মুকুল মন্ডল সহ একাধিক নেতৃত্ব। ফলে প্রচারে সংগঠনের শক্তিও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।অন্যদিকে, এই কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও বেশ তীব্র। আইএসএফ প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন মুসা কারিমুল্লা এবং আমজনতা উন্নয়ন পার্টির পক্ষ থেকে প্রার্থী করা হয়েছে তাদের রাজ্য সভাপতি পীরজাদা খোবায়েব আমিনকে। ফলে ত্রিমুখী লড়াইয়ে বসিরহাট উত্তর বিধানসভা এবার রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যতই কঠিন হোক, জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী তৌসিফুর রহমান। তিনি জানান, 'মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগই আমার সবচেয়ে বড় ভরসা। এলাকার উন্নয়নের জন্য তৃণমূল যে উন্নয়নের কাজ করেছে তার ভিত্তিতেই মানুষ আবার আমাদের আশীর্বাদ করবেন বলে আমি নিশ্চিত'। নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছেবসিরহাট উত্তরে লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি, আর সেই লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসবেন, সেটাই এখন দেখার।

গ্রামে ফাইবারের স্পর্শ

মেদিনীপুরে এবিএন প্রকল্প খতিয়ে দেখল সিসিএ দল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

ডিজিটাল পরিকাঠামোর বাস্তব চিত্র সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম অঞ্চলের সিসিএ(কন্ট্রোলার অফ কমিউনিকেশন অ্যাকাউন্টস) টিম পৌঁছল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। কেন্দ্রের উচ্চাভিলাষী ভারত নেট প্রকল্পের সংশোধিত সংস্করণ; অ্যামেন্ডেড ভারত নেট(এবিএন);এর অধীনে ফাইবার টু দ্য হোম(এফটিটিএইচ) সংযোগ কতটা কার্যকর, তারই মাঠপর্যায়ে যাচাই করল এই দল।

এই সফরে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্থাপিত অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক, সংযোগের গতি, পরিষেবার স্থায়িত্ব এবং ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা সরাসরি পর্যালোচনা করা হয়। শুধু প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো নয়, গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলে বোঝার চেষ্টা হয়েছে; উচ্চগতির ইন্টারনেট গ্রামীণ জীবনে কতটা বাস্তব পরিবর্তন আনছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানিয়েছেন, অনলাইন পড়াশোনা, টেলিমেডিসিন, ডিজিটাল ব্যাংকিং এবং সরকারি পরিষেবা গ্রহণ এখন অনেক সহজ হয়েছে। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে অনলাইন ক্লাস ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই সংযোগ নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও ই-কমার্স ও ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে আয়ের নতুন পথ খুঁজে পাচ্ছেন। উল্লেখ্য, ভারত নেট প্রকল্পটি দেশের ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচির অন্যতম স্তম্ভ, যার লক্ষ্য গ্রামীণ ভারতের ডিজিটাল বিভাজন দূর করা। এই প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যেই ২.১৪ লক্ষেরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তবে সংশোধিত এবিএন প্রকল্পে জোর দেওয়া হচ্ছে সরাসরি গৃহস্থালী পর্যায়ে এফটিটিএইচ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উপর, যাতে শেষ প্রান্তের ব্যবহারকারীও নিরবচ্ছিন্ন ও উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধা পান। সিসিএ টিমের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বেশ কিছু এলাকায় পরিষেবা সন্তোষজনক হলেও কোথাও কোথাও সংযোগের স্থায়িত্ব ও গতির সমস্যা রয়েছে, যা দ্রুত সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কাকদ্বীপে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, রণক্ষেত্র এলাকা, আহত ৪

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
কাকদ্বীপ

বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই রাজনৈতিক পারদ চড়ছে বঙ্গে। এর মধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে প্রকাশ্যে এল তৃণমূল কংগ্রেসের আদি বনাম নব্য দ্বন্দ্ব। এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কাকদ্বীপ এলাকা। বিরোধীদের দাবি, সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতির অনুগামীদের সঙ্গে বিধায়ক তথা কাকদ্বীপের তৃণমূল প্রার্থী মন্টুরাম পাখিরার অনুগামীদের মধ্যে তুমুল মারপিট হয়। ঘটনায় এক পঞ্চায়েত সদস্যসহ মোট ৪ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার রাতে সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি দেবাশীষ দাস এবং স্থানীয় বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরার অনুগামীদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। ঝগড়া থেকে শুরু হওয়া এই বিবাদ মুহূর্তের মধ্যেই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয়। অভিযোগ, যুব সহ-সভাপতির অনুগামীদের মারে প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য বিপ্লব দাসের মাথা ফেটে যায়। ঘটনায় পঞ্চায়েত সদস্য সহ মোট চারজন গুরুতর যখম হয়। আহত ৪ জনকে দ্রুত উদ্ধার করে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত পঞ্চায়েত সদস্য বিপ্লব দাসের দাদার অভিযোগ, সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার যুব তৃণমূলের সহকারী সভাপতি দেবাশিস দাসের নেতৃত্বেই এই হামলা চালানো হয়েছে। উল্লেখ্য, দেবাশিস দাস তৃণমূল সাংসদ বাপি হালদারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। এই ঘটনায় দেবাশিস দাস সহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে কাকদ্বীপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসপি বিশ্বচাঁদ ঠাকুর জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব মুখে কুলুপ আঁটলেও সরব হয়েছে বিরোধীরা। তাদের দাবি, সিন্ডিকেট আর এলাকা দখলের লড়াই এখন তৃণমূলের মজ্জাগত। যদিও এই মারপিটের ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলছে ঃ তৃণমূল প্রার্থী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ভাতার

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্রমেই চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। বৃহস্পতিবার প্রচারের মাঝে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করলেন ভাতার বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সৌমেন কোনার। তিনি অভিযোগ করেন্ধ

গত নির্বাচনে ভাতার বিধানসভার পান্না ও মুরাজপুর গ্রামে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যাপক লাঠিচার্জের ঘটনা ঘটেছিল। মানুষকে এমনভাবে মারা হয়েছিল, যা দেখলে কান্না পেয়ে যাবে, বলেন তিনি। তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশন সাধারণ মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে 'ঘুরপথে বিজেপিকে জেতানোর চেষ্টা করছে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'ভোটের দিন কোনও রকম বাড়াবাড়ি হলে তার প্রত্যুত্তর দেওয়া হবে। আমরা সংগঠন নিয়ে প্রস্তুত আছি, প্রয়োজনে মোকাবিলা করব'। বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মীয় রাজনীতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'ওরা বিশেষ একটি ধর্মকে আশ্রয় করে রাজনীতি করে। ভাতারের জনসংখ্যার গঠন অনুযায়ী অন্তত ৫০ শতাংশ বুথে ওদের এজেন্ট বসানোই সম্ভব হবে না'। তাঁর কথায়, 'মানুষ ইতিমধ্যেই বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ভাতার বিধানসভায় এ ধরনের রাজনীতি চলবে না'।

নাকা চেকিংয়ে বড় সাফল্য

বাস থেকে ১১ কেজি গাঁজা ও ৬৬টি মোবাইল উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
আসানসোল

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আসানসোলে আন্তঃরাজ্য, আন্ত ঃজেলা সীমানা ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে নাকা পয়েন্ট করে চেকিং জোরদার করা হয়েছে। এই কড়া নজরদারি ও চেকিংয়ের মধ্যেই বড় সাফল্য পেল আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৯ নং জাতীয় সড়কে পড়শি রাজ্য বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে আসা বাসে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১১ কেজি গাঁজা এবং ৬৬টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে রাঁচি-আসানসোল রুটের একটি বাসকে জুবলি মোড় এলাকায় থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। সেই বাস থেকেই উদ্ধার হয় ৬৬টি মোবাইল এবং প্রায় ১ কেজি গাঁজা। এর পাশাপাশি, আগের দিন বুধবার রাতে ঝাড়খণ্ড থেকে আসা আরও একটি বাসে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এই প্রসঙ্গে এদিন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের ডিসিপি (সেন্ট্রাল) ধ্রুব দাস বলেন, জুবিলি মোড়ে সবসময়ই তল্লাশি চালানো হয়। নির্বাচনের জন্য আরো বেশি করে বাসে ও গাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। গত ২৪ ঘন্টায় ঝাড়খণ্ড ও বিহার থেকে আসা একাধিক গাড়ি ও বাসে তল্লাশি চালানো হয়েছে। তার মধ্যে দুটি বাস থেকে ১১ কেজি গাঁজা ও ৬৬ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে আসানসোলে আসা বাসগুলিতে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। তবে এই সাফল্যের মাঝেই কিছু প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। আসানসোলের জুবিলি মোড়ে পুলিশের নাকা চেকিংয়ে গাঁজা ও মোবাইল ফোন উদ্ধার হওয়ায়, স্বাভাবিক ভাবেই পড়শি রাজ্য থেকে ডুবুরডিহি চেকপোস্ট দিয়ে আসা কিছু বাসে ঠিকমতো তল্লাশি যে চালানো হচ্ছে না, তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি, কিছু বাস আসানসোল শহরে প্রবেশ না করে জুবিলি ব্রিজ পেরিয়ে সরাসরি দুর্গাপুর চলে যাচ্ছে। সেগুলিতেও তল্লাশি কি ভাবে হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। সূত্রের খবর, গোটা বিষয়টি ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের নজরে এসেছে। প্রশাসনের মতে, স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে নাকা চেকিং আরও জোরদার করা এবং চেকপোস্টের সংখ্যা বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। আগামী দিনে তা বাড়ানো হতে পারে বলে জানা গেছে।

নির্বাচনী প্রচারে প্রাধান্য পেল আমানিগঞ্জ-খোশবাগ রোড ব্রিজ ইস্যু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুর্শিদাবাদ

সড়ক পথে ভাগীরথীর পূর্ব ও পশ্চিমপাড়কে জুড়তে আমানিগঞ্জ-খে াশবাগ রোড ব্রিজের দাবি বিগত কয়েক দশকের। ভাগীরথীর উপর এই রোড ব্রিজ ইস্যু এবারে নির্বাচন আবহে তৃণমূলের অন্যতম অস্ত্র। মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শাওনি সিংহরায় প্রচারে বেরিয়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের পাশাপাশি এই রোড ব্রিজ নির্মাণ বিষয়টিকেও তুলে ধরছেন। শাওনি সিংহরায় বলেন, এই কেন্দ্রে বিধায়ক থাকাকালীন ভাগীরথীর উপর রোড ব্রিজ নির্মাণ নিয়ে অনেকটাই এগিয়েছিলাম। ২০২১ নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী এই আসনে জয়ী হন। তিনি ব্রিজ নির্মাণে কোনো সদর্থক পদক্ষেপ নেননি। ফলে মানুষের দাবি পূরণ হয়নি। এবার ভোটে জেতার পর মানুষের এই দাবি পূরণ আমার অন্যতম প্রধান কাজ হবে। বিদায়ী বিধায়ক তথা এবারের বিজেপি প্রার্থী গৌরীশঙ্কর ঘোষ বলেন, ব্রিজ নির্মাণ বিষয়ে জল সম্পদ মন্ত্রকের সঙ্গে একাধিকবার কথা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে কাজ এগোয়নি।

ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী আব্দুল মান্নান বলেন, বিজেপি ও তৃণমূল কেউই ভাগীরথীর উপর ব্রিজের জন্য কোনো চেষ্টাই করেনি। ভোটের আগে একে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেদের দায় এড়িয়ে যেতে চাইছেন। পর্যটনের শহর মুর্শিদাবাদকে দু-ভাগে করেছে ভাগীরথী নদী। ভাগীরথীর পূর্ব পাড়ে রয়েছে কলেজ, প্রাশাসনিক কার্যালয়, মহকুমা হাসপাতালের পাশাপাশি হাজারদুয়ারি প্রাসাদ, ইমামবাড়া, কাটরা মসজিদ, জগৎ শেঠের বাড়ি, কাটগোলাপ বাগান, মতিঝিলের মতো একাধিক পর্যটন কেন্দ্র। পর্যটকদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ ভাগীরথী নদির পশ্চিম পাড়ের খোসবাগে সিরাজের সমাধি, ৫১ পীঠের এক পীঠ কিরীটেশ্বরী মন্দির, জগদবন্ধু ধাম অর্থাৎ ডাহাপাড়া ধাম, সিরাজের প্রাসাদ হিরাঝিল, রানীভবানীর রাজরাজেশ্বরী মন্দির সহ বাংলার বারানসী বড়নগর, আজিমগঞ্জে বৌদ্ধ ও জৈনদের পীঠস্থানের মত মূল্যবান সব প্রাচীন ঐতিহ্য। কিন্তু বেশির ভাগ পর্যটক যোগাযোগের অসুবিধার জন্য ভাগীরথী পূর্ব পাড় দর্শন করে ফিরে যান। মূলত, নদী পেরিয়ে পশ্চিম পাড়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেন না তাঁরা। ফলে বড় অংশের ঐতিহাসিক স্থান অদেখা থেকে যায় পর্যটকদের কাছে। একথা মাথায় রেখে মুর্শিদাবাদ নগর উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক প্রয়াত এ আর খান ২০০৭ সালে ভাগীরথী নদির উপর আমানিগঞ্জ-খোশবাগ রোড ব্রিজের দাবি তুলে এক দশকের বেশি সময় জুড়ে আন্দোলন করেন। তাঁর দাবি ছিল, ভাগীরথীর উপর ওই ব্রিজ নির্মাণ হলে নবগ্রাম থানার পলশন্ডা হয়ে অতি সহজেই সড়ক যোগে উত্তরবঙ্গ পৌঁছান যাবে। এতে জেলা শহর বহরমপুর যান জট মুক্ত হবে। সেই সঙ্গে নবগ্রামে গড়ে ওঠা সেনা ছাউনি থেকে খে াশবাগ-আমানিগঞ্জ রোড ব্রিজ হয়ে আপতকালিন অবস্থায় সহজেই ইন্দো, বাংলা সীমান্তের লালগোলা, ভগবানগোলা, জলঙ্গি, রানীনগর পৌঁছাতে পারবে সেনা বাহিনী। এরফলে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও সুরক্ষিত হবে, এবং জেলার পর্যটন শিল্পের বিকাশে ওই রোড ব্রিজ বড় ভুমিকা পালন করবে। খোশবাগ-আমানিগঞ্জ এলাকায় ভাগীরথী নদির উপর ৪০০ মিটারের ওই রোড ব্রিজ নির্মান করা হলে জেলার ভৌগলিক অবস্থার যেমন উন্নতি হবে, তেমনি দেশের সুরাক্ষার প্রশ্নে একটি বড় পদক্ষেপ হবে বলেও মনে করতেন তিনি। খান সাহেবের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ওই ব্রিজের কার্যকারিতা নিয়ে তিন বার সার্ভেও করেছে রাজ্য সরকার। এদিকে কেন্দ্রীয় পর্যটন দপ্তরের বিচারে দেশের সেরা পর্যটন গ্রাম কিরীটেশ্বরী নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে খোশবাগ-আমানিগঞ্জ রোড ব্রিজের দাবি উঠতে জোরালো হয়েছে জেলা জুড়ে। তার উপর নদী পেরতে গিয়ে মাঝে মধ্যেই প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। এই বিষয়ে জেলার ইতিহাস গবেষক সমীর ঘোষ বলেন, 'ওই রোড ব্রিজ নির্মাণ হলে যেমন ঝুকির পারাপারের অবসান ঘটবে, তেমনি ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ কে ঘিরে পর্যটন শিল্পের পথ প্রশস্ত হবে'। মুর্শিদাবাদ জেলা হেরিটেজ অ্যান্ড কালচারাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটির সম্পাদক স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে রোড ব্রিজের জন্য একাধিকবার দাবি তোলা হয়েছে। রোড ব্রিজ হলে মুর্শিদাবাদের পর্যটনের সামগ্রিক উন্নতি হবে। পর্যটন শিল্প চাঙ্গা হবে।

রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল সভাপতির বিরুদ্ধে তোপ বিজেপি প্রার্থীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বসিরহাট

বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের মুখে আক্রমণের সুর আরও চড়ালেন বিজেপি প্রার্থী ডাঃ শৌর্য্য ব্যানার্জি। এবার তার নিশানায় নির্মল মাঝি। চিকিৎসক পরিচয় নিয়ে ওঠা বিতর্কের মাঝেই শৌর্য্য ব্যানার্জি সরাসরি নির্মল মাঝির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। তিনি অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গ চিকিৎসা পরিষদ রাজনৈতিক প্রভাবেই পরিচালিত হচ্ছে এবং এর দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা নিরপেক্ষ নন। তার দাবি, কাউন্সিলের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ এবং সেটিকে হাতিয়ার করেই বিরোধীরা তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে নির্মল মাঝিকে ব্যক্তিগতভাবেও কটাক্ষ করেন বিজেপি প্রার্থী। তার বক্তব্য, যারা কাউন্সিল পরিচালনা করছেন, তাদের কাজকর্ম নিয়েই সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে।

সেই কারণেই এই ধরনের অভিযোগ সামনে আনা হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন। উল্লেখ্য, বসিরহাট আদালতের আইনজীবীর আরটিআইয়ের জবাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিল জানিয়েছে, ডাঃ শৌর্য্য ব্যানার্জি নামে কোনও নথিভুক্ত চিকিৎসক তাদের তালিকায় নেই। এই তথ্য সামনে আসার পরই রাজনৈতিক তরজা তীব্র হয়েছে। তবে শৌর্য্য ব্যানার্জির দাবি, তিনি বিদেশ থেকে চিকিৎসাবিদ্যা পড়েছেন, তাই রাজ্যের কাউন্সিলে তার নাম না থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।

একই সঙ্গে তিনি গোটা বিষয়টিকে তৃণমূলের রাজনৈতিক চক্রান্ত বলেই অভিহিত করেছেন। তিনি এও বলেন, নির্মল মাঝি তার নিজের কুকুরের ডায়ালিসিস সরকারি হাসপাতাল থেকে করিয়েছেন। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও পাল্টা অভিযোগে বসিরহাট দক্ষিণের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

গাড়ির সার্ভিসিং সেন্টারে আগুন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

আসানসোলের একটি বড় গাড়ির সার্ভিসিং সেন্টারে ভয়াবহ আগুন লাগায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মঙ্গলবার দুপুরে হঠাৎই আগুন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং মুহূর্তের মধ্যেই সেটি ভয়ানক আকার ধারণ করে।

আগুনের তীব্রতার কারণে পাশের একটি আবাসিক ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সার্ভিসিং সেন্টারের কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, সেন্টারের পিছনে থাকা ঝোপঝাড় ও জঙ্গল থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। প্রবল বাতাসে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সার্ভিসিং সেন্টার সম্পূর্ণভাবে আগুনে গ্রাসিত হয়। ঘটনার খবর পেয়ে চৌরঙ্গী ফাঁড়ির পুলিশ ও দমকল বিভাগকে জানানো হয়। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে দেরি করে, যার ফলে আগুন আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। প্রথম দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছানোর সময় পর্যন্ত আগুন বহু অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ এলাকা ঘিরে ফেলে এবং স্থানীয়দের সুরক্ষিত স্থানে সরিয়ে দেয়। দমকল বিভাগের একটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দমকল সূত্রে জানা গেছে, আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে আরও কিছু সময় লাগতে পারে। এলাকার বাসিন্দারা জানান, সার্ভিসিং সেন্টারের পিছন দিকে আবর্জনা ও শুকনো ঘাস পড়ে থাকে, যা আগুন ছড়াতে সাহায্য করেছে। আগুনের উৎস সম্পর্কে দমকল বিভাগ বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানির খবর না মিললেও সার্ভিসিং সেন্টারের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করে।

নবাগত মুখে ভরসা পদ্মশিবিরের, নজরকাড়া উত্তরপাড়া কেন্দ্র

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
উত্তরপাড়া, হুগলী

উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী ঘোষণা ঘিরে চমক তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। প্রশ্ন উঠছে-কে এই দীপাঞ্জন চক্রবর্তী? প্রাক্তন এনএসজি কমান্ডো এই মুখকেই এবার প্রার্থী করেছে বিজেপি, যা ইতিমধ্যেই জোর চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রকাশিত বিজেপির প্রার্থী তালিকায় উত্তরপাড়ার জন্য দীপাঞ্জন চক্রবর্তীর নাম ঘোষণা করা হয়। কয়েকদিন আগেই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দেন। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্য ও লকেট চট্টোপাধ্যায়। যোগদানের পর থেকেই জল্পনা ছিল, তাঁকে প্রার্থী করা হতে পারে। অবশেষে সেই জল্পনাতেই সিলমোহর দিল দলের প্রার্থী তালিকা। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, নিরাপত্তা ইস্যুতে তাঁর সরব ভূমিকার কারণেই বিজেপি তাঁকে প্রার্থী হিসেবে বেছে নিয়েছে। সম্প্রতি একাধিকবার সংবাদমাধ্যমের সামনে রাজ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দীপাঞ্জন। তাঁর দাবি, বাংলায় জঙ্গি কার্যকলাপের আশঙ্কা বাড়ছে এবং জেলায় জেলায় নিরাপত্তা সংকট দেখা দিচ্ছে। এবার উত্তরপাড়া কেন্দ্র ত্রিমুখী লড়াইয়ের সাক্ষী হতে চলেছে। বামফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যিনি বর্ষীয়ান নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র এবং ছাত্র রাজনীতি থেকেই তাঁর উত্থান। উত্তরপাড়া বরাবরই একটি রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। অতীতে ফলাফলের ওঠানামা, প্রার্থী পরিবর্তন এবং দলীয় কৌশলের কারণে এই আসন সবসময়ই আলোচনায় থাকে। এবারের নির্বাচনে তিন ভিন্ন ধাঁচের প্রার্থীকে সামনে রেখে উত্তরপাড়ার লড়াই যে আরও জমজমাট হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।

গ্রামের মেলায় ঘুগনি খেয়ে প্রচারে কুলটির তৃণমূল প্রার্থী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কুলটি

যত দিন যাচ্ছে, ততই ভোট প্রচার নতুন নতুন মাত্রা পাচ্ছে। বলতে গেলে এখ নই আসানসোলে এই ভোট প্রচার উৎসবের আমেজে চলে এসেছে। আসানসোল পুরনিগমের কুলটির ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডের মিঠানি গ্রামে গত ২১ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের জন্ম মহোৎসব ২০২৬। রামকৃষ্ণ দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে চলছে ২৪ প্রহর সংকীর্তন, সাংস্কৃতিক উৎসব আর গ্রামীণ মেলা। তা চলবে আগামী ২৮ মার্চ পর্যন্ত। বুধবার রাতে এই মেলাকেই জনসংযোগের একটা মাধ্যমে করে প্রচার সারলেন কুলটি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ ঘটক। একেই বলে 'রথ দেখা আর কলা বেচা'! মেলায় মণিহারী থেকে খেলনা দোকান, সবার কাছে পৌঁছে গেলেন শাসক দলের প্রার্থী। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আড্ডা, হাসি-ঠাট্টা ও সেলফিতে ধরা দিলেন একেবারে ঘরের মানুষ হিসেবে। তবে, প্রচারে এসে শুধু আড্ডা হলো এমনটা নয়। শাসক দলের প্রার্থী একইসাথে দিলেন কড়া রাজনৈতিক বার্তাও। সম্প্রতি, আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল ভোট প্রচারে বেরিয়ে চপ ভেজে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ করেছিলেন। এদিন তার পাল্টা জবাব দিলেন অভিজিৎ ঘটক। মেলায় নিজে খেলেন ঘুগনি। সঙ্গে থাকা কর্মীদেরও খাওয়ালেন। শাসক দলের প্রার্থী বলেন, চপ, ঘুগনি বা ফুচকাকে ব্যঙ্গ করাটা ঠিক নয়। বরং এইসব কিছু একটি শিল্প। এই মেলায় এইসব বিক্রি করে গ্রামের শত শত মানুষ রুটি-রুজির সংস্থান করেন। শ্রমজীবী মানুষের এই উপার্জনকে সম্মান জানিয়েই চলল প্রার্থীর ভোট প্রচার। মেলা ও রাজনীতি, দুটোকেই এক সুতোয় বেঁধে কুলটিতে নিজের মাটি শক্ত করার চেষ্টা চালালেন ঘাসফুল শিবিরের প্রার্থী।

রাম নবমী উপলক্ষ্যে পানাগড় বাজারে শোভাযাত্রা

সকালের শিরোনাম
সুজিত ভট্টাচার্য্য
পানাগড়

প্রতি বছরের মত এবছরও রাম নবমী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় পানাগড় বাজারে।

এদিন পানাগড় বাজার রাম নবমী সেবা সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এই শোভাযাত্রায় প্রায় ৫০ হাজার মানুষ যোগদান করে বলে দাবি করেন উদ্যোক্তারা। এদিন পানাগড় বাজারের রণডিহা মোড় থেকে শুরু হয় প্রধান শোভাযাত্রা। এরপর শোভাযাত্রা যত এগোতে থাকে কাঁকসার ও আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট শোভাযাত্রা প্রধান শোভাযাত্রায় যোগদান করে। শোভাযাত্রা পানাগড়ের দার্জিলিং মোড় হয়ে ফের রণডিহা মোড়ে এসে শেষ হয়। এদিন শোভাযাত্রায় সকল কে উৎসাহ বাড়াতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ ঝাঁ। এছাড়াও এদিন শোভাযাত্রায় যোগ দেন গলসির বিজেপি মনোনীত প্রার্থী রাজু পাত্র। পাশাপশি এদিন শোভাযাত্রায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিখ সম্প্রদায়ের,ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, যতদিন যাচ্ছে ততই শোভাযাত্রায় মানুষের ভিড় বাড়ছে। শুধু হিন্দুরা নয় বিভিন্ন ধর্মের মানুষরাও এই শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। এটাই পানাগড়ের ঐতিহ্য। তবে এদিন শোভাযাত্রা কে ঘিরে এলাকায় যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই গোটা পানাগড়জুড়ে কড়া নজরদারিতে মোতায়েন ছিলেন কাঁকসা থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।

সোনাখালিতে রণক্ষেত্র! বিজেপির মিছিলে হামলার অভিযোগে তুমুল সংঘর্ষ

সকালের শিরোনাম
সুদেষ্ণা মন্ডল
বাসন্তী

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্রের সোনাখালি এলাকায় বিজেপির একটি মিছিলকে ঘিরে বৃহস্পতিবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, মিছিল চলাকালীন আচমকাই দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়, যার জেরে এলাকায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়। পরিস্থিতি দ্রুতই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তাদের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ওইদিন একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। মিছিলটি সোনাখালি এলাকার বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করছিল। সেই সময় হঠাৎ করেই কিছু দুষ্কৃতী মিছিলে আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের দাবি, এই হামলার পিছনে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থিত দুষ্কৃতীরাই জড়িত। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ঘটনার জেরে এলাকায় চরম উত্তেজনা তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করেন। এই সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গেও বিক্ষোভকারীদের বচসা বাধে বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নেওয়ার আগেই বাহিনীর তৎপরতায় পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সরদার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'আজ বাসন্তীতে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে অতর্কিতভাবে হামলা চালানো হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিল'। তিনি আরও অভিযোগ করেন, নির্বাচনের আগে এলাকায় পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে না, যার ফলে বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। বিকাশ সরদার নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'যদি একজন প্রার্থীই নিরাপদ না থাকেন, তাহলে সাধারণ ভোটারদের নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত হবে? আমরা চাই অবিলম্বে প্রতিটি পাড়ায় ও রাস্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হোক'। তিনি এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তেরও দাবি জানান। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হয়েছে, বিজেপি নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্যই এই ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। তাদের দাবি, এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রয়েছে এবং অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে বিরোধীরাই। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তা খুঁজে বের করার জন্য তদন্ত শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় গুরুতর আহত বা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি, তবে পরিস্থিতি যাতে আবার উত্তপ্ত না হয়, তার জন্য এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনার জেরে এলাকায় চাপা উত্তেজনা বজায় রয়েছে। ভোটের মুখে এই ধরনের ঘটনা রাজনৈতিক মহলে নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

লাউদোহার সভা থেকে ঐক্যের ডাক, উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরলেন তৃণমূল সুপ্রিমো

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
লাউদোহা

'পাণ্ডব বনাম কৌরব'-পাণ্ডবেশ্বরে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ মমতার, ভোটকে 'ন্যায়ের লড়াই' হিসেবে তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কার্যত 'পাণ্ডব বনাম কৌরব'-এর লড়াই হিসেবে ব্যাখ্যা করে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ শানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহা ফুটবল মাঠে তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সমর্থনে আয়োজিত জনসভা থেকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'এই লড়াই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের-আমরা পাণ্ডব, বিজেপি কৌরব'। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ইঙ্গিত দেন, এই নির্বাচন শুধুমাত্র ক্ষমতার লড়াই নয়, বরং গণতন্ত্র, অধিকার ও সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার সংগ্রাম। ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি অভিযোগ করেন, 'লক্ষ-লক্ষ মানুষের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে না, রাজনৈতিক দল বা সংবাদমাধ্যমকেও দেওয়া হচ্ছে না;এটা গণতন্ত্রের ওপর আঘাত'। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঐক্যের বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, 'একটা আঙুলে মুষ্টি হয় না-পাঁচটা আঙুল একসঙ্গে হলেই শক্তি'। ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রসঙ্গ টেনে রামনবমী উপলক্ষে কোনও উস্কানিতে পা না দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি অন্নপূর্ণা পুজোর শুভেচ্ছা জানিয়ে সহাবস্থানের বার্তা দেন। রাজনৈতিক আক্রমণের পাশাপাশি উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট, আসানসোল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ও কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দর-সবই তৃণমূল সরকারের আমলে বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি জানান, 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পে ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যসুবিধা, 'লক্ষ্মীর ভান্ডার'-এর আর্থিক সহায়তা এবং ছাত্রদের জন্য ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প সাধারণ মানুষের পাশে থাকার প্রমাণ। 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' আজীবন চলবে, ভবিষ্যতে 'দুয়ারে স্বাস্থ্য' পরিষেবাও চালু করা হবে, বলেন তিনি। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের ওপর আর্থিক চাপ বাড়ছে। গ্যাস ও পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন, 'গ্যাস এখন রান্নাঘরে নয়, প্রচারের গ্যাস বেলুনে যাচ্ছে'। নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি দাবি করেন, 'বিজেপির পার্টি অফিস থেকেই প্রশাসনিক বদলির নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে'। ভোট ও গণনার দিনে কোনও অনিয়ম হলে তা প্রতিরোধে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। বিশেষ করে মহিলাদের উদ্দেশে বলেন, 'অধিকার রক্ষায় পিছিয়ে পড়া যাবে না'। এনআরসি ও ডিটেনশন ক্যাম্প প্রসঙ্গে আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার থাকাকালীন কাউকে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে দেওয়া হবে না। কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গে দেউচা-পাচামি প্রকল্পে প্রায় এক লক্ষ চাকরির সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেন তিনি। শেষে আবেগঘন সুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমি যদি যোদ্ধা হই, আপনারা সহযোদ্ধা। অন্যায় ও বিভাজনের রাজনীতিকে পরাজিত করে পাণ্ডবদের মতোই আবার জিতবে বাংলা'।

উত্তরপাড়ায় লড়াইয়ে দীপাঞ্জন, শীর্ষণ্য, মীনাক্ষী

সকালের শিরোনাম
পাপ্পু সাঁতরা
উত্তরপাড়া, হুগলি

প্রথমেই প্রশ্ন উঠেছে, কে এই দীপাঞ্জন? এবার বিজেপি সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে নেমে পড়েছে ময়দানে। বাংলা কব্জা করাই বিজেপির লক্ষ্য। বুধবার বিজেপি তাদের তৃতীয় প্রার্থী তলিকা প্রকাশ করেছে। সেখানেই প্রকাশ উত্তরপাড়ায় এবার বিজেপির প্রার্থী প্রাক্তন এনএসজি কমান্ডো দীপাঞ্জন চক্রবর্তী। মাত্র কয়েকদিন আগেই বিজেপিতে যোগ দেন প্রাক্তন এনএসজি কমান্ডো দীপাঞ্জন চক্রবর্তী।

শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্য, লকেট চট্টোপাধ্যায়দের উপস্থিতিতে হাতে পদ্মশিবিরের পতাকা তুলে নেন। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল, হয়তো তিনি প্রার্থী হতে পারেন। বুধবার সন্ধ্যায় বিজেপির প্রকাশিত তৃতীয় প্রার্থী তালিকা যেন সেই জল্পনায় সিলমোহর দিল। উত্তরপাড়ায় বিজেপির চমক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী। প্রশ্ন উঠছে, উত্তরপাড়ার মতো নজরকাড়া কেন্দ্রে কেন রাজনীতিতে 'নবীন' দীপাঞ্জনকে বেছে নিল পদ্মশিবির। রাজনৈতিক ওয়াকিবহালদের মতে, সম্প্রতি দীপাঞ্জনবাবুকে রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলতে দেখা গিয়েছে। তিনি বারবার সংবাদমাধ্যমের সামনে দাবি করেছেন, বাংলায় জেহাদি কার্যকলাপের উত্থান হচ্ছে। জেলায়-জেলায় নিরাপত্তার ভয়ংকর সংকট দেখা দিয়েছে বলেও দাবি করেছিলেন। সে কারণেই সম্ভবত তাঁকে প্রার্থী হিসাবে বেছে নিল বিজেপি। উত্তরপাড়া এবার সকলের নজরে। উত্তরপাড়ায় সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। আবার এবার তৃণমূলের 'সৈনিক' শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দুঁদে রাজনীতিক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে। ছাত্র রাজনীতি থেকে তাঁর উত্থান। এই দুই প্রার্থীর বিপরীতে বিজেপির দীপাঞ্জন চক্রবর্তী। বলে রাখা ভালো, উত্তরপাড়া কেন্দ্রটি বিশেষভাবে নজরকাড়া। তার উপর আবার প্রার্থী নির্বাচনে এক এক দলের এক এক রকম চমকের জন্য উত্তরপাড়ার দিকে যে সকলের বিশেষ নজর থাকবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এখন শেষ দেখার অপেক্ষায় সকলে।

পুকুর ভরাটের অভিযোগ জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে

সকালের শিরোনাম
সুজিত ভট্টাচার্য্য
কাঁকসা

কাঁকসার পানাগড় বাজারে রাতের অন্ধকারে একটি পুকুরের একাংশ মাটি ফেলে বুজিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, হটাৎ তারা দেখতে পান রাতের অন্ধকারে কে বা কারা ওই পুকুরটির একাংশ ভরাট করে চলে গিয়েছে।

এবং রীতিমত সেখানে প্লট করাও হয়ে গিয়েছে। সম্ভবত সেগুলি বিক্রি করার কোনো পরিকলনা রয়েছে। তবে এই বিষয়ে কেউ ক্যামেরার সামনে আসতে চান নি।

তাদের দাবি, রাজনৈতিক দলের মদত না থাকলে কখনই এইভাবে পুকুর ভরাট করার সাহস কারো হয় না। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা রমন শর্মা জানিয়েছেন, রাজ্যে আইনের নয় শাসকের আইন চলছে এটাই প্রমান। রাজ্যে প্রশাসনের তোয়াক্কা না করে নানান অনৈতিক কাজ চলছে। তার মধ্যে একটি হল পুকুর ভরাট।

পুকুর ভরাট করে তা বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। আসল কথা হল তোলা তুলে ১৪ তলায় পাঠাতে হচ্ছে।

তবে এই সরকারকে সামনের বিধানসভা নির্বাচনে বিসর্জন দেবে বাংলার মানুষ। যদিও এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সমীর বিশ্বাস জানিয়েছেন, বিষয়টি তিনি জানতেন না। সংবাদ মাধ্যমের কাছ থেকেই খবর পেয়ে তিনি দ্রুত এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন বলে জানিয়েছেন।

ওই এলাকা পরিদর্শন করে কারা এই অনৈতিক কাজ করছে, তা খোঁজার চেষ্টা করবেন এবং প্রশাসনকে এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আবেদন জানাবেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

এগরায় মন্দির পরিক্রমায় দিব্যেন্দু অধিকারী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
এগরা

ভোটের প্রাক্কালে ধর্মীয় পরিসরকে সামনে রেখে জনসংযোগে জোর দিলেন ২১৮ এগরা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দিব্যেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার গোলাগড় ও এরেন্দা এলাকায় একাধিক মন্দিরে পুজো-অর্চনা করে এলাকার মানুষের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন তিনি। দিনের শুরুতে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমে পৌঁছে শ্রী রামকৃষ্ণ ও মা সারদার চরণে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন প্রার্থী। আশ্রম প্রাঙ্গণে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেন তিনি। এরপর ধারাবাহিকভাবে এলাকার প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রী শীতলা মাতা মন্দির, শিবালয় মন্দির এবং শ্রীশ্রী বাসন্তী মায়ের মন্দিরে গিয়ে প্রণাম জানান।

কুলটিতে অন্নপূর্ণা পূজায় মহাষ্টমীতে ভক্তদের ঢল

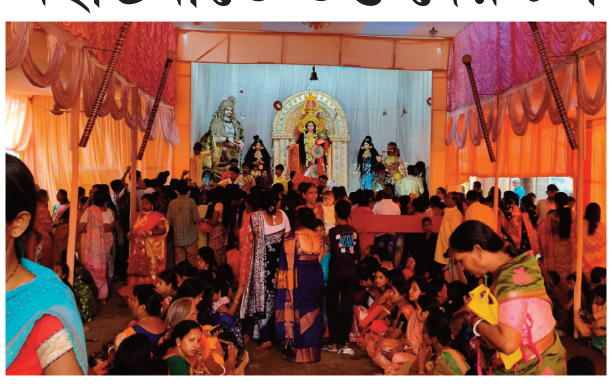

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কুলটি

পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের কুলটির রানীতলা মোড়ে 'ইয়ং বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন'-এর উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এবারও অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হচ্ছে চৈত্র মাসের শ্রী শ্রী অন্নপূর্ণা পূজা। এই বছর পূজাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এবার ৬০ বছরে পদার্পণ করল এই ঐতিহ্যবাহী অন্নপূর্ণা পূজা। কুলটির রানীতলা এলাকার একমাত্র অন্নপূর্ণা পূজা হওয়ায় প্রতিবছরই এখানে ভক্তদের ভিড় চোখে পড়ে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিন দিনব্যাপী-মহা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী-পুজোর সময়ে বিপুল সংখ্যক ভক্ত সমাগম হয়। আজ মহাষ্টমীর দুপুর ১টার সময় অঞ্জলি প্রদানের জন্য ভক্তদের ঢল নামে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহু মানুষ উপস্থিত হয়ে পবিত্র অঞ্জলিতে অংশ নেন। ভক্তদের ভিড়ে এলাকাজুড়ে এক উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। পুজো কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুরো তিন দিন জুড়ে মহাপ্রসাদের আয়োজন থাকবে। ভক্তদের জন্য অন্নভোগ বিতরণ ছাড়াও অনুষ্ঠিত হচ্ছে নানা ধর্মীয় আচার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সামাজিক কার্যক্রম। পুজো কমিটির সদস্যরা জানান, এলাকার মানুষের সহযোগিতা ও ভালোবাসাতেই ৬০ বছর ধরে এই পূজা একই ঐতিহ্য ও শ্রদ্ধার সঙ্গে চলছে। এলাকাবাসীর মতে, অন্নপূর্ণা পূজাকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর কুলটি এলাকায় এক অনন্য উৎসবের আবহ সৃষ্টি হয়, যা মানুষের ভক্তি, বিশ্বাস ও মিলনের প্রতীক।

বকেয়া ডিএ মিলবে কীভাবে?

নবান্নের বিজ্ঞপ্তিতে অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার রূপরেখা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর অবশেষে রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা(ডিএ) মেটানোর প্রক্রিয়া শুরু করল নবান্ন। গত ১৫ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, ২৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ চলতি মাসেই দেওয়া হবে। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অর্থদপ্তর ইতিমধ্যেই টাকা ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে;এবং কীভাবে সেই টাকা কর্মীদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছবে, তার বিস্তারিত নির্দেশিকাও জারি হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সব কর্মীর ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি নয়। গ্রুপ ডি কর্মী এবং পেনশনভোগীদের ক্ষেত্রে বকেয়া ডিএ সরাসরি তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। অন্যদিকে, বাকি কর্মীদের জন্য টাকা জমা হবে জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড বা জিপিএফ অ্যাকাউন্টে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে এইচআরএমএস ব্যবস্থার মাধ্যমে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ড্রইং অ্যান্ড ডিসবার্সিং অফিসার(ডিডিও) এই প্রক্রিয়ার মূল দায়িত্বে থাকবেন। প্রথমে তাঁকে এইচআরএমএস পোর্টালে 'এরিয়ার/সাপ্লিমেন্টারি' বিভাগে ঢুকে টাস্কলিস্ট দেখতে হবে। সেখান থেকে বিল সামারি তৈরি করে এরিয়ার বা সাপ্লিমেন্টারি বিল জেনারেট করা হবে। বিল অনুমোদনের পরই নির্দিষ্ট কর্মীর জিপিএফ অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়বে। একই সঙ্গে কর্মীরা নিজেদের ইনস্টলমেন্ট বা কিস্তির হিসাবও দেখতে পারবেন। এই প্রক্রিয়া শুরুর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ আইনি লড়াই। কলকাতা হাই কোর্ট আগেই বকেয়া ডিএ মেটানোর নির্দেশ দিয়েছিল। পরে বিষয়টি যায় সুপ্রিম কোর্টে। সেখানে স্পষ্ট জানানো হয়, ডিএ কর্মীদের আইনি অধিকার এবং বকেয়া মেটাতেই হবে। আদালত নির্দেশ দেয়, মোট বকেয়ার ২৫ শতাংশ দু'দফায় মিটিয়ে দিতে হবে মে মাসের মধ্যে, যার প্রথম কিস্তি ৩১ মার্চের মধ্যে দেওয়ার কথা। যদিও রাজ্য সরকার আগেই জানিয়েছিল, প্রায় ৩ লক্ষ ১৭ হাজারের বেশি কর্মীর পুরনো নথি ডিজিটাল না থাকায় যাচাই করতে সময় লাগছে। ২০১৬ সালের আগের অনেক তথ্য এখনও হাতে লেখা সার্ভিস বুক আকারে রয়েছে, যা ডিজিটাইজ করতে গিয়ে প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হয়েছে। সেই সঙ্গে নির্বাচনী প্রস্তুতির চাপেও কর্মীর অভাবের কথা তুলে ধরা হয়।

রঙে-ছড়ায় জমে উঠছে প্রচার

সকালের শিরোনাম

কল্যাণ দত্ত

দেওয়ালের কান

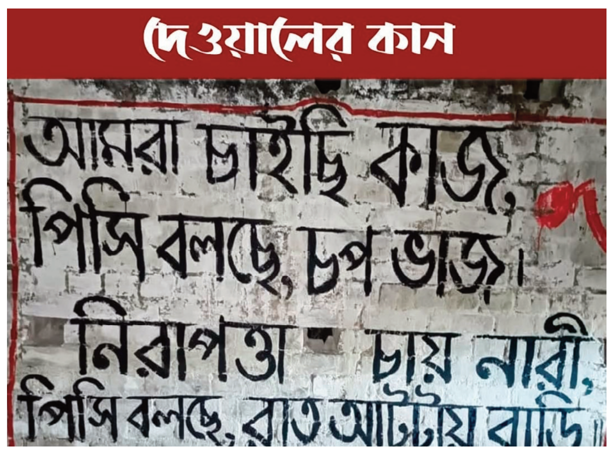

ভোটের মরশুম এলেই বদলে যায় গ্রাম ও শহরের চেনা ছবি। পাড়ার মোড়, বাজারের দেয়াল, ফাঁকা বাড়ির পাঁচিল-সব যেন এক একটি ক্যানভাসে পরিণত হয়। সেখানে তুলি আর রঙের আঁচড়ে ফুটে ওঠে রাজনৈতিক লড়াই, প্রতিশ্রুতি, ব্যঙ্গ আর সৃজনশীলতার এক অনন্য মেলবন্ধন। ভোরের আলো ফুটতেই শুরু হয় দেওয়াল লিখনের কাজ। কেউ বড় বড় অক্ষরে দলের নাম লিখছেন, কেউ আবার নিখুঁতভাবে আঁকছেন প্রতীক। তার মাঝেই কোথাও ছড়ার ছন্দে প্রতিপক্ষকে কটাক্ষ, কোথাও কার্টুনে ফুটে উঠছে রাজনৈতিক ব্যঙ্গ। আবার কিছু কিছু দেওয়াল যেন শুধুই মানুষের মন জয়ের চেষ্টা-উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি, ভবিষ্যতের স্বপ্ন আর আশার কথা তুলে ধরা হচ্ছে সহজ-সরল ভাষায়। এই দেওয়াল লিখনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়ে নেয় ছড়া ও স্লোগান। ছোট ছোট বাক্যে বড় বার্তা; যা সহজেই মানুষের মনে গেঁথে যায়। কখনো তা হাসির খোরাক জোগায়, আবার কখনো চিন্তার খোরাক দেয়। কার্টুনগুলোও কম যায় না-রসিকতা আর ব্যঙ্গের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তুলে ধরে, যা দেখলেই থমকে দাঁড়াতে হয় পথচলতি মানুষকে।গ্রামের চায়ের দোকান, পাড়ার আড্ডা-সব জায়গাতেই এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এই দেওয়াল লিখন। কে কী লিখল, কার স্লোগান বেশি জনপ্রিয়, কোন কার্টুনটা সবচেয়ে বেশি ভাইরাল হতে পারে-এই নিয়েই জমে উঠছে তর্ক-বিতর্ক। অনেক সময় এই দেওয়ালই বুঝিয়ে দেয় এলাকার মানুষের মনোভাব কোন দিকে ঝুঁকছে। শুধু প্রচার নয়, দেওয়াল লিখন এখন এক ধরনের লোকশিল্পের রূপ নিয়েছে। স্থানীয় ভাষা, রসবোধ, সামাজিক বাস্তবতা-সব মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে এক জীবন্ত চিত্রপট। কোনো দেওয়াল হাসায়, কোনোটা খোঁচা দেয়, আবার কোনোটা আবেগ ছুঁয়ে যায়। ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে এই রঙিন প্রতিযোগিতা। প্রতিটি দলই চাইছে তাদের বার্তা সবচেয়ে আলাদা ও আকর্ষণীয় হোক। আর সেই চেষ্টায় গ্রামের দেওয়ালগুলো যেন নীরব ভাষায় বলে চলেছে রাজনীতির গল্প-যেখানে রঙ, শব্দ আর সৃজনশীলতাই হয়ে উঠেছে প্রধান হাতিয়ার।

রক্তদান শিবির ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেদিনীপুর

স্বর আবৃত্তি মেদিনীপুরের আয়োজনে বিশ্ব কবিতা দিবস উপলক্ষ্যে আবৃত্তি শিল্পী অনুভব পালের স্মৃতিতে রক্তদান শিবির, চুলদান কর্মসূচি ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে। দু'দিনের অনুষ্ঠানে প্রথম দিন রক্তদান শিবিরে ৪১ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন।এর মধ্যে ১৬ জন মহিলা।

মেদিনীপুর জেলা ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের সহায়তায় শিবিরে রক্তদানের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুজয় হাজরা, মদন মোহন মাইতি, চন্দন বসু, ডাক্তার সুহাস রঞ্জন মন্ডল, বিদ্যুৎ পাল, সৌমেন ঘোষ, ডাঃ ত্রিপাঠী প্রমুখ। এই শিবিরের সাথে সাস্কৃতিক নানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল প্রতিষ্ঠান। আবৃত্তি, অংকন, হাতের লেখা, কুইজ প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে ছিলেন মনিকাঞ্চন রায়, নরসিংহ দাস, দীপক বসু, রত্না দে, স্বাগতা পান্ডে, অনিন্দিতা শাসমল, ইন্দ্রানী দাশগুপ্ত, রাহুল নন্দী, রুদ্রপ্রসাদ বেরা। ইন্ডিয়া ফার্মাসির উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। বিশ্ব কবিতা দিবসে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবছর স্বর আবৃত্তি সম্মান পান কবি অধ্যাপক ড.সোমনাথ দে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জগবন্ধু অধিকারী, জয়ন্ত সাহা, অমিয় পাল, আলোক বরন মাইতি, সুতনুকা মিত্র মাইতি, চিত্তরঞ্জন দাস, সুদীপ কুমার খাঁড়া, অজয় সাউ, ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়, পায়েল সামন্ত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। স্বর আবৃত্তি'র ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের একক ও দলগত নানা উপস্থাপন ছিল নজর কাড়া। প্রতিষ্ঠানের শিল্পী শিবানী পাল, সুপর্ণা কোলে, শিলা মহাপাত্র, মধুশ্রী ঘোষ, রত্না মান্না, সাথি বন্দ্যোপাধ্যায়, কনিকা ধর, দেবশ্রী পন্ডা, মিঠু কর্মকারের অনুষ্ঠান ছিল শ্রুতি মধুর। রাহুল নন্দীর পরিচালনায় সৃষ্টি আর্ট একাডেমীর আর্ট গ্যালারির উদ্বোধন হয় এদিনে। কবিতার দেয়ালে কবিতা লিখেন বিশিষ্ট কবিরা। স্বর আবৃত্তির কর্ণধার শুভদীপ বসু বলেন, 'মানুষ সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। আমরা ছয় বছর ধরে রক্তদান শিবির করছি। একই সাথে ছোট ছেলে মেয়েদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই প্রতিযোগিতা। শতাধিক ছাত্র ছাত্রীরা অংশ নিয়েছে নানা প্রতিযোগিতায়। প্রত্যেক রক্তদাতা কে স্যালুট জানাই। সংস্কৃতি প্রেমী প্রতি জনকে শ্রদ্ধা জানাই'। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দীপা বোস ও মনীষা বোস সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঢাকতেই বসিরহাট উত্তরে বহিরাগত প্রার্থী ঃ খোবায়েব আমিন

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বসিরহাট

বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে ভোটের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। এই কেন্দ্রকে সামনে রেখে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন আমজনতা উন্নয়ন পার্টির রাজ্য সভাপতি তথা প্রার্থী পীরজাদা খোবায়েব আমিন। তার অভিযোগ, নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আড়াল করতেই শাসক দল বহিরাগত প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। প্রসঙ্গত, এবারের ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে খোবায়েব আমিন একসঙ্গে দুটি কেন্দ্র মুর্শিদাবাদের ভরতপুর এবং বসিরহাট উত্তর থেকে লড়াই করছেন। তিনি জানান, তার দল আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর এবারে মুর্শিদাবাদের রেজিনগর ও নওদা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন। সেই কারণেই দলীয় সিদ্ধান্তে তাকে ভরতপুর কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে। তবে বসিরহাটের বাসিন্দা হিসেবে এলাকার মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি বসিরহাট উত্তর থেকেও নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছেন বলে জানান। বসিরহাট উত্তর একটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এখানে এবারের লড়াইয়ে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা স্পষ্ট। শাসক দলের তরফে প্রার্থী করা হয়েছে মহম্মদ তৌসিফুর রহমানকে। অপরদিকে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট তাদের প্রার্থী হিসেবে বেছে নিয়েছে মুসা কারিমুল্লাকে। আর আমজনতা উন্নয়ন পার্টির হয়ে লড়ছেন খোবায়েব আমিন নিজে। এই প্রেক্ষাপটে খোবায়েব আমিনের বক্তব্য, 'তৃণমূল কংগ্রেস স্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব সামাল দিতে না পেরে বাইরের একজনকে প্রার্থী করেছে'। তার দাবি, এই প্রার্থী এলাকার মানুষের সঙ্গে কতটা সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'মানুষের কাছে থাকা এবং তাদের সমস্যার পাশে দাঁড়ানোই আসল বিষয়। বহিরাগত প্রার্থী সেই কাজ করতে পারবেন না'। নিজের জয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী খোবায়েব আমিন। তিনি দাবি করেন, মানুষের সমর্থন তার দিকেই রয়েছে এবং ভোটে জয় তার নিশ্চিত। নির্বাচনে জয়ী হলে এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। বিশেষ করে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো উন্নয়ন, মৎস্যজীবীদের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধান এবং কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণের কথা জানান। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বসিরহাট উত্তর কেন্দ্রে এবারের লড়াই বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক, স্থানীয় বনাম বহিরাগত প্রার্থী বিতর্ক এবং একাধিক দলের সক্রিয় উপস্থিতি। সব মিলিয়ে এখানে ফলাফল যে অনিশ্চিত, তা বলাই যায়। ভোট যত এগোবে, এই কেন্দ্রকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ঐতিহ্যবাহী লাচ্ছা-সিমুই উৎসব

সকালের শিরোনাম

অভিজিৎ হাজরা

পাঁচলা, হাওড়া

২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সারা ভারত জরি শিল্পী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রাখতে পবিত্র ইদলফেতর উৎসব উপলক্ষে ৫ ম বার্ষিকী লাচ্ছা-সিমুই উৎসব ২০২৬ অনুষ্ঠিত হল গ্রামীণ হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর বিধানসভার গাববেড়িয়া চাইল্ডহুড কে জি স্কুলে। এই উৎসব প্রসঙ্গে সারা ভারত জরি শিল্পী কল্যাণ সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক মুজিবুর রহমান মল্লিক দাবি করেন, আম উৎসব, ইলিশ উৎসব, পিঠে পুলি উৎসব, নবান্ন উৎসব বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হলেও লাচ্ছা-সিমুই উৎসব কোথাও হয় না। পৃথিবীর ইতিহাসে এই লাচ্ছা-সিমুই উৎসব আমরাই পালন করে থাকি।

এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকবৃন্দ, লেখক-সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী সহ সমাজের সর্ব ক্ষেত্রের নেতৃত্ববৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন হিন্দু-মুসলিম-খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষজন, সারা ভারত জরি শিল্পী কল্যাণ সমিতির নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ। উপস্থিত সকল অতিথি ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের এবং প্রত্যেক লাচ্ছা-সিমুই শিল্পীকে স্মারক-উত্তরীয় দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এই বছর উৎসবে বিভিন্ন রকমের লাচ্ছা-সিমুই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন জন তাদের হাতে তৈরি লাচ্ছা-সিমুই প্রদর্শন করেন এবং উপস্থিত অতিথিদের পরিবেশন করেন। উল্লেখযোগ্য, বাদশাহী সিমুই, জবদানা সিমুই, জর্দ্দা সিমুই, চিড়ের পোলাও, পোলাও সিমুই, শুকনো সিমুই, গড়গড়া সিমুই, নবাবী সিমুই, দুধের সিমুই, স্পাইসি(ঝাল) সিমুই প্রদর্শন করা হয়। সম্পাদক মুজিবুর রহমান মল্লিক বলেন, 'সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধন-কে অটুট রাখতে পবিত্র ইদলফেতর উৎসব উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী লাচ্ছা-সিমুই উৎসব ২০২২ সালে সারা ভারত জরি শিল্পী কল্যাণ সমিতি সূচনা করেছে। ইদলফেতরের পর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতির মিলন উৎসব লাচ্ছা-সিমুই উৎসব। সম্প্রতির ভারতবর্ষে আমরা সকলে হাজার হাজার বছর ধরে একসাথে বসবাস করে আসছি। যে যার মত আমরা ধর্ম পালন করি, উৎসবে সকলে একসঙ্গে মিলিত হই।

বসন্ত উৎসব, রাখি বন্ধন উৎসব, দোল উৎসব, বিভিন্ন পূজা-পার্বন বা ইদলফেতর, খ্রীষ্টমাস। এক এক মনিষী বা সমাজ সংস্কারক এক একটি উৎসবের সূচনা করেছে। সবাই মিলনের কথা বলেছেন। যা একে অপরের মধ্যে মিলন বা মেলবন্ধন ঘটানোর জন্যই বিভিন্ন উৎসবের সূচনা করেছে। এই উৎসবে যেমন থাকে পুরানো দিনের হাতে তৈরি জবদানা সিমুই, গড়গড়া সিমুই। তেমনি থাকে আধুনিক মেশিনে তৈরি বিভিন্ন ধরনের লাচ্ছা-সিমুই।

শ্রীখণ্ডগ্রামে মিলন উৎসব

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কাটোয়া

পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ১ নম্বর ব্লকের শ্রীখণ্ডগ্রাম এ বছর ঈদুল ফিতর উপলক্ষে এক অনন্য সম্প্রীতির ছবি তুলে ধরল। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এলাকার মানুষদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো এক বর্ণাঢ্য মিলন উৎসব, যা যেন উৎসবের আবহে গোটা গ্রামকে একসূত্রে বেঁধে দিল। এই উপলক্ষে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগ ও অংশগ্রহণে আয়োজিত হয় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মঞ্চে পরিবেশিত হয় নাচ, নাটকসহ বিভিন্ন মনোজ্ঞ পরিবেশনা, যা উপস্থিত দর্শকদের মন জয় করে নেয়। ছোটদের উচ্ছ্বাস আর সৃজনশীলতায় ভরে ওঠে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ। শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই নয়, এদিন আয়োজন করা হয় একাধিক প্রতিযোগিতারও। অঙ্কন, লাফ দড়ি এবং হাতের কাজের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রতিভার পরিচয় দেয়। প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়, যা তাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়ে তোলে। পরিবেশ সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে এদিন ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বৃক্ষ চারা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে আগামী প্রজন্মের মধ্যে সবুজায়নের গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, 'গাছ মাস্টার' হিসেবে পরিচিত অরূপ চৌধুরী, মাঝিগ্রাম বিশ্বেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুব্রত সাহা, চুড়পুণী পশ্চিম পাড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ফিরোজ সেখ, শিক্ষক জয়দীপ মুখার্জী, সন্দীপ দাস, মোল্লা আব্দুল আলিম, সেখ মোস্তাফা, শিবনাথ মিস্ত্রী, ফৈজী ম্যাডাম, সর্বানী ম্যাডাম সহ বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপক মজুমদার ও শ্যামা মজুমদার এবং এলাকার অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিনের অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'গাছ মাস্টার' অরূপ চৌধুরীর বিদায় সংবর্ধনা। দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশ রক্ষায় তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে সম্মান জানানো হয়। আবেগঘন এই মুহূর্তে উপস্থিত সকলেই তাঁকে শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সব মিলিয়ে ঈদের এই মিলন উৎসব শুধু একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সম্প্রীতি, সংস্কৃতি ও পরিবেশ সচেতনতার এক সুন্দর বার্তা পৌঁছে দিয়েছে শ্রীখণ্ডগ্রামের মানুষের কাছে।

দুর্নীতি মুক্ত দেগঙ্গা গড়ার ডাক আইএসএফ প্রার্থীর

সকালের শিরোনাম

রাকেশ শীল

বারাসাত

> "প্রচারে নেমে দুর্নীতি মুক্ত দেগঙ্গা গড়ার ডাক দিলেন আইএসএফ প্রার্থী মিন্টু(মফিদুল হক)সাহাজি। তার এই বক্তব্য শুনে অনেকেরই কান খাড়া হয়েছে। কারণ ? কারণ হলো গত কয়েকদিন আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন তৃণমূলের জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, তৃণমূলের হয়ে লড়েছেন ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনও।"

প্রচারে নেমে দুর্নীতি মুক্ত দেগঙ্গা গড়ার ডাক দিলেন আইএসএফ প্রার্থী মিন্টু(মফিদুল হক)সাহাজি। তার এই বক্তব্য শুনে অনেকেরই কান খাড়া হয়েছে। কারণ ? কারণ হলো গত কয়েকদিন আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন তৃণমূলের জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, তৃণমূলের হয়ে লড়েছেন ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনও। বিশেষ করে বলা যায় তিনি দেগঙ্গায় তৃণমূলের প্রতিষ্ঠার অন্যতম। তৃণমূল বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট না দেওয়া যোগ দিয়েছেন আইএসএফ-এ। এরপরই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দেগঙ্গা নিয়ে এ ধরনের চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করেন মিন্টু বাবু। ফুরফুরা শরীফ থেকে আইএসএফে যোগ দেওয়ার পর দেগঙ্গায় এসে হাজার-হাজার কর্মী সমর্থকদের কাছে পেয়ে একপ্রকার আপ্লুত হওয়ার দৃশ্য ধরা পড়ে। সে সময়ই দেগঙ্গা বাসীকে কাছে পেয়ে তৃণমূল ছাড়ার কারণ হিসাবে তিনি বলেন, টিকিট দেওয়া হয়নি বলে দল ছেড়েছি এটি সঠিক নয়। দেগঙ্গার মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছিল বারবার এই কারণেই মূলত তার দল ছাড়া, অশ্রুসিক্ত চোখে নেতাকর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে একথা জানান। পাশাপাশি আরো বলেন, তিনি অন্যায় করতে জানেন না, কারো সাথে অন্যায় করিনি। তার পাশে থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন আমি কাউকে বঞ্চিত করব না, সুখে-দুখে আপনাদের পাশে ছিলাম-আছি-থাকবো। দুর্নীতিমুক্ত দেগঙ্গা ডাক দিলেও, এ প্রসঙ্গে তিনি এখ নই তেমন কিছু বললেন না, শুধু বললেন, যা বলার মানুষের সামনে বলবো। দেগঙ্গায় প্রতিপক্ষ এখন কে? সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে ডাকাভুকো গলায় বলেন তৃণমূল। উন্নয়নের প্রশ্নে মিন্টু বাবু বলেন, দেগঙ্গার সার্বিক উন্নয়নের কথা কেউ ভাবেনি। এটি একটি কৃষি প্রধান এলাকা। কৃষিকে উন্নয়ন করতে যে ধরনের দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা নেওয়া উচিত তা কেউ বলেননি করেননি। প্রশাসনিক পদে থেকেও কেন তিনি তা করতে পারলেন না ? এ প্রসঙ্গে বলেন, বারবার দলের অন্তরে এবং তার যতোটুকু সম্ভব প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাস্তবে তার রূপ পায়নি। এই কথার উত্তরের মধ্যেই এক প্রকার বার বার বহিরাগত বিধায়কের দিকেই অদৃশ্য আঙ্গুল তুললেন মিন্টু বাবু বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত। তৃণমূলকে কটাক্ষ করে আইএসএফ প্রার্থী বলেন, জেল খাটা লোককে প্রার্থী করেছে। জানিনা মানুষের কাছে এরা কিভাবে প্রচারে যাবে। দেগঙ্গার মানুষ তাকে(মিন্টু) চেনেন, তাকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবেন এবং তাকে নির্বাচিত করে তাদের কাজ করার সুযোগ দেবেন বলে আশাবাদী তিনি। এমন অনেক নজির আছে যে টিকিট না পেয়ে অন্য দলে গিয়ে টিকিট নিয়ে জনপ্রতিনিধি হিসেবে জয়ী হওয়ার পর ফের শাসক দল বা পুরনো দলে ফিরে যান। এ কথার উত্তরে মিন্টু বাবু বলেন, বেইমানির রক্ত তার গায়ে নেই। যে দলে গেছেন কোনদিনই তাদের ছেড়ে যাবেন না। কারণ পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকী তাকে ভালোবেসে কাছে টেনে নিয়েছেন। বেইমানি তিনি করতে শেখেননি, করতে পারবেন না। কয়েকদিন আগে বারাসাত বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সব্যসাচী দত্ত তার দল পরিবর্তনের বিষয়ে টিপ্পনি কেটে বলেছিলেন আর কত দরকার ? লোভের সীমা থাকা দরকার। এই কথার উত্তরে সব্যসাচী বাবুকে আয়নায় নিজের মুখ দেখার কথা মনে করিয়ে বলেন, যারা এ কথা বলছেন তারা যেন নিজের অতীত টা ভুলে না যান। তিনি তৃণমূল পরিত্যাগ করে আইএসএফ-এ যোগদান করেছেন। তাদের মতো একবার এদল, পরে অন্য দলে গিয়ে নির্বাচনে হেরে, সুযোগ-সন্ধানীর মত আবার পুনরায় সেই দলে ফিরে যাওয়ার মত কাজ কোনোদিন করেননি, করবেনও না।

দার্জিলিং মোড়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে আগুন

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

পানাগড়

বৃহস্পতিবার বিকালে পানাগড়ে রাম নবমীর শোভাযাত্রা বের হয়। হাজার-হাজার মানুষ এদিন শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। সেই শোভাযাত্রা পানাগড়ের দার্জিলিং মোড় পৌঁছানোর কথা ছিল সন্ধ্যায়।

তার আগেই হৈচৈ পরে যায় দার্জিলিং মোড়ে। সেখানে রাস্তার ধারে একটি বিদ্যুতের খুঁটি থেকে হটাৎ ধোঁয়া বের হতে থাকে। বেশ কিছুক্ষনের মধ্যে সেখানে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। আতঙ্কিত হয়ে সকলেই এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কাঁকসা থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয় দমকলে ও বিদ্যুৎ বন্টন দফতরে। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ও বিদ্যুৎ বন্টন দফতরের কর্মীরা ছুটে আসেন। বিদ্যুৎ বন্টন দফতরের কর্মীরা খুঁটিতে উঠে আগুন নিভিয়ে বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। দমকলের কর্মীরা জানিয়েছেন, খবর পেয়েই তারা ছুটে আসেন। তবে তার আগেই বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা আগুন নেভাতে সক্ষম হন। তবে আগুনের জন্য শোভাযাত্রায় কোনো বিঘ্ন ঘটে নি।

মহিলাকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কান্দি, মুর্শিদাবাদ

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে কান্দি থানার গোকর্ণে এক মহিলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম সুচিত্রা মিস্ত্রি (৪০)। অভিযোগ পিন্টু মণ্ডল নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর অভিযুক্ত পলাতক। মৃতার পরিবার কান্দি থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। কান্দি থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, মূল অভিযুক্ত পলাতক। খুনের ঘটনায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে দুইজনকে আটক করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুচিত্রা মিস্ত্রির সঙ্গে প্রতিবেশী মিলন মণ্ডল বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। বিষয়টি জানাজানি হতেই দুই পরিবারের বিবাদ শুরু হয়। অভিযোগ, বুধবার রাতে মিলন মণ্ডলের ছেলে পিন্টু মণ্ডল সুচিত্রা মিস্ত্রির বাড়িতে চড়াও হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায়। খবর পেয়ে প্রতিবেশীরা ছুটে যান এবং আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে গোকর্ণ গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মৃতার পরিবার পিন্টু মণ্ডলের ফাঁসির দাবি জানিয়েছে।

রামনবমীতে বাইক মিছিল

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেদিনীপুর

রামনবমী উপলক্ষে বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর শহরে শ্রী রামনবমী সমারোহ সমিতির উদ্যোগে বিশাল বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয়। বাইক মিছিলে কয়েক হাজার মানুষ সামিল হয়েছিলেন। এই মিছিলকে কেন্দ্র করে যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রচুর পরিমাণ পুলিশ মোতায়ন করা ছিল। বৃহস্পতিবার উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শ্রী রামনবমী উপলক্ষে মেদিনীপুর শহরে বাইক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শান্তিপূর্ণভাবে বাইক মিছিল সম্পন্ন হয়। আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয় প্রতিবছরের মতো এবছরও শ্রী রামনবমী উপলক্ষে বাইক মিছিল করা হয়েছে। মিছিলে মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

কাটোয়ায় দেরিতে প্রার্থী ঘোষণা বিজেপির, ভরসা কৃষ্ণ ঘোষের উপর

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কাটোয়া

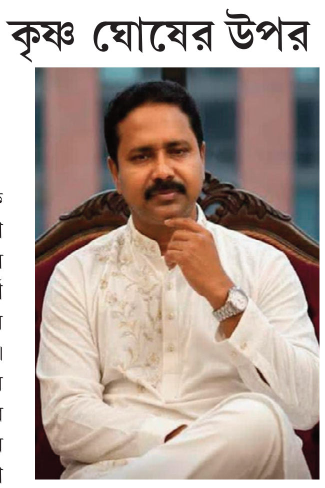

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে অবশেষে কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করল বিজেপি। প্রথম ও দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকায় কাটোয়ার নাম না থাকায় জল্পনা বাড়ছিল রাজনৈতিক মহলে। সেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বুধবার রাতে দলের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়। বিজেপির পক্ষ থেকে কাটোয়া কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে কৃষ্ণ ঘোষকে। গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে প্রায় ২২ হাজার ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন। এবারে নতুন মুখ, তাঁর উপরই আস্থা রাখল গেরুয়া শিবির। রাজনৈতিক মহলের মতে, শেষ মুহূর্তে প্রার্থী ঘোষণার পিছনে দলীয় কৌশল কাজ করেছে। এখন দেখার, গতবারের ব্যবধান কাটিয়ে এইবার কতটা জমি ফিরে পেতে পারেন বিজেপি এবং কাটোয়ার রাজনৈতিক সমীকরণ কোন দিকে মোড় নেয় সেটাই দেখার।

ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণের তোড়জোড় শুরু

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেদিনীপুর

ভোট কর্মীদের দেওয়া হবে ট্রেনিং, তার তোড়জোড় শুরু হয়েছে মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ বয়েজ স্কুলে। প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় যাতে ভোটকেন্দ্রে কোনভাবেই অসুবিধা মধ্যে না পড়ে

তার জন্য বৃহস্পতিবার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গিয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন সরকারি আধিকারিকরা।

গরমের কথা মাথায় রেখে পর্যাপ্ত পাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেইসঙ্গে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য পশ্চিম মেদিনীপুর

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান।

মাঠের জাদু পেরিয়ে কোটি টাকার দখল

মৃত্যুর পরও 'জ্যাকপট' শেন ওয়ার্নের পরিবারের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ক্রিকেটের ইতিহাসে বহু কিংবদন্তির নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে, কিন্তু মাঠের বাইরের দূরদর্শিতার এমন নিখুঁত উদাহরণ খুব কমই দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত লেগ স্পিনার শেন ওয়ার্ন জীবিত থাকাকালেই বুঝেছিলেন যে ভারতীয় প্রিমিয়ার লিগ শুধু ক্রিকেট প্রতিযোগিতা নয়, এটি ভবিষ্যতে এক বিশাল আর্থিক ব্যবস্থায় পরিণত হবে। সেই উপলব্ধি থেকেই ২০০৮ সালে লিগ শুরুর সময় তিনি রাজস্থান রয়্যালস দলের সঙ্গে যুক্ত হন অধিনায়ক ও কোচ হিসেবে, এবং ধীরে-ধীরে দলের অংশীদারিত্ব অর্জন করেন। চার বছরের মধ্যে তিনি প্রায় তিন শতাংশ শেয়ার নিজের দখলে আনেন, যা তখন খুব বড় অঙ্কের বলে মনে না হলেও সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তার মূল্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী সময়ে ভারতীয় প্রিমিয়ার লিগের বাণিজ্যিক বিস্তার অভূতপূর্ব গতিতে বাড়তে থাকে এবং প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজির বাজারমূল্য আকাশছোঁয়া হয়ে ওঠে। ২০২৬ সালের আগে রাজস্থান রয়্যালস দলের মূল্য দাঁড়ায় প্রায় এক দশমিক ছয় তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় কয়েক হাজার কোটি টাকার সমান। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে শেন ওয়ার্নের অর্জিত তিন শতাংশ শেয়ারের বর্তমান মূল্য দাঁড়াচ্ছে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা। ২০২২ সালে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর এই শেয়ারের মালিকানা তাঁর পরিবারের হাতে রয়েছে, ফলে দল

বিক্রির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে এই বিপুল অর্থ তাঁর পরিবার পেতে চলেছে। তবে এই সম্পূর্ণ লেনদেন কার্যকর হতে হলে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থার আনুষ্ঠানিক অনুমোদন প্রয়োজন, যা না পাওয়া পর্যন্ত এই আর্থিক হস্তান্তর চূড়ান্ত হবে না। তবুও এই ঘটনাটি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে আধুনিক ক্রিকেটে কেবল মাঠের পারফরম্যান্সই শেষ কথা নয়, বরং সঠিক সময়ে নেওয়া বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত একজন খেলোয়াড়ের উত্তরাধিকারকে কতটা শক্তিশালী করে তুলতে পারে। শেন ওয়ার্নের এই পদক্ষেপ আজ প্রমাণ করে দিয়েছে যে ক্রিকেটের নতুন যুগে সাফল্যের সংজ্ঞা শুধু উইকেট বা ট্রফিতে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা বিস্তৃত হয়েছে আর্থিক দূরদর্শিতা ও কৌশলগত বিনিয়োগের দিকেও।

স্ট্রাইক রেট নিয়ে বেশি ভেব না ঃ গিলকে পরামর্শ অশ্বিনের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারতের টি-২০ দলে জায়গা ফিরে পেতে আইপিএলকে পাখির চোখ করার কথা শুভমান গিলের। তবে নিজেকে এই সংস্করণের উপযুক্ত প্রমাণ করার জন্য স্ট্রাইক রেটের পেছনে ছুটতে বারণ করেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ভারতের স্পিন গ্রেট গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়ককে নিজের মতো খেলে প্রচুর রান করার পরামর্শ দিয়েছেন । গত আইপিএলে ব্যাট হাতে দারুণ ছন্দে ছিলেন গিল। ১৫ ম্যাচে ৬৫০ রান করেন তিনি ছয় ফিফটি। আসরে তার চেয়ে বেশি রান করতে পারেন আর কেবল তিন জন। তার স্ট্রাইক রেটও ছিল বেশ ভালো, ১৫৫.৮৭ । তবে ভারতের হয়ে টি-২০'তে গিলের স্ট্রাইক রেট ১৪০ এরও কম। এই সংস্করণে দেশের জার্সিতে ৩৬ ম্যাচ খেলে করতে পেরেছেন ৮৬৯ রান। নামের পাশে একটি সেঞ্চুরির সঙ্গে ফিফটি আছে তিনটি। গত বছরও ভারতের টি-২০ দলের সহ-অধিনায়ক ছিলেন গিল। টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়ককে এই সংস্করণেরও পরবর্তী দলপতি মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু ফর্মের কারণে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলেই জায়গা পাননি তিনি। আহমেদাবাদে নিউজিল্যান্ডকে উড়িয়ে রেকর্ড শিরোপা ঘরে তোলে ভারত। এবারের আইপিএলে দুর্দান্ত কিছু করে নির্বাচকদের দুয়ারে কড়া নাড়তে চাইবেন গিল, এটাই স্বাভাবিক। নিজের ইউটিউব চ্যানেল 'অ্যাশ কি বাত' এ গিলকে নিয়ে আলোচনা করেন অশ্বিন। তার কি করা উচিত সেখানেই তুলে ধরেন তিনি। ' আহমেদাবাদে তাকে আউট করা খুবই কঠিন, সম্প্রতি সে যেন 'ডন' হয়ে উঠেছে। তাই আমার মনে হয়, শুবমান গিলের দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমি যদি তার জায়গায় থাকতাম, নিজেকে বলতাম, মাঠে গিয়ে আবারও রানের জোয়ার বইয়ে দিতে। নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখার একমাত্র উপায় হলো প্রচুর রান করা। সে গুজরাট টাইটান্সের সেরা ব্যাটার হবে । গত বছরের মতো এবারও দুর্দান্ত ব্যাটিং করবে শুভমান, এটা নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। সে যদি স্ট্রাইক রেটের পেছনে ছুটতে গিয়ে রান করতে না পারে, তাহলে গুজরাট টাইটান্স বড় সমস্যায় পড়বে।

হর্ষিত রানার পরিবর্তে কেকেআরে নবদীপ সাইনি, ৭৫ লক্ষ টাকায় দলে নয়া 'নাইট' দিল্লির পেসার

সকালের শিরোনাম

শুভব্রত মুখোপাধ্যায়

আইপিএল ২০২৬ শুরু হওয়ার আগেই বড় ধাক্কা খেয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স । চোটের কারণে পুরো সিজন থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন তরুণ পেসার হর্ষিত রানা। অবশেষে বুধবার তার বদলি ঘোষণা করল কেকেআর ম্যানেজমেন্ট। হর্ষিতের দিল্লির সতীর্থ নবদীপ সাইনিকে দলে নিয়েছে তারা। বেশ কিছুদিন ধরে কেকেআর শিবিরের সাথে নেট বোলার হিসেবে অনুশীলন করছিলেন সাইনি, অবশেষে তার পুরস্কার পেলেন তিনি। আইপিএল ২০২৬'র জন্য কেকেআরের নেটে অনুশীলন করার পাশাপাশি দুটি প্রস্তুতি ম্যাচেও দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন সাইনি। ৩৩ বছর বয়সী এই পেসারের অভিজ্ঞতা এবং গতি কেকেআর ম্যানেজমেন্টকে মুগ্ধ করেছে। তাকে ৭৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Δ একনজরে নবদীপ সাইনির আইপিএল পরিসংখ্যান এক নজরে ঃ-

১) মোট ম্যাচঃ ৩২টি
২) উইকেটঃ ২৩টি
৩) সেরা মরশুম ঃ
২০১৯ (আরসিবির হয়ে ১১টি উইকেট)
৪) সর্বশেষ আইপিএলঃ-

ছবি সৌজন্য কেকেআর

২০২৩ (রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে)

প্রস্তুতি ম্যাচে সাইনির গতি এবং নিখুঁত ইয়র্কার নজর কেড়েছে। বিশেষ করে ডেথ ওভারে বল করার ক্ষমতা কেকেআরের বোলিং আক্রমণকে আরও শক্তিশালী করবে। ২০২০ আইপিএলে আরসিবির হয়ে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে সুপার ওভারে মাত্র ৭ রান ডিফেন্ড করার নজির রয়েছে তার। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তার ইকোনমি রেট মাত্র ৭.৫৬, যা বেশ কার্যকরী।

Δ একনজরে আইপিএল ২০২৬'র জন্য কেকেআরের পূর্ণাঙ্গ স্কোয়াড ঃ-

১) ব্যাটারঃ
অজিঙ্কা রাহানে (অধিনায়ক), রিঙ্কু সিং (সহ-অধিনায়ক), অংকৃষ রঘুবংশী, মণীশ পাণ্ডে, রাহুল ত্রিপাঠী।

২) উইকেটকিপারঃ
ফিন অ্যালেন, টিম সিফার্ট, তেজস্বী সিং।

৩) অলরাউন্ডারঃ
ক্যামেরন গ্রিন, সুনীল নারিন, রাচিন রবীন্দ্র, রমনদীপ সিং, অনুকূল রায়, রোভম্যান পাওয়েল, সার্থক রঞ্জন, দক্ষ কামরা।

৪) স্পিনারঃ
বরুণ চক্রবর্তী, প্রশান্ত সোলাঙ্কি।

৫) পেসারঃ-
নবদীপ সাইনি (বিকল্প), সৌরভ দুবে (বিকল্প), ব্লেসিং মুজারাবানি (বিকল্প), উমরান মালিক, বৈভব অরোরা, কার্তিক ত্যাগী।

Δ গুজরাট টাইটান্সে যোগ দিলেন কুলবন্ত খেজরোলিয়া ঃ-

অন্যদিকে, চোটের সমস্যা দেখা দিয়েছে গুজরাট টাইটান্স শিবিরেও। তাদের তরুণ পেসার পৃথ্বীরাজ ইয়ারা চোটের কারণে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছেন। তার পরিবর্তে ঘরোয়া ক্রিকেটের অভিজ্ঞ বোলার কুলবন্ত খেজরোলিয়াকে ৩০ লক্ষ টাকায় দলে নিয়েছে গুজরাট। এর আগে কুলবন্ত কেকেআর এবং আরসিবির হয়েও খেলেছেন।

রিঙ্কু সিংয়ের মুকুটে নতুন পালক !

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম তারকা রিঙ্কু সিংকে 'আঞ্চলিক ক্রীড়া কর্মকর্তা' হিসেবে নিযুক্ত করল উত্তরপ্রদেশ সরকার। এই সম্মানের জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের এই বাঁ-হাতি ব্যাটার । রাজ্যের স্পোর্টস কোটা প্রোগ্রামের অধীনে এই ঘোষণা করা হয় । সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি ভিডিও বার্তায় রিঙ্কু এই নিয়োগের জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া ৩ কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কারের বিষয়টিও উল্লেখ করেন। রিঙ্কু বলেন ' আমাকে আঞ্চলিক ক্রীড়া কর্মকর্তা পদে নিযুক্ত করার জন্য আমি উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে ধন্যবাদ জানাই ।' ২৬ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার জানান, আইপিএল দল কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে লখনউতে আয়োজিত নিয়োগপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে তিনি যোগ করেন যে, খুব শীঘ্রই তিনি লখনউ যাবেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদ গ্রহণ করবেন। Δ ক্রীড়াবিদদের বড় উপহার যোগী সরকারেরঃ- আন্তর্জাতিক স্তরে পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের সরকারি চাকরি দেওয়ার যে বৃহৎ উদ্যোগ উত্তরপ্রদেশ সরকার নিয়েছে, রিঙ্কুর নিয়োগ তারই অংশ। রিঙ্কু ছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন ক্রীড়াবিদকে বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ১) রাজকুমার পাল (হকি) ঃ- ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ী এই হকি তারকাকে ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট অফ পুলিশ পদে নিযুক্ত করা হচ্ছে। ২) প্রবীণ কুমার (প্যারা-অ্যাথলিট) ঃ- প্যারালিম্পিক হাই জাম্পে সোনা জয়ী এই অ্যাথলিটকেও ডিএসপি পদ দেওয়া হচ্ছে। ৩) অজিত সিং ও সিমরানঃ প্যারালিম্পিকে পদকজয়ী এই দুই অ্যাথলিটকে জেলা পঞ্চায়েত রাজ অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করা হবে।

ঘোষণা হল দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচি

আইপিএল ২০২৬'র পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশের পর কোথায়,কবে খেলছেন নাইটরা

সকালের শিরোনাম

শুভব্রত মুখোপাধ্যায়

বৃহস্পতিবার ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড অর্থাৎ বিসিসিআই কর্তৃক টাটা ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ অর্থাৎ আইপিএল ২০২৬'র দ্বিতীয় পর্যায়ের সময়সূচি ঘোষণা করেছে। লিগ পর্যায়ের অবশিষ্ট ৫০টি ম্যাচ আগামী ১৩ এপ্রিল থেকে ২৪ মে, ২০২৬ পর্যন্ত ভারতের ১২টি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে।

এক নজরে মূল তথ্যঃ

১) বিসিসিআই ১৩ এপ্রিল থেকে ২৪ মে পর্যন্ত আইপিএল ২০২৬'র দ্বিতীয় পর্বের সূচি ঘোষণা করেছে।
২) দ্বিতীয় পর্বে মোট ৫০টি ম্যাচ খেলা হবে,
যার মধ্যে থাকছে ৮টি 'ডবল-হেডার' (একদিনে দুটি ম্যাচ)।
৩) মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংসের প্রথম লেগের লড়াই ২৩ এপ্রিল মুম্বাইতে এবং দ্বিতীয় লেগের লড়াই ২ মে চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

আইপিএলের দ্বিতীয় পর্বের নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, বেঙ্গালুরু, মুম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা, দিল্লি, আহমেদাবাদ, হায়দরাবাদ, লখনউ, জয়পুর, ধর্মশালা, রায়পুর এবং নিউ চণ্ডীগড়;এই ১২টি শহরে ম্যাচগুলি আয়োজিত হবে। এর আগে, বিসিসিআই ২৮ মার্চ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত প্রথম পর্বের সূচি ঘোষণা করেছিল। দ্বিতীয় পর্বের অভিযান শুরু হবে ১৩ এপ্রিল থেকে । যেখানে হায়দরাবাদের ঘরের মাঠে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ মুখোমুখি হবে রাজস্থান রয়্যালসের । ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য সবথেকে বড় আকর্ষণ 'এল ক্লাসিকো' অর্থাৎ মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংসের দ্বৈরথ। এই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রথম লড়াইটি হবে ২৩ এপ্রিল মুম্বাইতে। এরপর ২ মে চেন্নাইয়ের মাটিতে ফিরতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে এই দুই হেভিওয়েট দল । বিসিসিআই জানিয়েছে, দ্বিতীয় পর্বে মোট আটটি ডবল-হেডার ম্যাচ রাখা হয়েছে, যা দর্শকদের উন্মাদনা আরও বাড়িয়ে দেবে।

Δ একনজরে এবারের আইপিএলে কেকেআরের ম্যাচের সূচি ঃ-

১) ২৯ মার্চ কেকেআর বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (মুম্বই সাড়ে সাতটা)
২) ২এপ্রিল কেকেআর বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (কলকাতা সাড়ে সাতটা)
৩) ৬ এপ্রিল কেকেআর বনাম পাঞ্জাব কিংস (কলকাতা সাড়ে সাতটা)
৪) ৯ এপ্রিল কেকেআর বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টস (কলকাতা সাড়ে সাতটা)
৫) ১৪ এপ্রিল কেকেআর বনাম চেন্নাই সুপার কিংস (চেন্নাই সাড়ে সাতট)
৬) ১৭ এপ্রিল কেকেআর বনাম গুজরাট টাইটান্স (আহমেদাবাদ সাড়ে সাতটা)
৭) ১৯ এপ্রিল কেকেআর বনাম রাজস্থান রয়্যালস (কলকাতা সাড়ে তিনটে)
৮) ২৬ এপ্রিল কেকেআর বনাম লখনউ সুপার জায়ান্টস (লখনউ সাড়ে সাতটা)
৯) ৩ মে কেকেআর বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (হায়দরাবাদ সাড়ে তিনটে)
১০) ৮ মে কেকেআর বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস (দিল্লি সাড়ে সাতটা)
১১) ১৩ মে কেকেআর বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (রায়পুর সাড়ে সাতটা)
১২) ১৬ মে কেকেআর বনাম গুজরাট টাইটান্স (কলকাতা সাড়ে সাতটা)
১৩) ২০ মে কেকেআর বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (কলকাতা সাড়ে সাতটা)
১৪) ২৪ মে কেকেআর বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস (কলকাতা সাড়ে সাতটা)দ

মহিলাদের ক্লাব ক্রিকেট লিগ শুরু, তৃতীয় সংস্করণে দলের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

শুরু হয়ে যাচ্ছে সিএবি পরিচালিত মহিলাদের ক্লাব ক্রিকেট লিগের তৃতীয় সংস্করণ। ২০২৪ সালে এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল ১০টি দল নিয়ে। প্রথম বছরেই বিপুল সাড়া মেলায় গত বছর এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিল ২০টি দল। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সিএবি বা বিসিসিআইয়ে সভাপতি থাকাকালীন বরাবর বাংলা তথা দেশের মহিলা ক্রিকেটকে একের পর এক নয়া দিশা দেখিয়েছেন। বর্তমানে তিনি সিএবি সভাপতি। এবার মহিলাদের ক্লাব ক্রিকেট লিগের তৃতীয় সংস্করণে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা ২০ থেকে এক লাফে বেড়ে হয়ে গেল ৪০! যা নিশ্চিতভাবেই বাংলার মেয়েদের ক্রিকেটে এক উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন, নয়া উত্তরণ। প্রতিভাদের চিহ্নিত করা, ক্রিকেটারদের প্রতিভা মেলে ধরা, তাঁদের কেরিয়ার এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ- এ সবের এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ সিএবির এই উদ্যোগ ।

সৌজন্যে- সিএবি মিডিয়া

সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সিএবির সমস্ত পদাধিকারীরা নিরলস কাজ করে চলেছেন। এই টুর্নামেন্টের ৪০টি দলে প্রায় ৭০০ মহিলা ক্রিকেটার অংশ নিচ্ছেন। আগামী পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে হবে শতাধিক ম্যাচ। এতে যেমন ট্যালেন্ট পুল আরও শক্তিশালী হবে, তেমনই ভবিষ্যতের কোনও তারকার জন্য বড় মঞ্চ হতে পারে এই টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের প্রথম দিনে দুই মাঠে রয়েছে চারটি ম্যাচ। রাজস্থান মাঠে সকালের ম্যাচে স্টার স্পোর্টিং ক্লাব মুখোমুখি হবে ওয়াইএমসিএ -র। ওই মাঠে দিনের পরবর্তী ম্যাচে ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাবের সামনে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব। বিবেকানন্দ পার্কে সকালের ম্যাচে কাশীপুর ক্লাব খেলবে বার্নপুর ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে। এরপর ওই মাঠেই মুখোমুখি হবে অ্যামেচার ক্রিকেট ক্লাব ও উত্তরপল্লী মিলন সংঘ। কোয়ালিফাইং (লিগ-কাম-নকআউট) পর্বে অংশ নিচ্ছে ২৬টি ক্লাব।
সেখান থেকে শীর্ষ স্থানাধিকারী দুটি দল যাবে মূলপর্বে। গত বছর মূল পর্বে খেলা ১৪টি ক্লাবের সঙ্গে এই দুটি ক্লাবকে নিয়ে হবে সিএবি মহিলাদের ক্লাব ক্রিকেট লিগ টি২০ টুর্নামেন্টের মূলপর্বের রুদ্ধশ্বাস লড়াই।

সৌজন্যে- সিএবি মিডিয়া

ছবি সৌজন্য সিএবি

শুরু হয়ে যাচ্ছে সিএবি পরিচালিত মহিলাদের ক্লাব ক্রিকেট লিগের তৃতীয় সংস্করণ। ২০২৪ সালে এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল ১০টি দল নিয়ে। প্রথম বছরেই বিপুল সাড়া মেলায় গত বছর এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিল ২০টি দল। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সিএবি বা বিসিসিআইয়ে সভাপতি থাকাকালীন বরাবর বাংলা তথা দেশের মহিলা ক্রিকেটকে একের পর এক নয়া দিশা দেখিয়েছেন।

স্বত্তাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। এল, এস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা -৭০০০১৫ কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। **সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং।।**
Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at I.S .Publications Pvt. Ltd. 4 Canal West Road. Kolkata.700015
Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com